ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 24 December, 2023 ■ আগরতলা ২৪ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং ■ ৭ পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রি-বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। প্রি-বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনায় সার্বিক তদন্তে তিন সদস্যক কমিটি গঠন করেছে বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর। প্রসঙ্গত, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনায় রাজ্য জুড়ে তোলপাড় অবস্থা।

বিরোধীরা এই ইস্যুকে পুঁজি করে রাজ্য সরকারকে চেপে ধরার সমস্ত কৌশল নিয়েছে।

আজ মধ্য শিক্ষা অধিকারের অধিকর্তা এক প্রেস বিবৃতিতে তদন্ত কমিটি গঠনের সংবাদ জানিয়ে বলেন, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের (বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় ব্যতীত) প্রি-বোর্ড পরীক্ষার বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা অনাকাঙ্খিত কারণে স্থগিত রাখা হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ে বিকল্প প্রশ্নপত্রে এই দুই পরীক্ষার দিনক্ষণ জানানো হবে। অবশিষ্ট সকল বিষয়ের পরীক্ষা পূর্ব ঘোষিত নির্ঘন্ট অনুযায়ী সম্পন্ন হবে। পরীক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্টদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। দপ্তর এ বিষয়ে যথাযথ ভূমিকা নিচ্ছে।

দফতর আরও জানিয়েছে, অনাকাঙ্খিত এই ঘটনায় যুক্তদের তদন্তক্রমে চিহ্নিত করে আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে এফআইআর করা হয়েছে। তাছাড়াও সার্বিক তদন্তের জন্য তিন সদস্যক কমিটি গঠন করা হয়েছে। দপ্তর শিক্ষা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে স্বচ্ছতা রক্ষায় বদ্ধপরিকর।

রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নামছে যুব কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। প্রি বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনায় আন্দোলনের হুশিয়ারী দিয়েছে প্রদেশ যুব কংগ্রেস। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ৭২ ঘণ্টা অব্যাহত হলেও এখনো পর্যন্ত সরকার বা শিক্ষাদপ্তরের কোনো ভূমিকা নেই। খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে এধরনের ঘটনার পর সরকারের নিশ্চুপ ভূমিকায় প্রশ্ন তুলেছে প্রদেশ যুব কংগ্রেস। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রশ্ন পত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনায় সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন যুব কংগ্রেস নেতৃত্ব।

যুব কংগ্রেসের জনৈক নেতৃত্ব অভিযোগ করে বলেন, শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উপর রয়েছে। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে উদাসীন ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ৭২ ঘণ্টা অব্যাহত হলেও এখনো পর্যন্ত এই ধরণের কাজের সঙ্গে যুক্ত কাউকে চিহ্নিত করতে পারেনি দপ্তর। এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় গ্রেপ্তারের কোনো খবর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দাবি মানা না হলে সরকারে যাচ্ছেনা মথা ঃ অনিমেষ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। মন্ত্রিসভায় মথার অংশগ্রহণ নিয়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবরে স্পষ্টিকরণ দিলেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, যতখন পর্যন্ত সরকার গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড জনজাতি সার্বিক উন্নয়নে দাবি না মেনে নেয় ততক্ষন তারা সরকারে যাবে না। তিনি এও বলেন, জনজাতি এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আগামী বিধানসভার অধিবেশনে জোড় সাওয়াল তুলবেন মথার প্রতিনিধিরা।

এখনও পর্যন্ত এডিসি এলাকাতে জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নে রাজ্য সরকারের কোনও ভূমিকা নেই বলে তাঁর অভিযোগ। তিনি এও বলেন, এ বিষয়ে রাজ্য সরকার এডিসি প্রশাসনকে কোনও ধরনের আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে না রাজ্য সরকার।

জনজাতিদের স্বার্থে প্রতিনিয়ত আন্দোলন জারি রেখেছে তিপ্রামথা। তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এডিসি প্রশাসন আর্থিক সংকটের মধ্যেও কাজ করে যাচ্ছে। তার অভিযোগ, রাজ্য সরকার এবিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিলে জনজাতি এলাকার মানুষ অনেক বেশি উন্নয়নের সম্মুখীন হবেন। আজ দলের কার্যকারী বৈঠকে আগামী বিধানসভার অধিবেশনে রণকৌশল কি হবে তা চূড়ান্ত করা হয় বলে তিনি জানান।

তবে, সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরের তীব্র প্রতিবাদ করেন তিনি। অনিমেষ বলেন, গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড সহ জনজাতিদের স্বার্থে মথার দাবি পূরণ হলেই দল পরবর্তী বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করবে।

আসন্ন বিধানসভা অধিবেশনকে সামনে রেখে ত্রিপুরা মথা পরিষদীয় দলের এক বৈঠক আজ আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠক শেষে বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা জানিয়েছেন আজকের এই বৈঠকে আসন্ন বিধানসভা অধিবেশনে তিপরা মথা পরিষদীয় দলের রণকৌশল চূড়ান্ত করা হয়। দলের বিধায়কগণ আসন্ন অধিবেশনে জরুরি জনস্বার্থ বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা উত্থাপন করবেন। বিরোধী দলনেতা জানান, এডিসির হাতে সরাসরি অর্থ প্রদান, অতি দ্রুত ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়া, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীন কর্মসংস্থান, পানীয় জল ইত্যাদি ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে জন্য তিপরা মথা বিধায়কগণ বিধানসভায় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

তাছাড়া শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের বিষয় নিয়েও বিধানসভায় সরব হবে তিপরা মথা পরিষদীয় দল। আসন্ন বিধানসভা অধিবেশনে রাজ্য সরকারের প্রতিটি দপ্তরের কাজকর্ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ দেওয়া উচিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেন বিরোধী দল নেতা শ্রী দেববর্মা।

কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা সহ বিভিন্ন বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি প্রাক্তন বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। রাজ্যের কর্মচারীদের জন্য মহার্ঘভাতা, সুষ্ঠু বদলি নীতি এবং পে-কমিশনের মত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহার কাছে চিঠি দিয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক তাপস দে। কর্মচারীরাই যে বাস্তবাদী প্রশাসনের মূল চালিকাশক্তি, সেই তথ্যটি তিনি চিঠির শুরুতেই উল্লেখ করেছেন। প্রাক্তন বিধায়ক চিঠিতে লিখেছেন, কর্মচারীদের মনোবল বৃদ্ধির জন্যও মাঝে মধ্যে বিভিন্ন প্রণোদনা ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করা আবশ্যিক। কিন্তু বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শপথ গ্রহণের পরে আজ পর্যন্ত কোনো মহার্ঘভাতার ঘোষণা হয়নি। এমনকি ,এখন কোনো স্বচ্ছ বদলি নীতিও কার্যকর হচ্ছে না। যেসব কর্মচারীরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিষেবা প্রদান করতে চান, তাদেরকে দূরে জঙ্গলে বদলি করে দেওয়া হয়। আর যারা বছরের পর বছর সেই জঙ্গলে পড়ে আছেন, নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে নিজেদের মহকুমায় পর্যন্ত নিয়ে আসা হচ্ছে না। আবার বেতন কমিশন ঘোষণা দেওয়ার মতোও কোনো প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

তাপসবাবু বলেছেন, “পে কমিশন যে ঘোষণা হচ্ছে না, সেটা পরিষেবা প্রদানে আগ্রহী কর্মচারীদের মধ্যেও হতাশার জন্ম দিতে বাধ্য। এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুনর্নিয়োগের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কি কখনও ভেবে দেখেছেন, এইসব পুনর্নিয়োগ দুর্নীতির জন্ম দেয়, আর কর্মচারীদের মধ্যে একটা ‘জো হুজুরি’ মানসিকতা তৈরি করে দেয়?”এই চিঠির কপি বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা, মুখ্য সচিব এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিবের কাছেও পাঠিয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক তাপস দে।

ভোজন বিলাসীদের আনন্দদান করার লক্ষ্যে রাজধানীর নেতাজী প্লে ফোরাম সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত পেটুক সমাবেশ ২.০-তে শনিবার উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা।

কমিউনিস্টরা শ্রমিকদের স্বার্থে কিছুই করেনি ঃ টিংকু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরায় ৩৫ বছরের শাসনকালে কমিউনিস্টরা শ্রমিকদের স্বার্থে কিছুই করেনি। কিন্তু বিজেপি জোট সরকার ৫ বছরের শাসনকালে ২১০০টি চা শ্রমিক পরিবারকে বাসস্থানের জন্য বিনামূল্যে জমি বণ্টন করেছে। আজ ভারতীয় মজদুর সংঘের তৃতীয় দ্বী-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলনে একথা বলেন মন্ত্রী টিংকু রায়।

আজ রবীন্দ্র ভবনের সম্মুখে ভারতীয় মজদুর সংঘের তৃতীয় দ্বী-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় থেকে ভারতীয় মজদুর সংঘের কর্মকর্তারা রেলি করে সমাবেশে যোগদান করে।

এদিন মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন, বর্তমান সরকার সব ধরনের শ্রমিকদের আর্থিক সমৃদ্ধি এবং জীবন যাপনের মানোন্নয়নের জন্য কাজ করছে। শ্রমিক স্বার্থে পূর্বতন বাম সরকার কিছুই করেনি। কেননা তাদের সদিচ্ছাই ছিল না।

তাঁর কথায়, শ্রমিকরা তাঁদের শিল্প ক্ষেত্রে শ্রম দিয়েছে বলেই রাজ্যের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে। কারণ, গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় সাড়ে চারশো কোটি টাকা আমদানি এবং মাত্র ১২ কোটি টাকা রপ্তানি হত। কিন্তু গত অর্থবছরে রাজ্য থেকে ২৫০ কোটি টাকা রপ্তানি হয়েছে। তা একমাত্র রাজ্যের শ্রমিকরা শ্রম দিয়েছে বলেই সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ফল প্রকাশ ও নিয়োগের দাবিতে এসটিজিটি পরীক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরায় একাংশ বিদ্যালয় শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। শিক্ষক নিয়োগের জন্য ছাত্রছাত্রীরা পথ অবরোধ করছে। তারপরও শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না রাজ্য সরকার। ফল প্রকাশের দাবিতে বিক্ষোভে মিলিত হয়ে এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন এসটিজিটি পরীক্ষার্থীরা। এদিন তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার কাছে অতিসত্বর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে রাজ্যে শিক্ষক স্বল্পতা দূর করার জন্য কাতর আবেদন জানিয়েছেন।

জনৈক পরিক্ষার্থী জানিয়েছেন, ২০২২ সালে এসটিজিটি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। পরীক্ষা দেওয়ার ১ বছর ৪ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত ফলাফল প্রকাশ করেনি শিক্ষা দপ্তর। এ---বিষয়ে একাধিকবার টিআরবিটির দ্বারস্থ হয়েও কোন জবাব মিলছে না। কিন্তু এদিকে দেখা যাচ্ছে রাজ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষক নেই।

তারপর ও টিআরবিটি নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করছে না। তাই তাঁরা আজ বাধ্য হয়ে রাজবাড়িতে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর ফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হোক।

২১ দেশের জাতীয় পতাকা এঁকে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে তর্নেসা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। আগরতলা ওমেন্স কলেজের ছাত্রী কমলপুর মহকুমা নিবাসী তর্নেসা দাস ২১ টি দেশের জাতীয় পতাকা এঁকে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে স্থান করে নিয়েছে। গোটা দেশের মধ্যে কমলপুর মহকুমার নাম আরো একবার উজ্জ্বল করলো কচুছড়ার তর্নেসা দাস। সে জায়গা করে নিয়েছে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে।

আগরতলা ওমেন্স কলেজের দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্রী তর্নেশা বিরলের মধ্যে বিরলতম কৃত্বিত্বের অধিকারী হয়েছে। তর্নেশা ”র বাবা পীযুষ কান্তি দাস পূর্ত দফতরে কর্মরত। ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকার জন্য পিসির কাছে অনুপ্রেরণা পায় তর্নেশা। অংকন শিক্ষক রাজিব রুদ্র পালের কাছে অংকন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলকাতাগামী তিন জোড়া ট্রেনের সময়সীমা বৃদ্ধি এনএফ রেলের

মালিগাঁও, ২৩ ডিসেম্বর ।। যাত্রীদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে কলকাতাগামী তিন জোড়া ট্রেনের পরিষেবা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ট্রেনগুলি বিদ্যমান সময়, স্টপেজ ও গঠনের সাথে উভয় দিক থেকে ১৩টি ট্রিপের জন্য মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত চলাচল করবে।

সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০২৫০২ (আগরতলা-কলকাতা) স্পেশাল ২৭ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবার আগরতলা থেকে যাত্রা করবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০২৫০১ (কলকাতা-আগরতলা) স্পেশাল ৩১ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবার বিদ্যমান সময়সূচি, স্টপেজ অনুযায়ী কলকাতা থেকে যাত্রা করবে। ট্রেন নং. ০৫৬৩৯ (শিলচর-কলকাতা) স্পেশাল ২৮ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শিলচর থেকে যাত্রা করবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৬৪০ (কলকাতা-শিলচর) স্পেশাল ২৯ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার বিদ্যমান সময়সূচি, স্টপেজ অনুযায়ী কলকাতা থেকে যাত্রা করবে।ট্রেন নং. ০২৫১৮ (গুয়াহাটি-কলকাতা) স্পেশাল ৩০ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার গুয়াহাটি থেকে যাত্রা করবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০২৫১৭ (কলকাতা-গুয়াহাটি) স্পেশাল ট্রেনটি ২৮ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বিদ্যমান সময়সূচি, স্টপেজ অনুযায়ী কলকাতা থেকে যাত্রা করবে।

এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে ও বিভিন্ন সংবাদপত্রে এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

একই রাতে ছয়টি গবাদি পশু চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। রাতের আঁধারে হাত সাফাই করল চোরের দল। শুক্রবার গভীর রাতে আমতলী থানার অন্তর্গত কুঁড়িপুকুর এলাকায় পৃথক স্থানে তিনটি গৃহস্থের বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়ে মোট ছয়টি গবাদি পশু নিয়ে পালিয়েছে ।ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, আমতলী থানার অন্তর্গত কুঁড়িপুকুর এলাকায় পূর্ব পাড়ার বাসিন্দা হরেন্দ্র সরকার, সুধাংশু সরকার ও প্রণব সরকারের বাড়িতে চোরের দল সোমবার গভীর রাতে হানা দিয়েছে। গতকাল রাত আনুমানিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আখাউড়া চেকপোস্ট পরিদর্শনে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি আজ বিকেলে আখাউড়া চেকপোস্ট পরিদর্শন করেন। আখাউড়া চেকপোস্টে রাজ্যপালকে স্বাগত জানান বিএসএফ”র ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি রাম কৃপাল সিং। আখাউড়া চেকপোস্ট পরিদর্শনের সময় রাজ্যপালের সাথে ছিলেন রাজ্যপাল পত্নি এন রেনুকা ও অন্যান্য নিকট আত্মীয়গণ। রাজ্যপাল সহ তার নিকট আত্মীয়গণ আখাউড়া চেকপোস্টে বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। চেকপোস্ট পরিদর্শনের সময় রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু বাংলাদেশের বিজিবি আধিকারিকদের হাতে মিষ্টি তুলে দেন।

বহিরাজ্যে পাচারের সময় আটক ২৫ কেজি গাঁজা সহ ২ পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। রেলপথকে ব্যবহার করে গাঁজার বাণিজ্য অব্যাহত রয়েছে রাজ্যে। যার ফলে রেলস্টেশনগুলিতে বিশেষ করে বাধারঘাট স্টেশনে রেল পুলিশের টহলদারী অব্যাহত রয়েছে। শনিবার সকালে নিয়মমাফিক তল্লাশির সময় সন্দেহজনকভাবে দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। তাদের থেকে বহিরাজ্যে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, বহিরাজ্যের ট্রেন থাকলে প্রতিদিনই জিআরপি পুলিশ, বিএসএফ জওয়ানরা যৌথভাবে নিয়মমাফিক তল্লাশি করে থাকেন। শনিবার বহিরাজ্যের দুটি ট্রেন ছিল হামসাফর এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস।

সেই অনুযায়ী আজ সকাল থেকেই আরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা স্টেশনে ছিলেন। তখনই দুই যুবককে স্টেশনে প্রবেশ করতে দেখে পুলিশের সন্দেহ হলে তাদের আটক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৭৮ ▫ ২৪ ডিসেম্বর ২০২৩ইং ▫ ৭ পৌষ ▫ রবিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

টার্গেট ফিক্সড করিলেন মোদী !

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে পাকের চোখ করিয়া দেশের শাসক দল বিজেপি কোমর বাধিয়া ময়দানে নামিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। যেকোনো মূল্যে ইন্ডিয়া জোটকে প্রতিহত করাই তাহাদের টার্গেট। শুধু প্রতিহত করা নয়, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে অন্তত ৪০০ আসনে জয়ী হওয়ার টার্গেট নিয়াছে শাসক দল বিজেপি। এই টার্গেট সফল করিবার জন্য বিভিন্ন রাজ্যের বিজেপির নেতৃত্বদের উপর দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। দলীয় সভাপতি ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে দলীয় নেতৃত্বদের পাঠাতে শুরু করিয়াছেন। যেসব রাজ্যে সাংগঠনিক দুর্বলতা রহিয়াছে সেই দুর্বলতা কাটা এবার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। নেতাদের কোন ধরনের গাফিলটি বা দুর্বলতা বরদাস্ত করা হইবে না বলিয়াও স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কোথাও কোন ধরনের দুর্বলতা পরিলক্ষিত হইলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে জরুরী ভিত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতেও বলা হইয়াছে। বিজেপির এই ধরনের সাংগঠনিক তৎপরতা দেখিয়া বিশেষজ্ঞরা মনে করিতেছেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচন শাসকদল বিজেপির কাছেও আত্মমর্যাদার লড়াই হইয়া উঠিয়াছে। কেননা ইতিমধ্যেই বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধ হইতে শুরু করিয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যে ১ এর বিরুদ্ধে এক প্রার্থী দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছে তাহারা। তাহাদের এই পরিকল্পনা সফল হইলে শাসক দল বিজেপিকে লক্ষ্যমাত্রা টিকাইয়া রাখিতে রীতিমতো কষ্টসাধ্য হইবে। সেজন্যই আগাম প্রস্তুতি নিতে শুরু করিয়াছে শাসক দল বিজেপি।

বছর ঘুরিলেই লোকসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যে ভোটের প্রস্তুতি শুরু করিয়া দিয়আছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। বিভিন্ন রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্বকে টার্গেট ফিক্সড করিয়া দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সম্প্রতি বিজেপি সদর দফতরে দলের জাতীয় পদাধিকারীদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন তিনি। এই বৈঠকেই প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট নির্দেশ, আগামী ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে ৫০ শতাংশেরও বেশি ভোট পাইতে হইবে। এখন থেকেই মিশন মোডে কাজ করিবার বার্তা দেওয়া হইয়াছে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ৩০৩ টি আসন জিতিয়াছিল বিজেপি। সোশ্যাল মিডিয়াতে আক্রমণাত্মকভাবে মতামত প্রকাশ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। শুধু তাই নয়, বিরোধীদের প্রত্যেক নেতিবাচক প্রচারের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানানোর কথাও বলা

হইয়াছে। লোকসভা নির্বাচনকে মাথায় রাখায়াই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়।যেখানে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে শুরু করিয়া রাজ্যস্তরে সভাপতিরাও উপস্থিত ছিলেন। মূলত আগামী নির্বাচনে বিজেপি কীভাবে কাজ করিবে, রণকৌশল কি হইবে তাহা ঠিক করিতেই এই বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে নেতৃত্বকে টার্গেট বাধিয়া দেওয়ার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের একের পর এক জনকল্যাণকারী যোজনার কথা সমস্ত রাজ্যের মানুষের সামনে তুলিয়া ধরিবার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।মানুষ যাহাতে আরও বেশি করিয়া সুবিধা পান তাহা দেখিবার কথাও বলা হয়। পাশাপাশি বিকাশ ভারত সংকল্প যাত্রা সহ দেশজুড়িয়া প্রচার অভিযান আরও বাড়ানোর কথা বলা হইয়াছে।

তিলোত্তমায় শীতের আমেজ রয়েছেই, শুধু একটু একটু করে চড়ছে তাপমাত্রা

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): কলকাতা তথা দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শীতের আমেজ বজায় রয়েছে। কলকাতা ও পার্শবর্তী এলাকায় তাপমাত্রা নেমে গিয়েছে অনেকটাই। জেলাগুলির তাপমাত্রা আরও কম রয়েছে। তবে, একটু একটু করে চড়ছে তাপমাত্রার পারদ। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি।

আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, বড়দিনে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে চলেছে। রবিবারের পর থেকে তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি বাড়তে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণেই তাপমাত্রা বাড়ছে রাজ্যে। উধাও হচ্ছে শীত। শুধু তাই নয়, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে আগামী তিন দিনে, শহরের তাপমাত্রা আরও প্রায় তিন ডিগ্রি বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আবহবিদরা জানিয়েছেন। ফলে বড়দিন এবং নতুন বছরের সময় শীতকাতুরে বাঙালি ভাল রকম ঠান্ডা উপভোগ করতে পারবে না বলেই মনে করা হচ্ছে।

দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২.২ ডিগ্রি, কনকনে শীতে জবুথবু অবস্থা সমগ্র উত্তর ভারতে

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): জাতীয় রাজধানী দিল্লি-সহ সমগ্র উত্তর ভারত প্রবল ঠান্ডায় রীতিমতো কাঁপছে। শীতের পোশাকেও রেহাই মিলছে না, তাই রাস্তায় ধারে বিভিন্ন স্থানে শীত থেকে বাঁচতে আগুন পোহাতে দেখা যাচ্ছে মানুষজনকে। পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার-সর্বত্রই এই পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে। একইসঙ্গে রয়েছে কুয়াশার দাপটও। কুয়াশার কারণে শনিবার দিল্লিতে বিঘ্নিত হয়েছে উড়ান পরিষেবা।

দিল্লি বিমানবন্দর সূত্রের খবর, শনিবার ১১টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট এবং ৫টি অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট দিল্লি বিমানবন্দরে আসা এবং যেতে দেরি হয়েছে। রাজধানী দিল্লিতে শনিবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, দিল্লির সফদরজং-এ সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ এই তাপমাত্রার রেকর্ড করা হয়েছে এবং দিল্লির পালমে সেই সময় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৪.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

রবিবারই হচ্ছে টেট পরীক্ষা, পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে মিলবে বাড়তি মেট্রো পরিষেবা

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রাথমিকের টেট পরীক্ষা হতে চলেছে ২৪ ডিসেম্বর (রবিবার)। এ বছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ শতাংশ কমে গিয়েছে। কলকাতাতেও কমেছে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। এ বছর টেটে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৯ হাজার ৫৪ জন। কলকাতায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সাকুল্যে ২০০০-এর একটু বেশি বলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সূত্রের খবর। সারা রাজ্য জুড়ে পরীক্ষার মোট কেন্দ্র ৭৭৩। কলকাতায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম হওয়ায় পরীক্ষাকেন্দ্র করা হয়েছে মাত্র পাঁচটি।

টেট-এর জন্য রবিবার, ছুটির দিনও মেট্রোয় মিলবে বাড়তি পরিষেবা। রবিবার সকাল ৯টার পরিবর্তে দমদম ও নিউ গড়িয়া থেকে প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৬টা ৫০-এ। সকাল ৭টায় ছাড়বে দক্ষিণেশ্বর থেকে নিউ গড়িয়া প্রথম মেট্রো। টেট-এর জন্য আগামীকাল সারাদিনে ১৩০টির পরিবর্তে ২৩৪টি মেট্রো চলাচল করবে। এর মধ্যে ১১৭টি আপ এবং ১১৭টি ডাউন মেট্রো। রাতের শেষ মেট্রোর সময়সূচিতে কোনও পরিবর্তন নেই। টেটের নিরাপত্তা নিয়ে সতর্ক প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। ৭৭৩ টি কেন্দ্রে থাকছে ১,৫৪৬টি সিসিটিভি। থাকছে বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা এবং মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে চেকিং-এর ব্যবস্থা। পরীক্ষার্থীরা শাঁখা-পলা থেকে শুরু করে কোনও প্রকার অলঙ্কার পড়ে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে পারবেন না।

মহামানব যীশু

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

যীশুখ্রিস্টের আবির্ভাবের প্রায় চৌদ্দশো বছর পূর্বে ইহুদী জাতিরা ছিল যেমন অশিক্ষিত তেমনি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন।

তাঁদের সার্বিক কল্যান কামনার্থে মুসা Moses ও জিহোবা ahve নামে দুই একেশ্বরবাদী পরিত্রাতা-উপাসনা, ধর্মনীতিমূলক শিক্ষা এবং নানা বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করে জাতির দুর্দশা অপনোদন করার চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তীকালে মুসা প্রবর্তিত ধর্মই ইহুদী Judaism নামে পরিচিতি লাভ করে। মুসা প্রবর্তিত ইহুদী ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বহুকাল ব্যাপী আমজনতা ধর্মনীতির পথে পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কালের প্রভাবে এই ধর্মের প্রতি মানুষ এক সময় আস্থাহীন হয়ে পড়ে। সেই সময় সমগ্র ইহুদীগণ Pharisee G Sadducee দুটো সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। Pharisee — গণের ধর্মতত্ত্ব অপেক্ষা বাহ্যিক আচারের প্রতি ছিল বেশি পক্ষপাতীত্ব। অন্যদিকে Sadducee ---গণেরা ছিলেন অভিজাত বংশীয় এবং ঘোর সন্দেহবাদী। এই দুই সম্প্রদায়ই ধর্মতত্ত্বের তুলনায় বাহ্যিক আড়ম্বর প্রিয় হয়ে উঠেছিল। সেই কপট ও স্বৈরাচারী ধার্মিকদের হাত থেকে ইহুদী সম্প্রদায়কে রক্ষার্থে আজ থেকে দুই সহস্র একবিংশ বছর পূর্বে ধর্মরাজ্য স্থাপনার্থায় জন্ম পরিগ্রহ করতে হয়েছিল মহামানব যীশুখ্রিস্টকে। শ্রীকৃষ্ণ মুখ নিঃসৃত সেই অমোঘ বাণী 'সম্ভবামী যুগে যুগে' কথাটিকে পূর্ণতা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তাঁর জন্ম হয়েছিল। ইহুদী জাতির মধ্যে যা কিছু মহৎ ও মহান সেই গুণাবলীর সাকার বিগ্রহ ও আধ্যাত্মিক শক্তির আধারস্বরূপ যীশুর আবির্ভাবে পূর্ণতালাভে সক্ষম হয়েছিল।

যীশু আমাদের এই মাটির পৃথিবীতে মানবশিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে এক উচ্চকোটির মহামানব। তিনি ছিলেন ঈশ্বর প্রেরিত দেবদূত। ঈশ্বরের মানস পুত্র। তিনি যোশেফের ঔরসজাত সন্তান ছিলেন না। শুক্রাণু ব্যতীতই কুমারী মেরির গর্ভসঞ্চার হয়েছিল। যেমনটি প্রায় পাঁচহাজার বছর পূর্বে মহাভারতে বর্ণিত কর্ণও শুক্রাণু ব্যতীতই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সূর্যের বরে তিনি কুন্তির কান দিয়ে জন্মেছিলেন। সেই কারণে তাঁকে কানিন পুত্র নামেও অবিহিত করা হয়। সংস্কৃতে এই জাতীয় পুত্রদের বলা হয় 'অশিশ্নসম্ভব'।

খ্রিস্ট আর কেষ্টর মধ্যে তফাৎ কিছু চোখে পড়ে না। যীশুখ্রিস্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ (?) করেছিলেন আর শ্রীকৃষ্ণ জরা নামক ব্যাধের নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। দু'জনেরই মৃত্যুর একমাত্র কারণ ছিল লৌহ ফলক। একজনের জন্ম হয়েছিল বেথেলহমে মেষপালকদের ছাউনিতে আর অন্যজনের জন্ম হয়েছিল মথুরার কারাগারে। সময়টাও প্রায় সমান — মধ্যরাত্রি। খ্রিস্ট জন্মেছিলেন দায়ূদের বংশে আর কৃষ্ণ জন্মেছিলেন যাদব বংশে। তখন রোমান সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি জুলিয়াস সিজারের পুত্র অগাস্টাস সিজারের অধীনস্থ ছিল ইতিহাস বিখ্যাত প্যালেস্টাইন। আর প্যালেস্টাইনের অন্তর্গত ছিল জেরুজালেম শহরটি। অগাস্টাস সিজারের সামন্তরাজা ছিলেন জেরুজালেমের হেরড। হয়তো অনেকেই জানেন পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লোক গণনার সূত্রপাত শুরু হয়েছিল অগাস্টাস সিজারের আমলেই।

পূর্বদেশ থেকে আগত পন্ডিতদের মুখে জেরুজালেম-এর রাজা হেরড খ্রিস্টের জন্ম বৃত্তান্ত শুনে ভয়ে ও ত্রাসে যেমন শিউরে উঠেছিলেন ঠিক তেমনি আকাশবাণী মারফৎ কৃষ্ণের ভাবী জন্মের আশঙ্কায় মথুরার রাজা কংস-এর সিংহাসনও সেদিন ভয়ে ও ত্রাসে কেঁপে উঠেছিল। রাজা হেরড শুনতে পেয়েছিল জেরুজালেমে জন্ম নিয়েছেন আগামী দিনের রাজা অন্যদিকে রাজা কংস শুনতে পেয়েছিল তাঁর বিনাশকারী জন্ম নিয়েছেন মথুরায়। জেরুজালেমের রাজা হেরড এবং মথুরার রাজা কংস দু'জনেই তাঁদের প্রাণ নাশে উদ্যত হয়েছিল। দেবদূতদের পরামর্শ অনুযায়ী খ্রিস্টের পরিবারকে অত্যন্ত গোপনে জেরুজালেম থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল মিশরে। অন্যদিকে পরিত্রানায় সাধুনাং এবং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কৃষ্ণকে দুর্যোগে ভরা রাত্রির অন্ধকারে গোপনে স্থানান্তরিত করতে হয়েছিল গোকুলে। কী অদ্ভুত মিল দু'জনার ! অবশ্য এই রকম সাদৃশ্য আরো অনেক আছে ইতিহাসের পাতায়। সুতরাং নতুন কিছু নয়, এতে আশ্চর্য হওয়ারও কিছু নেই। আবার খ্রিস্ট আর কৃষ্ণ তাঁরা দু'জনেই বলেছিলেন তাঁদেরকে বিশ্বাস করতে। খ্রিস্ট বলেছিলেন, তিনি যা বলছেন তা পরম পিতা ঈশ্বরের কথা, তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর আর শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র তাঁকে স্মরণ করতে। শ্রীকৃষ্ণ বা যীশুখ্রিস্টের ন্যায় বিরাট অবতারেরা এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন লীলা প্রদর্শনের জন্য আর তা সমাধা হলেই স্বেচ্ছায় তাঁরা তিরোহিত হন এই মায়াঘেরা পৃথিবী থেকে।

যীশুখ্রিস্ট এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা মিশর থেকে ইজরাইল ফিরে এসেছিলেন সামন্তরাজ হেরডের মৃত্যুর পরে। জেরুজালেমে তখন হরডের পুত্র আর্থেলাউস-এর রাজত্বকাল। পিতার চেয়েও তিনি ছিলেন আরও নৃশংস। আবারও পালিয়ে যেতে হয় যোশেফের পিতৃভূমি নাজারেথে।

যীশু যখন জেরুজলেমে স্থায়ীভাবে ফিরে এসেছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় তিরিশের কাছাকাছি। নিজেকে তিনি ঈশ্বর তনয় বলে সকলের কাছে পরিচয় দিতে থাকেন। ঈশ্বর প্রেরিত দেবদূত না হলে স্বয়ং ঈশ্বরকে তিনি পিতা বলে সম্বোধন করবেনই বা কেন ? তাছাড়া আমরা জানি অবতার বরিষ্ঠ মহাপুরুষেরা বাকসিদ্ধ হন। সাধারণ মানুষের মতো তাঁরা কখনো মিথ্যে বলেন না। এমন কি ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময়ও তিনি দুস্কৃতকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন — 'হে ঈশ্বর, এরা জানে না যে, এরা কী পাপ কাজ করছে। তুমি এদের ক্ষমা করে দিও'। এই নৃশংস পাশবিক অত্যাচার করার পরেও তাঁর নির্দয় নির্মম ও পশু তুল্য হত্যাকারী মানুষগুলোর প্রতি ছিল তাঁর অপার করুনা। যীশু তাঁদের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা পর্যন্ত করেছিলেন। এইরূপ উদার ও মহৎ প্রাণ কী কোন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায় ? যীশুখ্রিস্ট পূর্ব হতেই তাঁর জীবনধারার বিষয় অবগত ছিলেন। যে সব ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে তার প্রত্যেকটির ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর নিজের জন্য নয় বা তাঁর কর্মফলের দরুণ নয় — এসেছেন, কেবলমাত্র মানবজাতির উদ্ধার সাধনের জন্য। সমগ্র মানবকুলের পরিত্রাতা হয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই পৃথিবীতে। ঈশ্বর মানবের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে সমগ্র মানবজাতির পাপ ও দুঃখের ভার বহন করার জন্যেই রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে জন্মপরিগ্রহ করেছিলেন। ঈশ্বর তনয় যীশু সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন এই বলে —'Lo– I come— I delight to do thy well'। যীশু এইভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণার্থ মানব দেহ ধারণপূর্বক সমস্ত মানবজাতির কল্যান কামনার্থে স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়াটাও ছিল তাঁর মহান আত্মত্যাগের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যীশুর বাণী প্রচারক চারজন শিষ্য—ম্যাথ্যু, মার্ক, ল্যুক আর জন তাঁর অমর নাট্যলীলা ভবিষ্যৎ যুগের উপকারের জন্য লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন'।

আমার ধারণা যীশুখ্রিস্ট তাঁর জীবনের সম্ভাব্য ক্রুশবিদ্ধ সম্পর্কেও অবগত ছিলেন। তিনি যে মর্তলোকে ঈশ্বরের মানসপুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেটা তিনি আকারে ইঙ্গিতে বহুবার বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেকালের দিনের সাধারণ মানুষরা তা বুঝতে চাননি। কারণ বুদ্ধিভ্রষ্ট মানুষেরা কখনো নিজের ভুল স্বীকার করেন না। যীশু বারবার ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলেছিলেন — 'আমিই সেই ঈশ্বরের পুত্র, আমাকে তোমরা বিশ্বাস কর, তাতেই তোমাদের মঙ্গল হবে'। কিন্তু কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনি। কেউ হেসে উড়িয়ে দিয়েছে কেউ বা হয়তো তাঁর কথা অবিশ্বাসের মোড়কে মুড়ে ফলাও করে আরো পাঁচকান করেছে। তাঁরা সেদিন যীশুর বিরুদ্ধে বড় আকারের ঘোট পাকিয়েছিল। তাঁর কথা বিশ্বাস করা তো দূরের কথা বরং সন্দেহ প্রকাশ করে নির্লজ্জের মতো তাঁর মুখে বলা কথার প্রমান দেওয়ার দাবি করেছিল। কিন্তু কেন ? তাঁদের কী পরম পিতা ঈশ্বরের সাথে কোন পূর্ব পরিচয় ছিল যে, ঈশ্বরের সই করা কাগজ দেখালেই তাঁরা যীশুকে চিনে ফেলতে পারতো ! তাঁরা ঐ প্রকার যুক্তিহীন কথা বলার সাহস পেয়েছিল কী ভাবে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁদের বিচার বিবেচনা এবং প্রখর দূরদৃষ্টির সাহায্যে ইদানীং কালে আমাদের দেশের কত জ্ঞানী-গুণীজন তাঁদের প্রশংসা মাত্র আমাদের চোখে রাতারাতি বরণীয় হয়ে উঠেছিলেন। অথচ সেকালের যীশু নামের সেই শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত আত্মাকে তাঁরা চিনতেই পারলো না। প্রমাণ দিলেই কী তাঁরা যীশুকে স্বীকার করে নিত বা নির্বিবাদে তাঁর মুখ নিঃসৃত কথাগুলো মেনে নিত ? অতএব প্রমান দিলেই বা কী আসে যায় ? কথায় আছে — 'অন্ধের কী বা দিন আর কী বা রাত্রি'। তাঁদের বিচারে যে সবই সমান।

যীশু দীন, দরিদ্র ও দুঃস্থ মানুষদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গীত করে দিয়েছিলেন। যীশুর মধ্যে যে আধ্যাত্মিক বা দৈব শক্তি ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ প্রমান তিনি বহুবার দিয়েছিলেন। কিন্তু তা বোঝার ক্ষমতা ছিল না সেই কালের মানুষদের। কারণ আধার ভালো হলে তবেই তত্ত্ব কথা মনে ধরে। তাঁদের আধ্যাত্মিক বা দৈব শক্তির বিষয় সম্পর্কে কোন পূর্ব ধারণা ছিল না। তাই তাঁরা যীশুকে মিথ্যেবাদী বলে আখ্যা দিয়েছিল। অথচ তাঁরা সচক্ষে দেখেছে যে যীশু জন্মান্ধকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন। সেই সম্পর্কে যীশুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, কার পাপের ফলে লোকটি অন্ধ হয়ে জন্মেছিলেন ? তাঁর মা-বাপের কর্মফল দোষে নাকি তাঁর নিজের দোষে ? যীশু সেই প্রশ্নের জবাবদিহি করেছিলেন এই বলে — আমার হাতে একদিন দৃষ্টি ফিরে পাবে বলেই সে অন্ধ হয়ে জন্মেছিল। যীশু চারদিনের বাসি মৃতদেহকে পর্যন্ত কবর থেকে জীবিতাবস্থায় ফিরিয়ে এনেছিলেন। এক পঙ্গু ব্যক্তিকে তিনি তাঁর নিজের পায়ে দাঁড় করিয়েছিলেন। এই অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন শুধুমাত্র নিজেকে মহান বলে প্রমানিত করার জন্যে নয়। এইসব আধ্যাত্মিক শক্তি প্রদর্শন করার একমাত্র কারণ ছিল নিজ সম্পর্কে তাঁর মুখে বলা 'আমি ঈশ্বরের পুত্র' এই কথা সাব্যস্ত করা। এরচেয়ে বড় আর কী প্রমাণ হতে পারে ? যীশুর আগে এই পৃথিবীর বুকে এই ধরণের কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল কী ? যীশু তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের অন্তরে ঈশ্বর সম্পর্কে একটা শুভ ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন মাত্র। এর বাইরে তাঁর অন্য কোন স্বার্থ বা উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে তিনি যা বলছেন বা যা করছেন তা সবই ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে। তাঁর ব্যক্তিগত কোন কার্যসিদ্ধির অভিপ্রায় ছিল না। তিনি ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করছেন কেবল। তাঁর সময়ে ইজরাইল, জেরুজালেম, বেথেলহেম এবং জেরিকো সমেত তিনটি ধর্মের সক্রিয় প্রভাব ছিল কিন্তু যীশুর মতো এতবড় মাপের আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন মহামানবের আবির্ভাব হয়েছিল সেই প্রথম। তিনি মানুষদের সঠিক পথে চালিত করতে এসেছিলেন। তাঁর বিশেষ বা নির্দিষ্ট কোনও ধর্মের প্রতি আক্রোশ বা বিদ্বেষ ভাব ছিল না। তিনি কখনো কোন ধর্মকে নিন্দা করেননি। শুধু বলেছিলেন — আমি যা বলছি তা স্বয়ং ঈশ্বরের কথা। ঈশ্বর আমাকে যে কাজের জন্যে পাঠিয়েছেন আমি তোমাদের সেই কথাই বলি। ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করাই আমার একমাত্র কাজ। নিজেকে প্রকাশ করতে আমি আসিনি। ঈশ্বরের প্রতি যারা বিন্দুমাত্র আস্থা পোষণ করে তাঁরাই আমার কথা বিশ্বাস করবে। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেকে একজন মেষ পালকের সঙ্গে তুলনা করে তাঁর বক্তব্য আরো সহজ করে দিয়েছিলেন। যে মেষ পালক প্রকৃত অর্থে প্রভু হয়, মেষপালেরা তাঁদের প্রভুকে চিনতে পারে এবং তাঁরা সেই প্রভুর কথা বিশ্বাস করে। কোন অপরিচিত প্রভুর কথা তাঁরা কানে তোলে না বা তাঁকে প্রভু বলে স্বীকারও করে না। কারণ সেই অজ্ঞাতকুলশীল প্রভুকে তাঁরা চেনে না, তাঁকে বিশ্বাসও করে না। কিন্তু যারা আমার কথা শোনে তাঁরা আমাকে বিশ্বাস করে। সেই অর্থে তাঁরা আমার পরম পিতাকেও বিশ্বাস করে। যীশু সকলকে সমান অধিকার দিতে চেয়েছিলেন। উদাত্ত স্বরে তিনি সেদিন সাম্যবাদের কথা প্রচার করেছিলেন। তিনি একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃভাব, ক্ষমা, ত্যাগ ও পবিত্র জীবন যাপন করার কথা বলেছিলেন। এক ব্যভিচারিণী মহিলার দ্বারা তাঁর কৃতকর্মের ফলে তাঁকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করার প্রতিবাদে যীশু নিরপেক্ষ ভাবে সমস্ত জনতাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন — যে ব্যক্তি জীবনে কোনদিনও অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়নি তাঁরই প্রথম অধিকার মহিলাকে পাথর ছুঁড়ে মারার। তিনি জানতেন সেই মহিলাটিকে সেদিন যারা হত্যা করার জন্যে ছুটে এসেছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন ঘোর পাপী। সেই কারণেই ঐ রকম বিচার ব্যবস্থার উপস্থাপনা করেছিলেন তিনি। কী সুবিচার ! কী মানবিকতা ! কী প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ! প্রসঙ্গতঃ স্বামী বিবেকানন্দের প্রখর ও ধারালো উপস্থিত বুদ্ধির কথা মনে পড়ে যায়।

তাহলে সেদিন তিনি কী এমন অন্যায় কথা বলেছিলেন যে কারণে তাঁকে এতবড় শাস্তি পেতে হয়েছিল? মানুষের সার্বিক কল্যান সাধনের জন্যে তিনি শুধু বলেছিলেন— আমাকে তোমরা বিশ্বাস করো। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে আমাদের কৃষ্ণও ঠিক এমন কথাই বলেছিলেন —

সর্বধর্মনপরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ (গীতা ১৮/৬৬)

অথচ ভারতবাসীরা সেদিন তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণীর সপক্ষে কোন প্রকার প্রমাণ আদায় করতে চায়নি। বরং সেই যুগের বহু জ্ঞানী-গুণীজনেরা তাঁকে নির্দ্বিধায় অবতার পুরুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। যেমন ইদানীংকালের বহু মানুষ শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁর অনুষ্ঠিত বেশ কিছু অস্বাভাবিক আচরণের প্রতি কটাক্ষপাত করে তাঁকে পাগল ও ছেলেধরা বলে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তাই বলে তাঁকে কখনো যীশুখ্রিস্টের মতো এতবড় শাস্তি পেতে হয়নি। এতদ্দারা স্পষ্ট প্রমানিত যে আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনায় প্রাচ্যের স্থান পাশ্চাত্যের তুলনায় অনেক উর্ধ্বে। অবতারত্ব সম্পর্কে ওদের কোন ধারণা ছিল না তা বলাই বাহুল্য, যে কারণে যীশুকে এতবড় শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আমার ব্যক্তিগত ধারণা যীশু আমাদের দেশে জন্মালে এমনটি হতো না হয়তো।

যারা মহামানব হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা ঈশ্বর প্রেরিত দূত হয়েই আসেন। তাঁরা দেবলোকের অধিবাসী হওয়ার কারণে মর্তলোকের কোন ভোগ্যবস্তুই তাঁদের আকৃষ্ট করতে পারে না। তাঁরা নির্দিষ্ট কাজের শেষে পুনরায় স্বস্থানে গমন করেন। গায়ে তাঁদের পাক লাগে না। আমরা মনুষ্যজন্ম লাভ করেও আমাদের ঈশ্বরের প্রতি বিমুখতার কারণ হেতু তাঁরা আমাদের সঠিক পথ দেখাতে আসেন। আমাদের সংশোধন করতে আসেন। আসেন আমাদের শিক্ষা দিতে। আমরা যেখান থেকে আসি সেখানেই যেন ফিরে যেতে পারি। বারম্বার যেন জন্ম-মৃত্যুর রহস্যে ঘেরা এই মায়াময় সংসারে আবদ্ধ না হই। পৃথিবীটা সমস্ত জীবজগতের ক্ষেত্রে এক অস্থায়ী আবাস মাত্র। এখানকার সবকিছুই অনিত্য। যা নিত্য ও শাশ্বত তাঁরা সেই অপার্থিব বস্তুর খোঁজ দিতে আসেন। অথচ আমরা তাঁদের ফিরিয়ে দেই ব্যর্থ নমস্কারে। যখনই কোন অরাজকতা সৃষ্টি হয় তখনই তিনি আমাদের কাছে নির্দিষ্ট দূত প্রেরণ করেন শান্তিরাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে। সেইজন্যেই লোক মুখে ধ্বনিত হয় গীতার সেই অমর বাণী 'সম্ভবামি যুগে যুগে'। এই ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকে মহাকাল।

(২)

প্রকৃত অর্থে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যীশুর মৃত্যু হয়নি একথা চির সত্য। তিনি তাঁর জীবনের ভবিতব্য সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি বারম্বার সকলকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন --- 'দেখ আমি একদিন চলে যাব। সেদিন তোমরা আমাকে খুঁজবে, আমাকে অনুসরণ করবে, কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না। আমি চলে যাব লোকচক্ষুর অন্তরালে' এই উক্তির একটাই অর্থ তিনি জানতেন জীবিতাবস্থায় তাঁর মুখ নিঃসৃত কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। তাই তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে অপসৃত হয়ে যাওয়াটাকে শ্রেয় মনে করেছিলেন। তিনি নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায় স্বেচ্ছায় সকলের দৃষ্টির অগোচরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের অন্তর্ধান রহস্যের কথা মনে পড়ে যায়। ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যীশুর যেমন মৃত্যু হয়নি ঠিক সেইরকম নেতাজীরওও বিমান দুঘটনায় মৃত্যু হয়নি। তাঁদের তথাকথিত মৃত্যুর পরবর্তী জীবনেও তাঁরা সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। দু'জনের ক্ষেত্রেই পূর্ব পরিকল্পিত একটি সাজানো ঘটনা ছিল। সুতরাং যীশুর ক্ষেত্রে প্রাণদন্ড বিচারটি কোন আকস্মিক ঘটনা

ছিল না। যীশুর জীবনের অনাগত ভবিষ্যতে আগাম কী ঘটতে চলেছে সেই বিষয়ে তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন বলেই তাঁর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাণদন্ডের আগের দিন সন্ধ্যে বেলায় তাঁর অন্তরঙ্গ দ্বাদশ শিষ্য সমেত পান ভোজনে লিপ্ত হয়েছিলেন। ইংরেজিতে যাকে বলে Last supper। তাঁর দ্বাদশ শিষ্যদের মধ্যে কে যে তাঁর প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করবে সেটাও তিনি বিশেষ ভাবে অবগত ছিলেন। সম্ভবতঃ শিষ্যদের মধ্যে থেকে কাউকেই তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কারণ শিষ্যদের মধ্যে কেউ একজন ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলে শত্রুপক্ষের কেউই তাহলে নিশ্চিন্ত মনে উৎসবে যোগদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতো না। ঠিক তার পরের দিনটি ছিল উৎসবের দিন। সকলের বিষ নজর থাকতো তাঁদের উপর। যীশু হয়তো তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যদের এই কারণে আগে থেকেই নিষেধ করে রেখেছিলেন সেই কাজে হস্তক্ষেপ না করার জন্যে। তাতে শত্রু পক্ষদের অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। এটা যীশুর মহান দূরদর্শীতা ছাড়া আর কী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে আমার জানা নেই।

ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পরে তথাকথিত তাঁর মৃতদেহটি কি ভাবে এবং কি উপায় সংরক্ষিত করতে হবে সেই বিষয়ে হয়তো তিনি তাঁর দুই গোপন শিষ্যদ্বয়কে (যা তখন পর্যন্ত সকলের অজানা ছিল) আগাম শতর্ক করে দিয়েছিলেন। তাই আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে যোগবলে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পূর্বেই তিনি আত্মাকে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় — 'যীশুর খোল ও শাঁস আলাদা হয়ে গিয়েছিল। যখন তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করলে, গায়ে বর্শা ফুটিয়ে দিলে খোলে লাগল, শাঁসে কিছু হয় নি'। মহাপুরুষেরা যোগবলে এই শক্তি সঞ্চয় করেন।

প্রসঙ্গতঃ একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক — '১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষার প্রারম্ভে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে তাঁহার (স্বামী তুরীয়ানন্দ) একটি বড় দুষ্ট ব্রণ হইল। কাশীর প্রসিদ্ধ সার্জন তৃষিত বাবু উহার উপর অস্ত্রোপচার করেন। তখন ডাঃ চৌধুরী প্রভৃতি ছয়-সাত জন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন। আক্রান্ত জায়গার একটা বড় চাকা কাটিয়া তুলিয়া ফেলা হয়। অস্ত্রোপচারকালে ক্লোরোফর্ম দ্বারা তাহাকে সংজ্ঞাহীন করিতে হয় নাই। তিনি চোখ খোলা রাখিয়া দেহ হইতে মন সরাইয়া লইলেন। মনে হইল যেন অন্য কাহারও শরীরে অস্ত্রোপচার হইতেছে। ডাক্তার অস্ত্রোপচারের পরে ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন তিনি আসিয়া পুনরায় ক্ষতস্থানটি দেখিলেন এবং হরি মহারাজকে কিছু না বলিয়া ধারাল কাঁচি দিয়া সামান্য একটু অতিরিক্ত মাংস কাটিবার চেষ্টা করিলেন। পূর্বদিন এত বড় অস্ত্রোপচারকালে হরি মহারাজ কোন সাড়া-শব্দ করেন নাই, একবারও আঃ উঃ বলেন নাই। সুতরাং এই সামান্য মাংসটুকু কাটিয়া লইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন না এই ভাবিয়া ডাক্তার ঝোলা মাংসটুকু কাঁচিতে ধরিলেন, অমনি হরি মহারাজ চেঁচাইয়া এত চমকাইয়া উঠিলেন যে, ডাক্তারের হাত হইতে কাঁচি পড়িয়া গেল। ডাক্তার আর মাংসটুকু কাটিতে চেষ্টা করিলেন না। পরন্তু হরি মহারাজকে সেইদিন ঐরূপ চিৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, ডাক্তার পূর্বে কিছু না বলায় তিনি শরীর হইতে মন সরাইবার অবকাশ পান নাই। দেহে যতক্ষণ মন থাকে ততক্ষণ দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় — দেহ নিজ ধর্ম পালন করিয়া কষ্ট জ্ঞাপন করে'। আমাদের ভারতবর্ষে বহু যোগী মহাপুরুষদের জীবনে এই রকম ঘটনার উল্লেখ আছে। যার নাম নির্বিকল্প সমাধি। আচার্য শঙ্করের জীবনে অনুষ্ঠিত একটি ঘটনার কথা বিবৃত করা যাক - 'প্রশ্ন করে জানা গেল যে, রাজা অমরক মৃগয়া করতে এসে হঠাৎ মারা গিয়েছেন। এহেন যোগাযোগ দেখে পুলকিত হয়ে বললেন আচার্য — দেখ, পদ্মপাদ কি সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত ! আমি এ রাজার দেহে প্রবেশ করব। তোমরা তাড়াতাড়ি একটি নিভৃত গুহার সন্ধান কর।

'শিষ্যগণ ইতস্তত অনুসন্ধান করে অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেল নিবিড় বনস্থলীর মধ্যে একটি প্রকান্ড গুহা। আচার্য গুহাটি দেখে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন — ঠিক হয়েছে এ বেশ নিরাপদ স্থান। যোগবলে আমি এখন প্রবেশ করব রাজার দেহে। তোমরা এ গুহামধ্যে বিশেষ যত্নপূর্বক আমার দেহ রক্ষা করো। একমাস পরে আমি পুনরায় এ-দেহে প্রবেশ করব।

অনন্তর আচার্য গুহামধ্যে প্রবেশ করে যোগাবলম্বন করলেন। তিনি যোগবলে লিঙ্গশরীর আশ্রয় করে সূক্ষ্মদেহে প্রবেশ করলেন রাজা অমরকের মৃতদেহে। রাজদেহে বাস করে শঙ্কর কামকলায় সম্যক ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য পন্ডিতদের কাছে অধ্যয়ন করতে লাগলেন। সভাস্য বাৎস্যায়ন প্রণীত কন্দর্পশাস্ত্র এবং সঙ্গে সঙ্গে উভয়ভারতী (মন্ডন মিশ্রের স্ত্রী) কামকলা সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন করেছিলেন, তার জবাবস্বরূপ একখানি প্রামানিক গ্রন্থ রচনা করলেন। পদ্মপাদ ছদ্মবেশে রাজা অমরকের দেহাশ্রিত শঙ্করের সঙ্গে দেখা করেন। শঙ্করও কৌশলে স্বরচিত গ্রন্থখানি পদ্মপাদের হস্তে দিলেন। অনন্তর একমাস পরে তিনি যোগবলে প্রবেশ করলেন নিজদেহে। আচার্যকে পেয়ে শিষ্যদের আনন্দের সীমা নেই। অনন্তর শঙ্করের নির্দেশানুসারে সকলে যাত্রা করলেন মন্ডন গৃহাভিমুখে'।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সহৃদয় পাঠক সহজেই অনুমান করতে পারবেন যীশু খ্রিস্টের জীবনে আসলে কী ঘটেছিল।

ন্যুনাধিক তিন ঘন্টার মধ্যেই তাঁর তথাকথিত মৃতদেহটি ক্রুশ থেকে মাটিতে নামিয়ে ফেলা হয়েছিল। সেই ব্রাহ্মমূহুর্তে পূর্ব শর্ত অনুযায়ী তাঁর সর্বজনবিদিত অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে একজনও কেউ সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেননি। যীশুর সাহায্যার্থে তাঁদের এগিয়ে না আসার আসল কারণটি কী ছিল তা অনুমান সাপেক্ষ। কিন্তু সেই কাজে স্বতঃপ্রবৃত হয়ে যীশুর তথাকথিত মৃতদেহটি যারা ক্রুশ থেকে মাটিতে নামিয়ে ছিলেন তাঁরা ছিলেন যীশুরই দুই অজানা গোপন শিষ্য যোসেফ ও নিকোডেমাস। তখন পর্যন্ত যীশুর কাছে তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণের বিষয়টি ছিল সকলেরই অজানা। এই ঘটনা নতুন কিছু নয়। **ক্রমশঃ**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার ভারতীয় মজদুর সংঘের উদ্যোগে এক র‍্যালি আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

পোখরান ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ পরিদর্শন রাষ্ট্রপতির

যোধপুর, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শনিবার একদিনের সফরে জয়সলমেরে পৌঁছে পোখরান ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ পরিদর্শন করেন। পোখরান ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে সেনা কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন মুর্মু। তিনি জয়সলমেরের পুনম সিং স্টেডিয়ামে গিয়ে "লক্ষপতি দিদি সম্মেলন" নামক একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

সেখানে হাজার হাজার স্বাবলম্বী মহিলাকে একসঙ্গে দেখে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আনন্দ পান। সেই আনন্দের প্রকাশ তাঁর চোখে-মুখে দেখা গিয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে রাজস্থানের রাজ্যপাল কালরাজ মিশ্র, মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এবং কৃষিমন্ত্রী কৈলাশ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

জয়সলমেরে ''লক্ষপতি দিদি সম্মেলন''-এ অংশ নেওয়ার পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি মুর্মু ব্যাঙ্ক থেকে ১০০ কোটি টাকা ঋণ, ৪০ কোটি টাকা জীবিকার প্রচার সহায়তা এবং রাজস্থান মহিলা নিধি ঋণের ১০ কোটি টাকার চেক মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করেছেন।

বক্তৃতা চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু আইআইটির অধ্যাপকের

কানপুর, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : বক্তৃতা চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটল আইআইটির এক অধ্যাপকের। শনিবার কানপুর আইআইটি-তে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ৫৫ বছর বয়সী অধ্যাপক সমীর খান্দেকার বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। আচমকাই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে দেখে মৃত বলে জানিয়ে দেয়। অধ্যাপকের মৃত্যুতে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। অধ্যাপক বক্তৃতায় সকলকে ঠাণ্ডায় যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দেন। বক্তৃতা দিতে দিতে হঠাৎই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাঁর সহকর্মীরা কার্ডিওলজি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন। খান্দেকারের জন্য একটি শোক সভার আয়োজন করা হবে জানা গিয়েছে। অধ্যাপক সমীর খান্দেকার অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ একজন আইআইটি স্নাতক ছিলেন। জানা গিয়েছে ২০১৯ সালে তাঁর কোলেস্টেরলের সমস্যা ছিল এবং তারজন্য চিকিৎসা চলছিল। অধ্যাপকও প্রফেসর সমীর খান্দেকারের অকাল প্রয়াণে কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারি এবং প্রাক্তন ডিরেক্টর প্রফেসর অভয় করন্দিকর সহ আইআইটি-এর অনেক সিনিয়র কর্মীরা শোক প্রকাশ করেছেন ।

জলপাইগুড়িতে হাতির হানায় ভাঙল ঘর, তদন্তে গিয়ে জনগণের বিক্ষোভের মুখে বনকর্মীরা

চালসা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : জলপাইগুড়িতে হাতির হানায় ভাঙল ঘর। সাবাড় করল ঘরে মজুত ধান। শনিবার ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে কার্য্যত এলাকাবাসীর বিক্ষোভের মুখে পড়তে হল বনকর্মীদের। মেটেলি ব্লকের গরুমারা জঙ্গল সংলগ্ন দক্ষিণ এলাকার ঘটনা। শুক্রবার গভীর রাতে সংলগ্ন গরুমারা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটি হাতি চলে আসে দক্ষিণ ধুপঝোরা হামিদার পাড়া এলাকায়। হাতিটি স্থানীয় রহিমা বেগমের শোবার ঘরের বেড়া ভেঙে মজুত ধান সাবাড় করে। বাড়ির লোকজন পালিয়ে কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচেন। এদিন খবর পেয়ে এলাকায় যান ধুপঝোরা বিটের বনকর্মীরা। তাঁরা গিয়ে জনগণের বিক্ষোভের মুখে পড়েন। আসেন মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান সহ যৌথ বন ও সুরক্ষা কমিটির সদস্যরা। বনকর্মীদের ঘিরে স্থানীয়রা ক্ষতিপূরণের দাবি করেন। এলাকায় হাতির উপদ্রব কমাতে উপযুক্ত পদক্ষেপের দাবি জানান স্থানীয়রা। পরে বনকর্মীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

উদ্বোধনের কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ গজলডোবার ঝুলন্ত সেতু, নিরাশ পর্যটকরা

শিলিগুড়ি, ২৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : উদ্বোধনের কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হল গজলডোবার ঝুলন্ত সেতু। নতুন সেতু দেখতে এসে 'নো এন্টি' বোর্ড দেখেই ফিরে যেতে হচ্ছে পর্যটকদের। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিডনি হারবার ব্রিজের আদলে তৈরি গজলডোবার এই ঝুলন্ত সেতুর উদ্বোধন করেন। তবে উদ্বোধনের কিছুদিনের মধ্যেই সেতুটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিরাশ পর্যটকরা। গজলডোবা উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায় জানিয়েছেন, সেতুতে এখনও কিছু কাজ বাকি রয়েছে। তাই পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সেতুটি বন্ধ করা হয়েছে। তবে নতুন বছরের শুরুর আগেই সেতুটি খুলে দেওয়া হবে।

রাতে কলকাতা বিমানবন্দরে যাত্রীভোগান্তি, তোপ নেটনাগরিকদের

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): রাতে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে ফেরার পথে এক যাত্রী সামাজিক মাধ্যমে তাঁর ভোগান্তির কথা জানিয়েছেন। এতে প্রশাসনকে কটাক্ষ করে তোপ দেগেছেন নেটনাগরিকদের একাংশ।

'উইকএণ্ড ট্যুর ফ্রম কলকাতা' গ্রুপে গৌতম কুমার দাস শনিবার পোস্ট করেছেন, ''গতকাল কলকাতা বিমানবন্দরে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল, রাত ১০.৫০ থেকে ১১.২০ পর্যন্ত বহু চেষ্টা করেও যাত্রী সাথী, উবের, স্ন্যাপ, ওলা কোনও অ্যাপ থেকে কোনও ট্যাক্সি ধরতেই পারলাম না। এক গাড়ির ড্রাইভার বললো ,আপনি বৃথা চেষ্টা করছেন, রাতে সব গাড়ির অ্যাপ বন্ধ করে দেই ইউনিয়ন থেকে যাতে রাতের সময় যাত্রীদের থেকে যা খুশি ভাড়া নিতে পারে। অগত্যা ২৫০ টাকায় দমদম স্টেশন আসা যায় দিনের বেলায় সেটা ৭০০ (৬০০ টাকা ভাড়া ১০০ টাকা পার্কিং) টাকা দিতে বাধ্য হলাম। প্রশাসনের চোখের সামনে এই নোংরামি দিনের পর দিন চলছে অথচ কারও কোনও হেলদোল নেই।

প্রথম এক ঘন্টায়, সকাল সাড়ে দশটায় ১২৭ জন নেটনাগরিক এ ব্যাপারে তাঁদের মন্তব্য জানিয়েছেন। মৌলি মাইতি লিখেছেন, "আমার এই অভিজ্ঞতা অনেক আগেই হয়েছে। ২০১৭ সালে রাতে বিমানবন্দর থেকে বাড়ি ফিরেছিলাম ১২০০ টাকা দিয়ে। যা সাধারণ হার ৫০০-৫৫০। তাও আমায় চালক পুরো রাস্তা জ্ঞান দিয়েছিল আমি লাকি তাই রাত ১০টায় গাড়ি পেয়েছি। অন্য কোনও বিমানবন্দরে এই অভিজ্ঞতা হয়নি।"

অস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "আমরা কিভাবে সব কিছু বুঝেও চুপচাপ মেনে নিতে বাধ্য হই। আমাদের ভোটে, আমাদের টাকায়, চোর সরকার ডাকাতি করে বড়লোক হচ্ছে!"

অনিন্দ্য কুমার মজুমদার লিখেছেন, "একদম বলতে যাবেন না। কিছু ভীষণ সুস্থ মানসিকতার লোক রে রে করে তেড়ে এসে বলবে বেঙ্গল এর বদনাম করছে!"

অলোক মজুমদার লিখেছেন, ''ওমা, এ অভিজ্ঞতা আপনার এতদিন পরে হল?

সারা ভারতের সব এয়ারপোর্ট র সাথে তুলনা করলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়। এখানে উবের-এর ভাড়াও সমদূরত্বে দিল্লীর থেকে বেশি যে কোনো কারণেই হোক, এও শুনেছি। আবার এয়ারপোর্টের ভেতরের বাস স্ট্যাণ্ড যাবেন, তার কাহিনীও মজার। এমনিতে বাসও একদম কম। কোন বাসে বসতে হবে, সেটাও বিভ্রান্ত করে রাখে। অন্য অ্যাপ-এর গাড়ির কথা তো আপনিই দেখলেন। হতাশ লাগে।"

তন্ময় চক্রবর্তী লিখেছেন, "প্রশাসনের চোখের সামনে নয়, মদতে চলছে। তাই এসব চলবে।"

অভিনেতা কিংশুক গঙ্গোপাধ্যায় প্রয়াত

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর (হি. স.)। মারণরোগ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত 'রাণী রাসমণি' খ্যাত অভিনেতা কিংশুক গঙ্গোপাধ্যায়। সর্বশেষ রামপ্রসাদ ধারাবাহিকে কাজ করছিলেন তিনি। বেশ কয়েকবছর তিনি ভুগছিলেন ক্যান্সারে। অবশেষে ২২ ডিসেম্বর শেষ নিঃস্বাস ত্যাগ করেন অভিনেতা। তাঁর অকাল প্রয়ানে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বিনোদন জগতে।

ইন্সটাগ্রামে অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আরেকজন চলে গেল যে আমার ডাকনাম জানতো, আমার স্কুল সিনিয়র, সুহৃদ, সহযাত্রী কিংশুক চলে গিয়েছে।' কিংশুকের ছবি পোস্ট করে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন রাহুল।

প্রসঙ্গত, জি বাংলার জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'করুণাময়ী রাণি রাসমণি' ধারাবাহিকের গোবিন্দ সাত্রা চরিত্রে নজর কেড়েছিলেন কিংশুক। এছাড়াও তিনি 'আমার দুর্গা', 'গুড্ডি', 'উমার সংসার', 'দেবী চৌধুরানী', 'রাম প্রসাদ'-এর মতো ধারাবাহিকে অভিনয় করেছিলেন। অভিনয় ছাড়াও পরিচালনার কাজও করেছিলেন কিংশুক।

২৪ ডিসেম্বর থেকেই কলকাতায় যান নিয়ন্ত্রণ, বন্ধ থাকবে একাধিক রাস্তা

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): দু''দিন পরেই বড়দিন। উৎসবের মরশুমে সেজে উঠছে কলকাতা। রাস্তায় রাস্তায় আলো ঝলমল করছে। বিভিন্ন রঙের আলোয় মায়াবী রূপ নিচ্ছে রাতের কলকাতা। রবিবার থেকেই মানুষের ঢল নামবে পার্কস্ট্রিট এলাকা। বলা চলে, যার জেরে প্রতিবছরই প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায় ওই এলাকার যান চলাচল।

এর প্রেক্ষিতে শহরের বেশ কয়েকটি রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বড়দিন উপলক্ষে এবারও তার অন্যথা হচ্ছে না। কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বড়দিনের জন্য পার্ক স্ট্রিট এলাকায় যান নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

২৪ ডিসেম্বর বিকেল চারটে থেকে ২৫ ডিসেম্বর ভোর পাঁচটা পর্যন্ত ময়দান ও পার্ক স্ট্রিট এবং সংলগ্ন এলাকায় সমস্ত ধরনের পণ্যবাহী যান চলাচল বন্ধ থাকবে। আবার ২৫ ডিসেম্বর বিকেল চারটে থেকে একই বিধিনিষেধ জারি থাকবে। ২৬ ডিসেম্বর সকাল থেকে স্বাভাবিক হবে ওই এলাকার যান চলাচল।

বড়দিনে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হবে পার্ক স্ট্রিটকে। মোতায়েন থাকবে ৩৫০০ পুলিশ। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে থাকবে ২৩টি নাকা চেক পয়েন্ট। প্রয়োজনে সেদিন পার্ক স্ট্রিটকে ''ওয়াকিং স্ট্রিটও'' করে দেওয়া হতে পারে। নিরাপত্তায় তৈরি রাখা হচ্ছে পিসিআর ভ্যান, হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড, রিভার প্যাট্রোলিং এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকেও। শহরের ২৩টি নাকা চেক পয়েন্টও করা হবে।

নিউ মার্কেট, আলিপুর চিড়িয়াখানা, সায়েন্স সিটি-সহ কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে অতিরিক্ত পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হবে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রতিটি সেক্টরে একজন করে ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার অফিসার দায়িত্বে থাকবেন। তা ছাড়া ২৫ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদা অফিসার টহলদারি দেবেন বলে জানা যাচ্ছে।

কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে কোন কোন রাস্তায় পণ্যবাহী যান চলবে না ১) এজেসি বোস রোড এবং চৌরঙ্গী রোড ক্রসিং উত্তর অভিমুখে, ২) এজেসি বোস রোড ও হরিশ মুখার্জি রোড এবং ক্যাথিড্রল রোড ক্রসিং উত্তর অভিমুখে, ৩) এজেসি বোস রোড ও হসপিটাল রোড ক্রসিং স্ট্র্যান্ড রোড ও গোষ্ঠপাল সরণি ক্রসিং পূর্ব অভিমুখে, ৪) স্ট্র্যান্ড রোড ও অকল্যান্ড রোড ক্রসিং পূর্ব অভিমুখে, ৫) রেড রোড ও মেয়ো রোড এবং ডাফরিন রোড, ক্যাথিড্রল রোড ও ক্যুইন্সওয়ে চৌরঙ্গী ও শেক্সপিয়র সরণি- র মতো রাস্তাগুলো থেকে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

হাইলাকান্দি জেলায় সম্পন্ন সংকল্প যাত্রা

হাইলাকান্দি (অসম), ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার ৬২টি পঞ্চায়েতে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার অধীনে বিশেষ সভার আয়োজন শনিবার সম্পন্ন হয়েছে। এর অঙ্গ হিসাবে শনিবার কালিনগর এবং মোহনপুর-বর্নিব্রিজ পঞ্চায়েতে পৃথক পৃথক বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়।

এ উপলক্ষ্যে উভয় পঞ্চায়েতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সফল রূপায়ণের চিত্র তুলে ধরতে স্টল খোলা হয়। এতে ওই প্রকল্পগুলির যোগ্য সুবিধাভোগীদের নামও নথিভুক্ত করা হয় যাতে পরবর্তীতে প্রকল্পে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সভাগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের ফলে উপকৃত ব্যক্তিরা তাদের সাফল্যের কাহিনি তুলে ধরেন।

পাশাপাশি সমগ্র দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প রূপায়ণের ফলে জনসাধারণ কীভাবে লাভবান হচ্ছেন তা—ও তুলে ধরা হয় প্রচার গাড়ির মাধ্যমে।

উভয় পঞ্চায়েতে শনিবারের সংকল্প যাত্রায় ৩০০টিরও বেশি আয়ুষ্মান কার্ড বণ্টন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগের শিবিরে ১৭০ জনকে চিকিৎসা করা হয় শনিবার। শিবিরগুলিতে ড্রোন প্রদর্শনীর মাধ্যমে কৃষি বিভাগে কীভাবে রাসায়নিক কীটনাশক এবং রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয় তা প্রদর্শন করা হয়।

করিমগঞ্জ প্রেস ক্লাবের ১৬ জনের পূর্ণাঙ্গ নতুন কমিটি গঠিত

করিমগঞ্জ (অসম), ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ প্রেস ক্লাবের কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। শনিবার সাধারণ সভার মাধ্যমে সাংবাদিক গৌরীশ নন্দিকে সভাপতি এবং মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীকে সম্পাদক মনোনীত করা হয়েছে।

বিগত কমিটির দুবছরের কার্যকাল শেষ হওয়ায় করিমগঞ্জের আবর্ত ভবনে এদিন এই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি অসীম দেবের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় ক্লাবের সব সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বিগত দিনের কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন বিদায়ী সভাপতি অসীম দেব এবং প্রাক্তন সম্পাদক সৈয়দ মুজিব আহমেদ। এর পর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৌরিশ নন্দিকে সভাপতি মনোনীত করা হয়। এছাড়া উপ—সভাপতি পদে করুণা দেব, সাধারণ সম্পাদক পদে মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী, সহকারী সম্পাদক পদে সাজন দেব, কোষাধ্যক্ষ পদে অরূপ দে (বাপ্পা) —কে মনোনীত করা হয়েছে।

তাছাড়া ক্রীড়া সম্পাদক হিসেবে সৌরভ চক্রবর্তী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে শুভংকর মালাকার ও জয়দীপ দেবকে মনোনীত করে সদস্য হিসেবে অসীম দেব, সৈয়দ মুজিব আহমেদ, উদয় দেবরায়, দীপজ্যোতি দেব পুরকায়স্থ, রোহন মালাকার, শিবম পুরকায়স্থ, সুজিত দাস ও জয়দীপ দাসকে মনোনীত করা হয়েছে আজকের সভায়।

এদিন ১৬ জনের একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে। নতুন এই কমিটি আগামী দুবছর ক্লাবের কাজ চালিয়ে যাবে।

প্রাক্তন সভাপতি অসীম দেব জানান, বিগত দুবছর ধরে ক্লাবের সব সদস্যদের প্রয়াসে অনেক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী দিনে নতুন কমিটি একই ভাবে কাজ চালিয়ে যাবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

নতুন সভাপতি গৌরীশ নন্দি জানান, ক্লাব পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি কমিটি থাকতে হয়। কিন্তু ক্লাব চালিয়ে যেতে সবার যৌথ সহযোগিতা প্রয়োজন। আগামী দিনে কর্মরত সাংবাদিকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন কমিটি কাজ করে যাবে।

কোচবিহারে আগ্নেয়াস্ত্র সহ সিতাইয়ে গ্রেফতার ১

সিতাই, ২৩ ডিসেম্বর (হি. স.): কোচবিহারে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার। শনিবার কোচবিহারের সিতাই থানার পুলিশ সিতাইয়ের ৫৩৮ সিঙ্গিমারি গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে শনিবার ভোরে আইসি প্রবীণ প্রধানের নেতৃত্বে এসআই অমর বর্ধন সহ পুলিশকর্মীরা ওই গ্রামের একটি

রাজস্থানে রুম হিটার থেকে বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে মৃত্যু বাবা ও তিন মাসের শিশুকন্যার

জয়পুর, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রচণ্ড গরমে ঘর ঠাণ্ডা করতে যেমন এসি ব্যবহার হয়ে থাকে, তেমনই কনকনে শীতে ঘর গরম রাখতে অনেক বাড়িতেই ব্যবহার করা হয় রুম হিটার। সেই রুম হিটার থেকেই এবার বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনা সামনে এল। আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তি এবং তাঁর তিন মাসের শিশুকন্যার। অগ্নিদগ্ধ স্ত্রীর চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের খয়েরথাল-তিজারা জেলার শেখপুর থানা এলাকায়। পরিবারের এমন করুণ পরিণতিতে শোকের ছায়া গোটা এলাকা জুড়ে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ঘরে রাখা রুম হিটার থেকেই আগুন লাগে ওই বাড়িতে। আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে পেশায় ড্রাইভার দীপক যাদব নামে ব্যক্তি এবং তাঁর তিন মাসের শিশুকন্যা নিশীকার। দীপকের স্ত্রী সঞ্জু অগ্নিদগ্ধ হলেও প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাঁর। স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে ওই বাড়ি থেকে প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজ শুনে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। দেখেন বাড়িতে আগুন লেগেছে। ভিতর থেকে স্বামী স্ত্রী চিৎকার করছেন। কোনওক্রমে আগুন নিভিয়ে দীপক, সঞ্জু এবং তাঁদের সদ্যজাত কন্যাকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন তাঁরা। হাসপাতালে পৌঁছতেই দীপক এবং শিশুকন্যা নিশীকাকে মৃত বলে জানিয়ে দেন চিকিৎসক। সঞ্জুর চিকিৎসা চললেও তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা যাচ্ছে।

কলকাতায় ডেঙ্গিতে মালদার এক পড়ুয়ার মৃত্যু

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর, (হি.স.): শীত পড়লেও ডেঙ্গি এখনও বিদায় নেয়নি শহর থেকে। শুক্রবার রাতে খাস কলকাতায় এক পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে ডেঙ্গিতে। মালদা থেকে উচ্চশিক্ষার সূত্রে কলকাতায় এসেছিলেন তিনি।

মৃত ছাত্রীর নাম ফারহানা বেগম (২১)। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ক সার্কাস শাখার ছাত্রী ছিলেন তিনি। পার্ক সার্কাস এলাকাতেই হস্টেলে থাকতেন। শুক্রবার রাত পৌনে ১২টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু

লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ চৌধুরী চরণ সিংকে শ্রদ্ধা নিবেদন

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ চৌধুরী চরণ সিংকে শনিবার তাঁর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

শনিবার রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশের নেতৃত্বে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা এবং অন্যান্য সাংসদরা চৌধুরী চরণ সিং-য়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিংয়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন।

জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এদিন মন্ত্রী, সাংসদ এবং প্রাক্তন সাংসদরাও চৌধুরী চরণ সিংকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে লোকসভার সচিবালয় থেকে হিন্দি এবং ইংরেজিতে প্রকাশিত চৌধুরী চরণ সিংয়ের জীবনী সম্বলিত একটি বই অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে উপস্থাপন করা হয়।

সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে ১৯৯৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ শঙ্কর দয়াল শর্মা, চৌধুরী চরণ সিংয়ের প্রতিকৃতিটি উন্মোচন করেছিলেন।

রাজস্থানের জয়সলমেরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে স্বাগত

জয়সলমের, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাজস্থানের জয়সলমেরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে স্বাগত জানান বহু বিশিষ্ট মানুষ। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু একদিনের সফরে শনিবার বিশেষ বিমানে জয়সলমেরে পৌঁছন। বায়ুসেনা স্টেশনে রাজ্যপাল কালরাজ মিশ্র এবং রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা তাঁকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান।

শনিবার বায়ুসেনা স্টেশনে ডেপুটি জিওসি ব্রিগেডিয়ার অনিল কুমার, এডিজি ট্রাফিক হাওয়াসিং ঝুমারিয়া, যোধপুরের বিভাগীয় কমিশনার বি.এল. মেহরা, জেলা কালেক্টর আশিস গুপ্ত, জেলা পুলিশ সুপার বিকাশ সাংওয়ান রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান। বায়ুসেনা স্টেশন থেকে হেলিকপ্টারে করে পোখরানের উদ্দেশ্যে রওনা দেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। সেখানে তিনি ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে সেনাবাহিনীর কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। রাষ্ট্রপতির পাশাপাশি রাজ্যপাল কালরাজ মিশ্র এবং রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মাও পোখরানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন।

হাইলাকান্দিতে কিষাণ দিবসে বিশেষ গ্রাম সভা

হাইলাকান্দি (অসম), ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : শনিবার কিষাণ দিবস উপলক্ষ্যে হাইলাকান্দি জেলার ৬২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সব কয়টিতে পিএম কিষাণ বিশেষ গ্রাম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় কৃষকদের প্রধানমন্ত্রী কিষাণের জন্য তাদের আটকে থাকা দরখাস্ত মঞ্জুরের জন্য সৃষ্ট সমস্যা দূর করতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কৃষি বিভাগের সব আধিকারিক গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় অংশ নিয়েছেন।

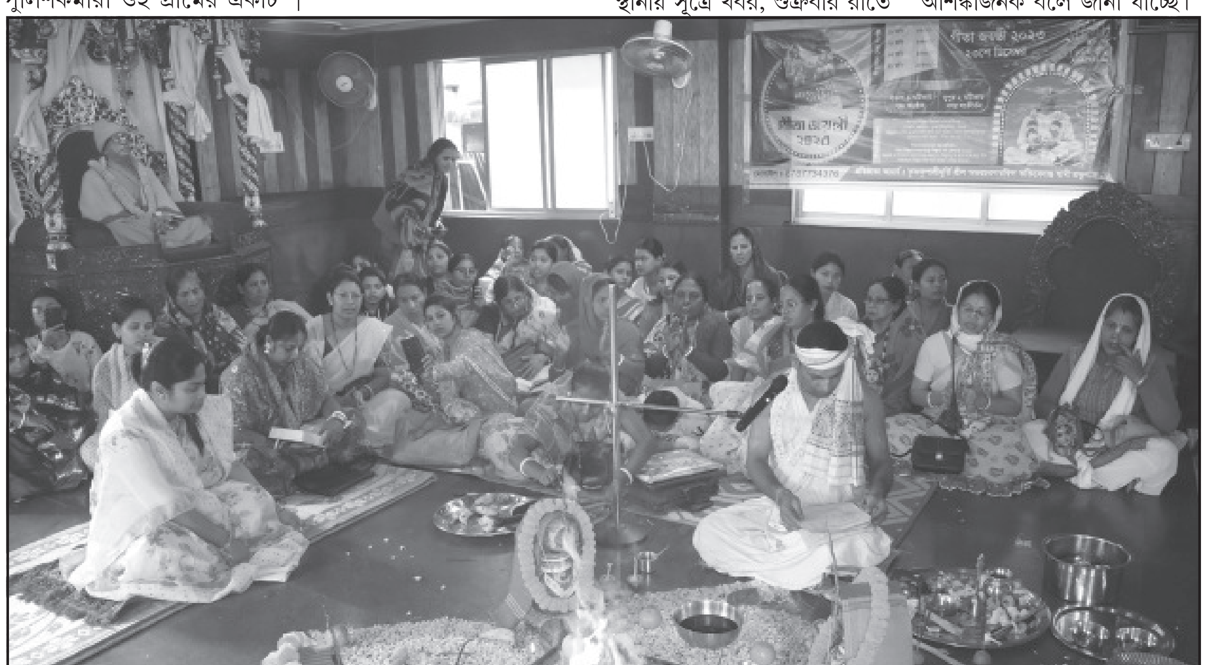

শনিবার রাজধানীতে গীতা যজ্ঞের অয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু হয় এই পাঁচ কারণেই

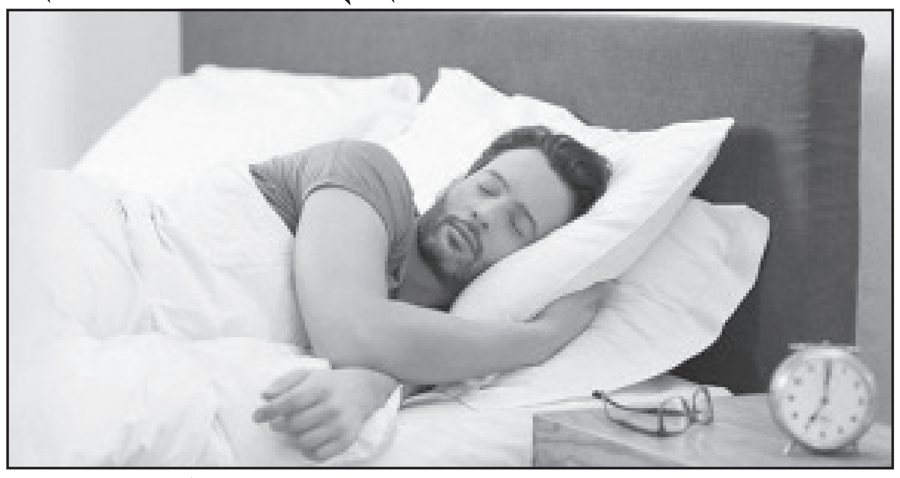

কার কখন মৃত্যু হবে কেউ জানেনা। মুত্যু বলে কয়ে আসে না। অনেক সময়ই রাতে ঘুমের মধ্যে মৃত্যু হয়ে যায়। অনেকেই বলেন, ঘুমের মধ্যে মৃত্যু যেন শান্তির চলে যাওয়া। কিন্তু তাই কি? ঘুমের মধ্যে ঠিক কী কী কারণে মৃত্যু হয় জানেন?

অনেক ক্ষেত্রে শরীরের মাত্রাতিরিক্ত ওজন, শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা, ঠান্ডা লেগে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া ও অন্যান্য বেশ কিছু কারণে মানুষের নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। তবে স্লিপ অ্যাপনিয়ার কারণেও নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে যা বাড়িয়ে দিতে পারে অকালমৃত্যুর ঝুঁকি।

একটি গবেষণায় উঠে এসেছে, স্লিপ ডিসঅর্ডারের এই সমস্যায় হৃদপিণ্ডের ডান এবং বাঁ দিকের ভেন্ট্রিকুলারের মারাত্মক ক্ষতি হয়। সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৩ কোটি মানুষ ‘‘স্লিপ অ্যাপনিয়া’’য় আক্রান্ত।

দেখে নেয়া যাক কী কী কারণে ঘুমের মধ্যে মৃত্যু হয়- ১. হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মানুষের মৃত্যু ঘটে থাকে। ২. দম আটকে যাওয়া বেশির ভাগ সময়ই ঘুমের মধ্যে মৃত্যুর কারণ। ৩. স্ট্রোক, ঘুমের মধ্যে বাজে স্বপ্ন দেখেও মানুষের মৃত্যু হয়। ৪. ঘরে কার্বন মনোক্সাইডের প্রভাবেও অনেক সময় ঘুমের মধ্যে মৃত্যু হতে পারে। ৫. নাক ডাকার কারণেও মৃত্যু ঘটে। অবজ্ঞা না করে এই ধরনের কোনও সমস্যা থাকলে আগেভাগেই চিকিৎসা করান।

হতে পারে মৃত্যু কানের কটন বাডের খোঁচায় !

কানে অস্বস্তি হলেই মানুষ কটন বাডস খুঁজেন। এই কটন বাডের মাধ্যমে কানে সুঁড়সুঁড়ি দিয়ে আরামও পেয়ে থাকেন। মানুষের এই চাহিদার কথা মাথায় রেখে কিছু বাণিজ্যিক সংস্থা তৈরি করছে বিভিন্ন ধরনের কটন বাডস। কিন্তু আপনি জানেন কি এই কটন বাডস কানের কতোটা ক্ষতি করছে?

সম্প্রতি কটন বাডের ব্যবহার নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি সমীক্ষা বেশ ভয় পাইয়ে দেওয়ার মতোই। তাদের রিপোর্ট বলছে, প্রতিবছর বিশ্বে এতে মারা যায় প্রায় সাত হাজার মানুষ। বিপুল জনসংখ্যার তুলনায় এ অঙ্ক নগণ্য হলেও ভবিষ্যতে এই সংখ্যা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা নিয়ে চিন্তিত আছেন চিকিতসকরাও।

চিকিতসকদের মতে, কটন বাডের তুলা অসাবধানতায় কানে ঢুকে গিয়ে মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের সাহায্যও নিতে হয়। শুধু তাই নয়, কটন বাডসের খোঁচায় কানের তরুণাস্থিও হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত। যার ফলে দুর্বল হচ্ছে শ্রবণশক্তি।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, কানের ভেতর যেটুকু ময়লা থাকে, তা আদতে কানের ভেতরের পর্দাকে রক্ষা করে। খুব জোরে আওয়াজ, কাছ থেকে ফুঁ দেওয়া বা বাইরের কোন আঘাত-এসব থেকে কানের পর্দাকে রক্ষা করে এই ময়লা।

তাদের মতে, কানের ভেতরের আঠালো পদার্থ আমাদের কানের জন্য ভাল। এসব কানের পর্দাকে বাইরের সংক্রমণ ও ধুলাবালি থেকে রক্ষা করে। কানে ময়লা বেশি জমে যাওয়ার ধারণাটি একেবারেই ভুল। যেটুকু ময়লা অতিরিক্ত থাকে তা কান নানাভাবে বের করে দেয়। এর জন্য আলাদাভাবে খোঁচাখুঁচির দরকার হয় না।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, শরীর একটা নির্দিষ্ট ওজনের পর ময়লা নিজের ভেতরে রাখে না। এ জন্য তারা কান ভেতর থেকে পরিষ্কারের পরামর্শও দেন না। কান পরিষ্কারের এমন বাতিক থেকে না-কি অনেকে শ্রবণশক্তিও হারান।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কটন বাড ময়লাকে কানের পর্দার কাছে ঠেলে দেয়। যার ফলে আঘাত লাগে কানের নরম টিস্যুতে। কান যেহেতু শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে, তাই বাডসের প্রভাবে শ্রবণশক্তি ক্ষয় হওয়ার পাশাপাশি শরীরের সাম্যও নষ্ট করে।

আপনার স্ট্রেসের কারন কি ফাস্ট ফুড

আজকের যুগে যুবক, প্রাপ্ত বয়স্ক বা বৃদ্ধ সবারই স্ট্রেস লেভেল আকাশ ছোঁয়া। গতিময় জীবনযাত্রা, কাজের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা বা ব্যক্তিগত সমস্যার কারণেই হোক স্ট্রেস দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। সময় স্বল্পতার কারণে বেশিরভাগ লোকই ফাস্টফুডের আশ্রয় নেয় কারণ এটি সহজেই পাওয়া যায় এবং সুস্বাদুও। কিন্তু আপনি কী জানেন ফাস্টফুড স্ট্রেসের মাত্রা বাড়াতে ভূমিকা রাখে? ফাস্টফুড এবং স্ট্রেস কীভাবে সংযুক্ত তা জেনে নিন - রক্তে শর্করার মাত্রা মেজাজ পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। নিউরোট্রান্সমিটার যেমন সেরোটোনিন, ডোপামিন এবং এসিটাইলকোলিন আমাদের চিন্তাভাবনা, অনুভব এবং আচরণের পদ্ধতিটিকে প্রভাবিত করে। ভিটামিন, খনিজ এবং প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিডের অভাব মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে পারে।

নিউট্রিয়েন্টস জার্নালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায়, অল্প বয়সী বাচ্চাদের বেশি ওজন ও কম-আয়ের মায়েদের গবেষণায় অংশ নেওয়ার পরে, ফাস্ট-ফুড খাবার এবং উচ্চ-ফ্যাটযুক্ত স্ন্যাকস খাওয়ানো হয়েছিল। ১৬-সপ্তাহের এই প্রোগ্রামটির লক্ষ্য ছিল স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট, স্বাস্থ্যকর খাওয়া এবং শারীরিক ক্রিয়াকলাপ প্রচার করে ওজন বাড়ানো রোধ করা।

যখন স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের কথা আসে, গবেষকরা নারীদের তাদের চাপ সৃষ্টি করার সমস্যাগুলোর সমাধান করার পরিবর্তে, তাদের চিন্তাভাবনাটি বদল করার পরামর্শ দেয় এবং সমস্যাগুলো যখন ভুল হয় তখন নিজেকে দোষ না দেওয়ার পরামর্শ দেয়।

রান্নার ভুলে পুষ্টি নষ্ট কেন

খাবার থেকে শরীরে ঢোকে পুষ্টি। এই খাবারের জন্যই নানা আয়োজন। কাটাকাটি, ধোয়া তারপরে কড়াইতে মশলার সঙ্গে রান্না করা। আর এর প্রতিটি ধাপ শেষ হয় ভুলের মাধ্যমে। যার ফলে এই খাবার যখন প্লেটে পৌঁছায় তখন আর তেমন পুষ্টি থাকে না। যা খেয়ে অনেক সময় বিপদেও পড়তে হয়।

এবার জেনে নেয়া যাক ভুলগুলো কোথায় কোথায় -

সবজি কাটা ও ধোয়া

সচরাচর সবজি খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরা করে রান্নার আগ পর্যন্ত জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। যেসব সবজির খোসা ছাড়াতে হয় না এদেরও বোটার দিক থেকে কেটে ভিজিয়ে রাখার চল আছে। অনেকে আবার ময়লা, বিষাক্ত রং ও কীটনাশকের বিষমুক্ত করার জন্য ভিজিয়ে রাখেন। কিন্তু এই ভিজিয়ে রাখার ফলে সবজির ভিটামিন বি এবং সি-এর প্রায় ৪০ শতাংশ বের হয়ে যায়।

পুষ্টিবিদরা বলেন, সবজি কাটার আগে ভাল করে ধুয়ে জলে ভিজিয়ে রাখা উচিত। তাতে কিছুটা ভিটামিন গেলে যাবে। তবে সবজি বড় করে কাটলে এবং কাটার পর না ধুয়ে সঙ্গে সঙ্গে রান্না করে নিলে ভিটামিনের অনেকটাই রক্ষা পায়। ফাইবার ও পুষ্টির কথা ভাবলে সবজির খোসা না ছাড়ানোই ভাল। বিশেষ করে ডায়াবেটিস, হাই কোলেস্টেরল বা মেদে যারা ভুগছেন তাদের জন্য তো অবশ্যই। তবে বিষাক্ত রং ও কীটনাশকের জন্যই তা করা যায় না। এক্ষেত্রে পাতলা করে খোসা ছাড়াতে পারেন, তাতে দু’দিকই রক্ষা পাবে।

তেলের ধোঁয়া

অনেকের ধারণা গরম কড়াইতে তেল দেওয়ার পর যতক্ষণ না ধোঁয়া ওঠে ততক্ষণ পর্যন্ত মাছ বা সবজি কিছুই দিতে নেই। এটি ভুল ধারণা। বেশি সময় নিলে তেল ভেঙে ধোঁয়া ওঠার সঙ্গে উড়ে যায় এর উপকারি ফ্যাটি অ্যাসিড ও ভিটামিন। আর তৈরি করে ফ্রি-র‌্যাডিক্যালস নামের ক্ষতিকর উপাদানও। যা হাই কোলেস্টেরল, হৃদরোগ, স্ট্রোক, অ্যালঝাইমার, ক্যান্সার ইত্যাদি জটিল রোগ সৃষ্টির কারণ।

ধোঁয়ার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকাও বিপদ

ধোঁয়ায় সৃষ্টি হওয়া ফ্রি-র‌্যাডিক্যালস যা রান্নার সময় শরীরে ঢোকে। এর হাত ধরেই শুরু হয় হৃদরোগ, ক্যান্সারের মতো নানা রোগ। এছাড়া হাঁপানি রোগীর সমস্যা বাড়িয়ে দেয়। তাই কড়াই গরম করে তেল দিন। তেলের ধোঁয়া বেরনোর আগেই সবজি, মাছ, মশলা আর যা দেওয়ার দিয়ে ঢেকে দিন। এতে ক্ষতিকর ধোঁয়ার হাত থেকে শরীর যেমন বাঁচবে তেমনি পুষ্টিও থাকবে অটুট।

ভাজায় যত দিক

ছাঁকা তেলে ভাজলে খাবারের ভিটামিন ও প্রোটিন যেমন কমে তেমনি বাড়ে ক্ষতিকর ট্রান্স ফ্যাট, ওজন ও অপুষ্টি। এর ফলে হাইপ্রেশার, কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোকের আশঙ্কা থাকে। পোড়া তেলে ভাজলে অ্যালডিহাইড নামে জৈব রাসায়নিকের প্রভাবে ডায়াবেটিস, হাইপ্রেশার, লিভারের রোগ, অ্যালঝাইমার, পার্কিনসনিজমের আশঙ্কা আরও বেড়ে যায়।

পুষ্টিবিদরা বলেন, স্বাদের খাতিরে সপ্তাহে এক-আধবার তেলে ভাজা অল্প করে খেতেই পারেন। তবে স্বাস্থ্যের কথা ভাবলে ছাঁকা তেলে না ভেজে কড়াইতে অল্প তেল দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ভাজুন, যাকে বলে শ্যালো ফ্রাই। মুচমুচে ভাজা খেতে চাইলে কিনে নিন এয়ার ফ্রায়ার। এতে বিনা তেলে আলু, বড়া ইত্যাদি সুন্দর ভাজা যায়।

পোড়া তেল নিয়েই যত সমস্যা

অনেক সময় কড়াই কাছিয়ে তেল রেখে দেওয়া হয় পরের রান্নার জন্য। অথবা যে তেলে মাছ, সবজি বা অন্য কিছু ভাজা হয়, পরের রান্নাগুলোতে দেওয়া হয় সেই তেল। এভাবে বার বার গরম হতে হতে পোড়া তেলে ক্ষতির মাত্রা অধিকহারে বাড়ে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, পোড়া তেল আর একবার ব্যবহার করা যাবে কি না তা নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের উপর। যেমন কোন তেলে কত তাপমাত্রায় ভাজা হয়েছে, তেল কতক্ষণ গরম হয়েছে ও ঠান্ডা হওয়ার পর কীভাবে তাকে রাখা হয়েছে ইত্যাদি। তবে সানফ্লাওয়ার, ক্যানোলা, সরিষা, তিল ও নারিকেল তেল উচ্চতাপেও মোটামুটি ঠিক থাকে। কাজেই মাঝারি তাপে অল্প সময় ধরে ডিপ ফ্রাই করলে পরে আর একবার সেই তেলে রান্না করতে পারেন। তবে তাকে ছেঁকে নিতে হবে। তেল ঘোলা হয়ে গেলে বুঝতে হবে তাতে ক্ষতিকর জৈব উপাদান আছে। তখন তা ফেলে দেওয়াই ভাল।

চকলেটও ওজন কমাতে পারে

যদি পরিমিত চকলেট খাওয়ার অভ্যাস করা হয় তবে বাড়তি ওজন কমতে পারে। চকলেটে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অন্যান্য পুষ্টিগুণ ওজন কমাতে সহায়তা করে বলে জানা যায় সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে। সাধারণত ডার্ক চকলেট স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে মিল্ক চকলেট কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে সেটা জানার জন্যই পর্যবেক্ষণ চালায় ‘ব্রিগাম অ্যান্ড উইমেন্স হসপিটাল’য়ের গবেষকরা।

নারীদের ওপর গবেষণা ‘জার্নাল অব দ্যা ফেডারেশন অব আমেরিকান সোসাইটি ফর এক্সপেরিমেন্টাল বায়োলজি’তে প্রকাশিত এই পর্যবেক্ষণের ফলাফলে বলা হয়, দিনে বিভিন্ন সময় ১০০গ্রাম (৩.৫ আউন্স) চকলেট খাওয়া মেনোপোজের আগে বিপাক বাড়াতে সহায়তা করে।

অংশগ্রহণকারী ১৯ জন নারীকে তিনটি দলে বিভক্ত করা হয়। এক দল সকালে, অন্য দল রাতে চকলেট খান এবং শেষ দলটি কোনো রকম চকলেট খায় না। তবে অংশগ্রহণকারীরা তাদের দৈনিক খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনেনি। এই পরীক্ষা ১৪ দিন ধরে চলে।

চকলেট ওজন বাড়ায় না গবেষণায় দেখা গেছে, ১৪ দিন চকলেট খাওয়া পর অংশগ্রহণকারীদের ওজন বাড়েনি না। সুতরাং ওজনের বৃদ্ধির পেছনে চকলেটকে দায়ী করা অপ্রাসঙ্গিক। নারী স্বাস্থ্যের ওপর চকলেট ইতিবাচক ভূমিকা রাখে গবেষণায় দেখা গেছে, সকাল ও রাতে চকলেট খাওয়া দুই দলের অংশগ্রহণকারীদেরই ক্ষুধা হ্রাস পায় এবং মিষ্টি খাওয়ার চাহিদা কমায়। রাত ও দিনে চকলেট খাওয়ার পার্থক্য রাত বা দিন দুই সময়ই চকলেট খাওয়া ক্যালরি কমায়। তবে রাতে চকলেট খাওয়া দিনের তুলনায় দ্বিগুণ ক্যালরি পোড়াতে সাহায্য করে বলে জানানো হয় এই গবেষণায়।

কারণ সকালে চকলেট খাওয়ার দল গড়ে ১৫০ এবং রাতে চকলেট খাওয়া দল ৩০০ ক্যালরি খরচ করতে পেরেছিল।

রাতে চকলেট খাওয়া দলের অংশগ্রহণকারীদের শারীরিক পরিশ্রম ৬.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। কোমড়ের মাপ ১.৭ শতাংশ হ্রাস পায় এবং ঘুম চক্র স্বাভাবিক থাকে বলে দেখা যায় গবেষণায়।

অন্ত্রের কার্যক্রম

চকলেট খাওয়ার ফলে অন্ত্রের ‘মাইক্রোবাইওটা’র কার্যকারিতা বাড়ায় যা ক্ষুধা,

গুরুত্বপূর্ণ ‘কিন্তু’

খাদ্যাভ্যাসে চকলেট যোগ করার আগে আরও কিছু জানা প্রয়োজন। নারীদের ওজন কমাতে চকলেট সহায়তা করে ঠিকই। তবে এতে ব্যবহৃত চকোলেটের ক্যালরির পরিমাণ প্রায় ৫৪২।

তাই চকলেট খাওয়ার ক্ষেত্রে ৩.৫ আউন্স আপনার জন্য প্রয়োজনের তুলনায় খানিকটা বেশি হবে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

হার্ট অ্যাটাকের যে উপসর্গ অনেকেরই অচেনা

সাধারণ কয়েকটি উপসর্গ ছাড়াও হার্ট অ্যাটাকের রয়েছে ভিন্ন একটি লক্ষণ।

যুক্তরাষ্ট্রের ‘সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি)’র জরিপ অনুযায়ী, প্রতি বছর প্রায় আট লাখ পাঁচ হাজার মানুষ হার্ট অ্যাটাক’য়ের শিকার হন শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই। প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একজন।

হার্ট অ্যাটাকের উপসর্গ চিন্তা করলে মাথায় আসে বুক ব্যথা, দম আটকে আসা, মাথা হালকা অনুভব করা, দুর্বল অনুভব করা এবং পুরো হাতে অস্বস্তি অনুভব করা।

সিডিসি’র পাঁচটি সাধারণ হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণের মধ্যে এর সবগুলোই আছে। তবে আরেকটি লক্ষণ সম্পর্কে জানিয়েছে সংস্থাটি যা মানুষ হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ হিসেবে চেনেন না। অধিকাংশ মানুষের অজানা এই লক্ষণ হল চোয়াল, ঘাড় কিংবা পিঠে আকস্মিক ব্যথা কিংবা অস্বস্তি অনুভব করা।

এই উপসর্গ অনেক ‘হার্ট অ্যাটাক’য়ের শিকার ব্যক্তির মাঝে দেখা গেলেও তা মানুষের মাঝে পরিচিত নয়। এছাড়াও কোনো কারণ ছাড়াই ক্লান্তি, বমিভাব ও বমি ইত্যাদিও ‘হার্ট অ্যাটাক’য়ের লক্ষণ বলে জানায় সিডিসি।

সংস্থাটির দাবি ‘‘নারীদের মাঝেই এই উপসর্গগুলো দেখা যায় বেশি।’’

বেস্টলাইফঅনলাইন ডটকমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ‘টেক্সাস এঅ্যান্ডএম কলেজ অফ ডেন্টিস্ট্রি’র আওতাভুক্ত ‘সেন্টার ফর ফেইশল পেইন অ্যান্ড স্লিপ মেডিসিন’য়ের পরিচালক ও সহকারী অধ্যাপক স্টিভেন বেন্ডার বলেন, ‘‘অনেকে সময় ‘হার্ট অ্যাটাক’ কিংবা অন্য কোনো হৃদরোগের সমস্যা অনুভূত হয় চোয়াল, দাঁত কিংবা ঘাড়ে। শুধু যে বাম পাশেই হবে তা নয়, ডান পাশেও লক্ষণগুলো দেখা দেওয়া সম্ভব। আর নারীদের ক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনাই বেশি।’’

‘‘এই উপসর্গগুলো একটানা ভোগাবে এমন নয়। রোগের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ব্যথা যাওয়া আসার মধ্যে থাকতে পারে। যেমন অনেক রোগী বলেন মাঝেমাঝেই গ্যাস কিংবা বুক জ্বালাপোড়া করে। তবে সেটা যে হৃদরোগের কিংবা হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ তা কেউ চিন্তাও করেন না।’’

এই বিষয়ে ‘বিহেভিওরাল রিস্ক ফ্যাক্টর সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম সার্ভে’ করে সিডিসি। এতে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আসা রোগীদের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়।

২০০৫ সালের ওই জরিপে মোট ৭১,৯৯৪ জন রোগীর তথ্য বিবেচনায় আনা হয়। এর মধ্যে মাত্র ৪৮ শতাংশ মানুষ জানতেন চোয়াল, ঘাড় আর পিঠ ব্যথার সঙ্গে ‘হার্ট অ্যাটাক’য়ের যোগাযোগ সম্পর্কে।

বোর্ড স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যুক্তরাষ্ট্রের ‘অ্যানাটমিক প্যাথলজিস্ট’ মেলিসা কনর্যাডে স্টপলার বলেন, ‘‘চিকিৎসকদের এই লক্ষণগুলো সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরি। হার্ট অ্যাটাকয়ের ব্যথা শুধু বাম নয় দুই হাতেই ছড়িয়ে যেতে পারে। আবার চোয়াল, মাথা কিংবা পিঠের দিকেও যেতে পারে। আর এই ব্যথাগুলো যখন হচ্ছে তখন বুক ব্যথা নাও থাকতে পারে।’’

সিডিসি’র এই জরিপে আরও জানা যায়, হার্ট অ্যাটাক’য়ের যে লক্ষণ সম্পর্কে মানুষ সবচাইতে বেশি সচেতন তা হল দম আটকে আসা। ৯৩ শতাংশ মানুষ এ সম্পর্কে জানেন। ৬২ শতাংশ অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন শারীরিক দুর্বলতা, মাথা ঘোরানো, জ্ঞান হারানো ইত্যাদি হার্ট অ্যাটাক’য়ের উপসর্গ সেটা তারা জানেন। হাত ও কাঁধে ব্যথা হওয়া দুশ্চিন্তার বিষয় এটা জানেন ৮৫ শতাংশ। আর বুক ব্যথার সঙ্গে ‘হার্ট অ্যাটাক’য়ের সম্পর্কের ব্যাপারে জানেন ৯২ শতাংশ।

ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশন’য়ের মতে, উপসর্গ দেখে ‘হার্ট অ্যাটাক’ কি-না তা নিশ্চিত হতে না পারাটা দুশ্চিন্তার বিষয় নয়। তবে যুক্তি সঙ্গত সন্দেহ হওয়া এবং সেই সন্দেহের ভিত্তিতে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়াটাই জরুরি। এই ক্ষেত্রে পুরুষ অবহেলা করেন বেশি নারীদের তুলনায়।

শারীরিক সমস্যার লক্ষণগুলোতে তারা চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন কম। মনে রাখতে হবে, যত দ্রুত রোগের লক্ষণ শনাক্ত করে চিকিৎসা নিতে যাবেন ততই সুস্থ হয়ে ফিরে আসার সম্ভাবনা বেশি হবে।

হিল জুতা পরলে পা ঘামে? রয়েছে সমাধান

হিল জুতা পরলে অনেকের পায়ে ঘাম হয়, যা বেশ অস্বস্তিকর। তবে কিছু পন্থা অবলম্বন করলে হিল জুতা পরা অবস্থায় পায়ের পাতা ঘামা রোধ করা যায়। এক্সপ্রেস ডটকো ডটইউকে’তে প্রকাশিত প্রতিবেদনে যুক্তরাজ্যের হিল জুতার ব্র্যান্ড ‘কায়া ক্যাপ্রিকল’য়ের প্রতিষ্ঠাতা এমজি স্মিট-এর দেওয়া পরামর্শগুলো এখানে দেওয়া হল। ডিওডোরেন্ট ছিটিয়ে দেওয়া শুনতে আজব লাগলেও পায়ের গোড়ালির ঘাম কমাতে ডিওডোরেন্ট ছিটিয়ে দেওয়া সহজ সমাধান হিসেবে কাজ করে। বাহুমূলের মতো গোড়ালিতেও ডিওডোরেন্ট ব্যবহার করলে ঘাম কমাতে সহায়তা করে। এক স্তর ব্যবহারেই সারাদিন সতেজ থাকা যায়। ডিওডোরেন্ট নির্বাচনেরক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও হালকা প্রসাধনী বেছে নেওয়া প্রয়োজন। এতে দাগ ছোপ পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। বিশেষত যারা উঁচু জুতা পরেন তাদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ।

হিল জুতা যেন পায়ের তুলনায় বেশি ছোট বা বড় না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন। একটু ফাঁকা যেন থাকে পায়ে। এমজি’য়ের মতে, ‘‘বাতাস চলাচল ঠিক রাখা আবশ্যক। অকারণেই বড় দেখায় এমন উঁচু জুতা না পরাই ভালো।’’ জুতার ভেতর কিছুটা ফাঁকা থাকলে কেবল ব্যথাই কমায় না বরং গোড়ালিতেও বাতাস চলাচল সহায়তা করে। ফলে গোড়ালি ঠাণ্ডা থাকে ও ঘাম মুক্ত রাখতে সহায়তা করে। কখনও শক্ত ও আঁটসাঁট জুতা পরা ঠিক না। এতে গোড়ালি গরম হয়ে ওঠে এবং ঘাম হয়।

মোজা ব্যবহার অধিকাংশ উঁচু জুতার সঙ্গে মোজা পরা যায় না। তবে মোজা ব্যবহার করলে পায়ে ঘাম তুলনামূলক কম হয়। ‘কোর্ট হিল’ পরলে এর সঙ্গে মোজা পরা যায়। ফলে পা কম ঘামে। ‘ফুট পাউডার’ ব্যবহার হিল জুতার সামনের দিক খোলা বা স্যান্ডেলের মতো না হয় তাহলে এতে সামান্য পাউডার ছিটিয়ে নেওয়া উপকার করে। পাউডার ঘাম শুষে নেয় এবং আরামে থাকতে সাহায্য করে। তবে এই পদ্ধতি তখনই ব্যবহার করা উচিত যখন জুতার সঙ্গে পায়ে মোজা-ধরনের কোনো লাইনিং ব্যবহার না করা হয়। আর্দ্র থাকা পর্যাপ্ত পানি পান ঘাম কমাতে সহায়তা করে। পানি কম পান করা বা ব্যস্ততার কারণে পানি পান করতে ভুলে যাওয়া শরীরের তাপমাত্রা বাড়ে। ফলে শরীর ঠাণ্ডা রাখতে ঘাম হয়। দৈনিক আট গ্লাস পানি পান ঘামের পরিমাণ কমায়। ফলে উঁচু জুতা পরার বাঁধা থাকে না। মানসিক চাপ কমানো বিশেষজ্ঞদের মতে, মানসিক চাপ থেকেও পা ঘামে। তাই ঘাম কমাতে মানসিক চাপ কমানোর চেষ্টা করা প্রয়োজন। মানসিকচাপ কমাতে যোগ ব্যায়াম বা ধ্যান কার্যকর। এগুলো দীর্ঘ মেয়াদী হিসেবে মানসিক চাপ এবং এর কারণে হওয়া পায়ের ঘাম কমাতে সহায়ক। পা ঘামার প্রবণতা থাকলে জুতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সঠিক ধরন বেছে নেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে বাতাস চলাচল করে, পা খোলা থাকে এমন জুতা বেছে নেওয়া উচিত। তাহলে পায়ের পাতা ঘামার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে।

শনিবার কংগ্রেসের লিগাল সেলের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

প্রতিযোগী শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সফল ভারতীয় কূটনীতি : এস জয়শঙ্কর

গান্ধীনগর, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রতিযোগী শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সফল ভারতীয় কূটনীতি। এই মন্তব্য করলেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। শনিবার গুজরাটের গান্ধীনগরে রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জয়শঙ্কর বলেছেন, 'এটা ভারতীয় কূটনীতির কৃতিত্ব যে আমরা একাধিকবার প্রতিযোগী শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সফল হয়েছি।'

বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, 'নিরাপত্তা ক্ষেত্রে ভারত কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতি এবং ব্যতিক্রমী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।' এদিকে, সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে এদিন এক বক্তৃতামালায় জয়শঙ্কর বলেন, 'আমাদের স্বাধীনতার মুহুর্তে সন্ত্রাসবাদ শুরু হয়েছিল, যখন তথাকথিত হামলাকারীরা পাকিস্তান জুড়ে এসেছিল।'

ভারতের টেস্ট দলে ঋতু রাজের জায়গায় এলেন অভিমন্যু

সেঞ্চুরিয়ান, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): সেঞ্চুরিয়নে মঙ্গলবার (২৬ ডিসেম্বর) থেকে শুরু হবে প্রথম টেস্ট। এই সিরিজে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার সময় দল থেকে ছিটকে গেছেন ওপেনার ঋতুরাজ গাইকওয়াদ। আর এতে কপাল খুলেছে অভিমন্যু ইশ্বরনের। ঋতু রাজের জায়গায় টেস্ট দলে ডাক পেলেন তিনি।

এর আগেও ২০২১ সালে ইংল্যান্ড সফরে ও গত বছর বাংলাদেশ সফরে ভারতীয় দলের সঙ্গী হয়েছিলেন তিনি।

এখন ভারত সিনিয়র দলের পাশাপাশি 'এ' টিমও দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করছে। 'এ' টিমের সঙ্গেই আছেন অভিমন্যু। সেখান থেকেই তাকে ভারতীয় দলের স্কোয়াডে তাকে নেওয়া হয়েছে। এক বিবৃতিতে বোর্ড জানিয়েছে, ঋতুরাজ গাইকওয়াদের পরিবর্তে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দুটো টেস্টের জন্যই বাংলার ওপেনার অভিমন্যু ঈশ্বরনকে স্কোয়াডে নেয়া হয়েছে।

নগাঁওয়ে গরু চুরির অভিযোগে ধৃত দুই পুলিশকর্মীর দুই পুত্র

নগাঁও (অসম), ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : এবার গরু ও ছাগল চুরিকার্য্যে নেমেছে খোদ পুলিশ-পুত্র। নগাঁওয়ে গরু ও ছাগল চুরি করে পুলিশের জালে পড়েছে দুই চোর।

জানা গেছে, ঘটনা শুক্রবার রাতে সংঘটিত হয়েছে। গরু ও ছাগল চুরি করে নগাঁও জেলার অন্তর্গত জুরিয়ায় ওই দুই চোর দামি চার চাকার গাড়ি আই-১০ চড়ে গিয়েছিল ড্রাগস কিনতে। তখন মাহগুড়ি এলাকার স্থানীয় জনতা সন্দেহের বশে গরু ও ছাগল সহ তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। পরে পুলিশ ডেকে দুই চোরকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন জনতা।

দুই চোরের মধ্যে একজনের বাবা অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক এবং অন্যজনের বাবা একজন কর্মরত হাবিলদার। দুই চোরের বাড়ি রহার সরাগাঁওয়ে জানা

জেনারেল ভি কে সিং, আচার্য লোকেশ মুনি এবং উমাশঙ্কর পান্ডেকে জেপি আন্তর্জাতিক পুরস্কার

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : জেনারেল ভি কে সিং, আচার্য লোকেশ মুনি এবং উমাশঙ্কর পান্ডেসহ অনেককে জেপি আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত করা হল। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে জেপি আন্তর্জাতিক পুরস্কার এবং জাতীয় পুরস্কার দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় দেশের শীর্ষ প্রতিভাদের সম্মানিত করেছেন। সম্মানিতদের মধ্যে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল ভি কে সিং, আচার্য লোকেশ মুনি, পদ্মশ্রী উমা শঙ্কর পান্ডে এবং অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত হরবিন্দর সিং। আম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারের ভীম অডিটোরিয়ামে শনিবার এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

এদিন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কোবিন্দ দেশের রাজনীতিতে লোকনায়ক জয়প্রকাশের অবদানের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, জেপির এই গুরুত্বপূর্ণ অবদান কখনও ভোলার নয়। মূলত তিনি গান্ধীবাদী ভারত গঠনের পক্ষে ছিলেন। বাস্তবে তিনি ছিলেন গান্ধীজির পথের পথিক। গ্রামের স্বশাসনের মাধ্যমে দেশে জনগণের স্বশাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিল তাঁর। এজন্য তিনি সর্বোদয়ের পথ বেছে নেন। শনিবার লোকনায়ক জয়প্রকাশ স্টাডি সেন্টার এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেনারেল ভি কে সিং-কে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত করা হয়। এরসঙ্গে আচার্য্য লোকেশ মুনি (সমাজসেবা), পদ্মশ্রী উমাশঙ্কর পান্ডে(পরিবেশ), পদ্মশ্রী এবং উপাচার্য্য ড. বিমল প্রসাদ সিং, শ্রী অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত হরবিন্দর সিং(হকি), সিআইএসএফ-এর নীনা সিং, পঙ্কজ বেরি (ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন) জেপি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। এছাড়াও জিতেন্দ্র কুমার নন্দ (রোটারি ক্লাব) এবং ডঃ রাজীব শ্রীবাস্তব (সিনে লেকচারার) পুরস্কৃত হয়েছেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন রাজ্যসভার সদস্য আর কে সিনহা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ ডক্টর কিরীট প্রেমজিভাই সোলাঙ্কি, সাংসদ জনার্দন সিং সিগ্রিওয়াল, প্রাক্তন সাংসদ ড. মানবেন্দ্র সিং, সর্বভারতীয় সন্ত সভার জাতীয় সভাপতি স্বামী চক্রপাণি মহারাজ, ভোক্তা বিষয়ক সম্পাদক রোহিত কুমার সিং, এশিয়ান একাডেমি অফ ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠাতা। এদিন এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ড. সন্দীপ মারওয়াহ, বিধায়ক রশ্মি ভার্মা (বিহার), উপাচার্য্য সঞ্জয় শ্রীবাস্তব এবং সাধারণ সম্পাদক অভয় সিনহা।

ছত্তিশগড়ে নকশালদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষে আহত একাধিক নকশাল

সুকমা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : ছত্তিশগড়ে নকশালদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষে বহু নকশালের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। শনিবার ছত্তিশগড়ের সুকমা এবং দান্তেওয়াড়া জেলার সীমান্তে কাকাদি, নাহারি এবং গোগুন্ডা পাহাড়ে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য এবং নকশালদের মধ্যে একটি এনকাউন্টার হয়েছিল। যার ফলে ৩ থেকে ৪ জন নকশাল গুলিবিদ্ধ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নকশাল কমান্ডার জগদীশের উপস্থিতির খবর পেয়ে সুকমা ও দান্তেওয়াড়া পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী এদিন যৌথ অভিযান শুরু করেছিল। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা এখনও ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছে। জানা গিয়েছে, শনিবার ডিআরজি সুকমা, দান্তেওয়াড়া এবং সিআরপিএফ দ্বিতীয়-র ১১১-তম ব্যাটালিয়নের একটি যৌথ দল অনুসন্ধানে গিয়েছিল। পুলিশ খবর পেয়েছিল যে দরভা বিভাগের নকশাল কমান্ডার জগদীশ সীমান্তে উপস্থিত রয়েছে। এরপর সেখানে সেনা পাঠানো হয়। কাকাদি, নাহারি এবং গোগুন্ডা পাহাড়ে নকশালরা প্রথমে নিরাপত্তা বাহিনীর উপর গুলি চালাতে শুরু করে। উভয় পক্ষের মধ্যে বহুক্ষণ গুলি বর্ষণ চলে। প্রায় আধঘণ্টা এনকাউন্টারের পর সেখান থেকে নকশালরা পালিয়ে যায়।পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে রক্তের দাগ দেখা গিয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর দাবি, এনকাউন্টারে তিন থেকে চারজন নকশাল গুলিবিদ্ধ হয়েছে। সুকমার এসপি কিরণ চভান এবং সিআরপিএফ ডিআইজি অরবিন্দ রাই জানিয়েছেন,ঘটনাস্থলে এখনও বাহিনীর দল তল্লাশি চালাচ্ছে। আহত নকশালদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা চলছে।

মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়ীনির মহাকাল মন্দিরে ২৫ ডিসেম্বর থেকে ৫ জানুয়ারি অনলাইন বুকিং বন্ধ

উজ্জয়ীনি, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়ীনির মহাকাল মন্দিরে ২৫ ডিসেম্বর থেকে ৫ জানুয়ারি পর্য্যন্ত অনলাইন বুকিং বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই বছরের শেষে এবং নববর্ষের শুরুতে মহাকাল মন্দিরে বিপুল সংখ্যক ভক্তের আগমন ঘটে। সেই কারণে মন্দির পরিচালনা কমিটি ভস্ম আরতির জন্য অনলাইন বুকিং বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই বুকিং বন্ধ থাকবে ২৫ ডিসেম্বর থেকে ৫ জানুয়ারি পর্য্যন্ত। তবে ভক্তদের সুবিধার্থে ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে ভ্রাম্যমাণ ভস্ম আরতির ব্যবস্থা করা হবে।

মন্দিরের প্রশাসক সন্দীপ কুমার সোনি শনিবার জানিয়েছেন, ২৫ ডিসেম্বর থেকে ৫ জানুয়ারি পর্য্যন্ত ভস্ম আরতির অনলাইন বুকিং বন্ধ করা হয়েছে। আরও ভক্তের আসার সম্ভাবনার কারণে ভস্ম আরতির চলন্ত দর্শনের আয়োজন করা হবে। এজন্য কার্তিক মণ্ডপ খালি রাখা হবে। চলন্ত ভস্ম আরতি দেখতে ভোর ৪টে নাগাদ ভক্তরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে পারবেন।

গত কয়েক বছর ধরে, নতুন বছর আসার আগে প্রচুর সংখ্যক মানুষ মহাকাল দর্শনে আসতে শুরু করেছে। এই সময়ে, মহাকাল মন্দিরে আগত ভক্তরা অবশ্যই ভস্ম আরতিতে অংশ নিতে চান। গত বছর শ্রী মহাকাল-মহালোক নির্মাণের পর উজ্জয়িনীতে আসা মানুষের সংখ্যা বেড়েছে।

আরতির অনলাইন বুকিং বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে, যে সমস্ত ভক্তরা ২৫ ডিসেম্বর থেকে ৫ জানুয়ারি পর্য্যন্ত ভগবান মহাকালের ভস্ম আরতির দর্শন পেতে চান তাদের মন্দিরের প্রশাসনিক অফিসের কাছে ভস্ম আরতি বুকিং কাউন্টার থেকে অফলাইন অনুমতি নিতে হবে।

এখানে আসন পূর্ণ হলে ভক্তরা চলন্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে ভস্ম আরতির দর্শন পেতে পারেন।

অসুস্থতার জন্য পাকিস্তানের আরেক পেসার নোমান আলি সফর থেকে ছিটকে গেলেন

পার্থ, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): আঙুলের চোট, তারপর যোগ হয়েছে অ্যাপেন্ডিসাইটিস।এর ফলে চলতি অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে তাই ছিটকে গেলেন পাকিস্তানের পেসার নোমান আলি।এর ফলে পাকিস্তানের চোট-জর্জর বোলিং বিভাগের আক্রমণ আরও একটু দুর্বল হল। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, হুট করেই পেটে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করেন নোমান। দ্রুতই তার স্ক্যান করানো হয় এবং শুক্রবার রাত হাসপাতালেই কাটে নোমানের। আজ শনিবার ল্যাপারোস্কোপিক অ্যাপেন্ডিক্টোমি করানো হয় তার। পিসিবি জানিয়েছে, এই বাঁহাতি স্পিনার এখন ভালো আছেন। তবে আজ বিকালে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও তাকে অস্ট্রেলিয়াও ছাড়তে হবে।সুতরাং বক্সিং ডে টেস্টে খেলা হচ্ছে না।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর

হায়দরাবাদ, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তেলেঙ্গানা রাজ্যের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল তামিলিসাই সৌন্দররাজন এবং মুখ্যমন্ত্রী এ রেবন্ত রেড্ডি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এঁনারা ছাড়াও একাধিক রাজনৈতিক নেতা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাওকে তাঁর ১৯-তম মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

সৌন্দররাজন, হরিয়ানার রাজ্যপাল বান্দারু দত্তাত্রেয়, রেড্ডি, রাজ্যের মন্ত্রীরা এবং রাও-এর পরিবারের সদস্যরা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সমাধিস্থল "পি ভি জ্ঞান ভূমি"-তে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ওঁনাকে শ্রদ্ধা জানান।এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী এ রেবন্ত রেড্ডি বলেন, রাও একজন মহান প্রতিভা ছিলেন। তিনি দেশের গৌরব বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অসমের "জামাতা", কুরুক্ষেত্রে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

কুরুক্ষেত্র (হরিয়ানা), ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অসমের "জামাতা", কুরুক্ষেত্রে 'আন্তর্জাতিক গীতা মহোৎসব'-এর অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

'আন্তর্জাতিক গীতা মহোৎসব'-এর অনুষ্ঠানে শ্রীমদভাগবৎ গীতার মহাকাব্যিক তত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে এর সঙ্গে অসমের গভীর সাংস্কৃতিক সংযোগ রয়েছে বলে নানা ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গক্রমে হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, 'ভগবান কৃষ্ণ আমাদের জামাই। কারণ তিনি অসমের মেয়ে রুক্মিণীকে বিয়ে করেছিলেন। তাই ভগবান কৃষ্ণের সাথে আমাদের সম্পর্ক জামাতার।' ড. শর্মা বলেন, 'ভারতের সংবিধানের মূলাধার হলো গীতা ও বেদ-উপনিষদ। গীতা ও বেদ-উপনিষদের বলে আমাদের দেশ স্বাভাবিকভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ। যিনি গীতা এবং যোগের জ্ঞান প্রাপ্ত হবেন, তিনিই সম্পূর্ণ মানব।' তিনি বলেন, 'কৃষ্ণ হলেন সর্বসঞ্চালক।

তেজস্বী যাদবকে ফের সমন পাঠাল ইডি, এবার ৫ জানুয়ারি হাজিরার নির্দেশ

পাটনা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): জমির বিনিময়ে রেলে চাকরির মামলায় বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবকে ফের সমন পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরট (ইডি)। নতুন বছরের ৫ জানুয়ারি তেজস্বী যাদবকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠিয়েছে ইডি। বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে এর আগে চলতি মাসের ২২ তারিখ হাজিরা দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি, কিন্তু সেই সমন তিনি এড়িয়ে যান। প্রসঙ্গত, ২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্য্যন্ত লালু প্রসাদ যাদব যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন, মামলাটি সেই সময়কার। বিভিন্ন রেলওয়ে জোনে বেশ কয়েকজনকে গ্রুপ 'ডি' শ্রেণীর চাকরি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল এবং রেলে চাকরি দেওয়ার নামে লালুর পরিবারের সদস্যদের ও বেসরকারি সংস্থাকে জমি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। প্রাক্তন রেলমন্ত্রী লালুকে এই মাসের ২৭ তারিখে নতুন দিল্লিতে ইডি-র সদর দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে।

বর্তমানেও ভগবান শ্রী রামের আদর্শ মানুষের জীবনে বিদ্যমান : ডঃ কৃষ্ণগোপাল

অযোধ্যা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): অযোধ্যার শ্রী মণিরাম দাস ছাওনিতে অবস্থিত শ্রীরাম সৎসঙ্গ ভবনে তিন দিনব্যাপী অযোধ্যা উৎসবের সূচনা করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সহ কার্য্যবাহ ডঃ কৃষ্ণগোপাল। শনিবার অযোধ্যা উৎসবের সূচনা করার পর ডঃ কৃষ্ণগোপাল বলেছেন, আমরা সবাই আনন্দের বাতাবরণে আছি। আমরা বছরের পর বছর ধরে এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম। মর্য্যাদা পুরুষোত্তম শ্রী রামের মন্দির তৈরি হচ্ছে। মন্দির উদ্বোধনের তারিখ ঠিক হয়েছে ২২ জানুয়ারি। সারা বিশ্বের হিন্দু সমাজ উচ্ছ্বসিত ও আনন্দিত।

বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ডঃ কৃষ্ণগোপাল বলেন, 'গত হাজার বছরে কিছু অশুভ প্রবৃত্তির মানুষ এখানকার মন্দিরগুলি ধ্বংস করেছে। হিন্দুদের উপর অত্যাচার চরমে পৌঁছেছে, কিন্তু হিন্দু সমাজ রামের সাহায্যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। কখনও শান্ত হয়ে আবার কখনও উগ্র হয়ে। হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। তীর্থযাত্রায় কর আরোপ করা হয়। তখন ধর্ম রক্ষার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হয়। মানুষজন মন্দির ছেড়ে নিজেদের ঘরে বন্দী হয়ে পড়েছিল এবং যে ব্যক্তি সবাইকে এমন কঠিন পরিস্থিতি থেকে বের করে এনেছিলেন তার নাম শ্রী রাম।' তিনি বলেন, 'বৈদিক মন্ত্রের দর্শন লোকভাষায় আসতে শুরু করে। রামায়ণ সব ভাষায় পাওয়া যায়। প্রতিটি এলাকা রামায়ণ গাইতে শুরু করেছে। রামচরিতমানস পাওয়া গিয়েছে। রাম জনজীবনে মিশে গিয়েছেন। এমনকি রামের নাম বন্দনা করে সারা জীবন রামে ভরে ওঠে।' তিনি বলেন, 'রামের আদর্শ মানুষ গ্রহণ করেছে। রামের যেমন ভাই তেমন ভাই পাওয়ার ইচ্ছা তৈরি হয়। ভগবান শ্রী রামের যেমন স্ত্রী ছিলেন তেমনএকজন স্ত্রী থাকা আদর্শ হিসাবে বিবেচিত হতে শুরু করে। এমনকি বেশিরভাগ শহরের নামের তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে "রাম"। এমনকি গল্প, উপন্যাস ও নাটকেও রাম মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। রাম ধর্মের জ্ঞানী হিসাবে বিখ্যাত হয়েছিলেন এবং শারীরিকভাবে বিগ্রহমনে উপস্থিত ছিলেন। আর কোনও আদর্শ নেই যা সমাজের গভীরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে।'

ডঃ কৃষ্ণগোপাল বলেছেন, ভগবান শ্রী রাম ১৪ বছর বয়সে পৃথিবীকে রাক্ষস থেকে মুক্তি দেওয়ার ব্রত নিয়েছিলেন। রাজ্যাভিষেকের আনন্দের বিশালতার তোয়াক্কা ছিল না। একমাত্র রামই এটা করতে পারেন। রাজ্যাভিষেকের কথা ভুলে গিয়ে চক্রবর্তী সম্রাট দশরথের জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র মাঝির কাছে নৌকা চাওয়াই সঙ্গত মনে করলেন। মাঝির প্রতি রামের শ্রদ্ধা আছে এবং মাঝির রামের প্রতি কর্তৃত্ববোধ আছে। শুধু তাই নয়, রাম শকুনের রাজা জটায়ুর সাথে দেখা করেন। এটি একটি পাখির ধারণা নয়, একজন পুরুষের ধারণা, যে একজন মহিলাকে বাঁচাতে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়াই করে। জটায়ুর আদর্শ আমাদের বলে যে, একজনের উচিত একজন মহিলার সম্মানের জন্য লড়াই করা এবং তার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া উচিত নয়।'

কৃষ্ণগোপাল বলেন, শ্রী রাম শুধু মানব জাতিকেই নয়, মহাবিশ্বকেও বন্ধুত্ব ও প্রতিশ্রুতি পালনের শিক্ষা দিয়েছেন। যখন তিনি সুগ্রীবকে রাজ্য দান করে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছিলেন, তখন লক্ষ্মণের হাতে সুগ্রীবকে মুকুট দিয়ে ১৪ বছরের জন্য বনে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিও তিনি পূরণ করেছিলেন। রাম এই ১৪ বছরে কোনও শহরে প্রবেশ করেননি। বিভীষণের সাথেও একই আচরণ দেখা গিয়েছে। বিভীষণের আতিথেয়তা এখনও ভারতে জনপ্রিয় বলে বিবেচিত হয়। এটি এখনও এখানকার মানুষের অনুভূতিতে প্রতিফলিত হয়। পার্সিরা ভারতে অতিথি হয়ে আসেন। এখানে সম্মানিত হয়েছে। আজ ভারতে যে কোনও দেশের মানুষকে সম্মান দেওয়া হয়। সম্মান দেওয়ার এই দর্শনটিও ভগবান শ্রী রাম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

প্রত্যেক ভারতীয়কে নিজস্ব সংস্কৃতি ও পরম্পরা নিয়ে গর্ব বোধ করা উচিত : উপ-রাষ্ট্রপতি

হরিদ্বার, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রত্যেক ভারতীয়কে নিজস্ব সংস্কৃতি ও পরম্পরা নিয়ে গর্ব বোধ করা উচিত। ভারতীয়ত্বই আমাদের পরিচয়, জাতীয়তাবাদই আমাদের চরম ধর্ম। বললেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। শনিবার উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারের গুরুকুল কাংড়িতে বেদ, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি মহাকুম্ভের উদ্বোধন করেছেন উপ-রাষ্ট্রপতি ধনখড়। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর ২০০-তম জন্মবার্ষিকী এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দের আত্মত্যাগ দিবসে এই মহাকুম্ভের আয়োজন করা হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'আমাদের নতুন শিক্ষানীতি আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রত্যেক ভারতীয়কে নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব বোধ করা উচিত। ভারতীয়ত্বই আমাদের পরিচয়।'

উপ-রাষ্ট্রপতির কথায়, 'বেদ, বিজ্ঞান মহাকুম্ভের এই উৎসব আমাদের প্রাচীন জ্ঞান ও বিজ্ঞান নিয়ে গর্ব অনুভব করার সুযোগ প্রদান করে। প্রায়ই দেখা যায় আমরা ভুলে যাই আমরা কে! আমরা যদি একটু ভিতরে তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে পৃথিবীতে আর কোনও দেশ নেই যে আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে!' ধনখড় বলেছেন, 'জি-২০ আয়োজনে সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়েছে। প্রত্যেক বিদেশী অতিথি সযত্নে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উপভোগ করছিল এবং ভারতকে সম্মান করছিল। এটি একটি অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত ছিল এবং ধরিত্রী মায়ের সন্তান, একজন কৃষকের পুত্রের এই অবস্থানে আসা, আমি সেই মুহূর্তটি দেখার সুযোগ পেয়েছি।'

বিষ্ণুপুরে জাতীয় সড়কে লরির ধাক্কায় মৃত্যু দু'জনের, আহত এক

বাঁকুড়া, ২৩ ডিসেম্বর, (হি.স.): শুক্রবার গভীর রাতে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দু'জন। গুরুতর আহত এক। স্থানীয় সূত্রে খবর, ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে বিষ্ণুপুরের কাছে চৌবেটা এলাকায় একটি লরি এবং টেম্পো ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তার জেরেই এই প্রাণহানি।

সূত্রের খবর, মুরগি বোঝাই করে বিষ্ণুপুর থেকে বাঁকাদহের দিকে যাচ্ছিল একটি টেম্পো। সেই সময় বেপরোয়া গতিতে উল্টো দিক থেকে ছুটে আসছিল একটি লরি। বিষ্ণুপুর থানার চৌবেটার কাছে লরিটি প্রবল বেগে টেম্পোটিকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় টেম্পোর এক সওয়ারির। পরে খবর পেয়ে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি থেকে আরও দুই সওয়ারিকে উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় আরও এক জনের। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত দুই ব্যক্তির নাম সুজন পাত্র (৫০) এবং হাঁদু পাত্র (৪৮)। মৃত দু'জনেরই বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুর এলাকায়। ঘটনায় আহত নান্টু শীলকে চিকিৎসার জন্য অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়েছে। লরিচালকের খোঁজ চলছে। ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের বিষ্ণুপুর থানা এলাকায় বারংবার দুর্ঘটনায় ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এলাকাবাসী।

লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠে গলা মেলাবেন ইমান আলি, ফরেজ লস্কররাও

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): আজ গীতা জয়ন্তী। সেই উপলক্ষে, রবিবার ব্রিগেডে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করেছে অখিল ভারতীয় সংসকৃত পরিষদ, সংস্কৃত সংসদ ও মতিলাল ভারত তীর্থ সেবা মিশন আশ্রম সহ একাধিক সংগঠন। ইতিমধ্যেই দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন সাধু সন্ন্যাসীরা। তারই মধ্যে আছে কিছু ব্যতিক্রমী মুখও। গীতাপাঠে গলা মেলাবেন ইমান আলি শেখ এবং ফরেজ লস্কররাও। হবে লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি প্রায় শেষ।

সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী না হয়েও গীতাপাঠে অংশ নিচ্ছেন ইমান আলি, ফরেজ লস্কর।

বারুইপুরে থাকেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ মিলেমিশে থাকেন। তাই বেঁধে বেঁধে থাকায় বিশ্বাসী ইমান, ফরেজরা। বললেন, প্রত্যেক ধর্মের মূল কথা তো একই। তাই ২৪ শে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠে কণ্ঠ দেবেন তাঁরাও। তাঁদের ভাবনায় গীতা কোনও ধর্মগ্রন্থ নয়, জীবন-দর্শনের কথা বলে এই গ্রন্থ। ইমান আলি শেখ বলেন, "'এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে গেলে যে সেই ধর্মের হতেই হবে এমন তো নয়। যার ভাল লাগবে সেই যাবে। যার ভাল লাগবে সেই শুনবে। আমরা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সব জায়গায় যেতে ভালবাসি। আপনার ধর্ম আমি কেড়ে নেব না, আমার ধর্ম আপনি কেড়ে নেবেন না। আমার ভাল লাগে, তাই আমি যাব।"

তিনি আরও বলেন, পুরাণ ও কোরান হিসেব করলে একই কথা বলে। তাই কোনও ধর্মে হস্তক্ষেপে বিশ্বাসী নন তাঁরা। হিন্দুদের যেমন হরিনাম, তেমন আমাদের জলসা, মিলাত। তাই ধর্মকে কাঁটাতার হিসেবে মনে করেন না তাঁরা। বরং আদান-প্রদানেই বিশ্বাসী।

গীতা পাঠ অনুষ্ঠানে ২০টি ব্লকে ভাগ করা হবে জনতাকে। প্রতিটি ভাগে ৫ হাজার করে মানুষ গীতা পাঠ করবেন।

সোদপুরে ভেঙে পড়ল লেভেল ক্রসিং-এর হাইট গজ গেট

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): এবার নয়া বিপত্তি সোদপুরে। জেলার অন্যতম ব্যস্ত এই স্টেশনে ভেঙে পড়ল লেভেল ক্রসিং-এর হাইট গজ গেট। ওই ক্রসিং দিয়ে প্রতিদিন বহু মানুষ গাড়ি নিয়ে যাতায়াত করেন। শনিবার সকালে একটি লরির ধাক্কায় গেটটি ভেঙে পড়ে বলে জানা যাচ্ছে। এর ফলে বড়সড় বিপদ ঘটতে পারত বলে মনে করছে এলাকাবাসী। তবে বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

শনিবার সকাল থেকে এই ঘটনার জেরে বড়সড় সমস্যার মুখে পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। গেটটি ভেঙে পড়ায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে লেভেল ক্রসিং। ফলে ওই রুট ব্যবহার করা যাচ্ছে না যাতায়াতের জন্য। অন্য রুট দিয়ে ঘুরে যেতে গিয়ে তৈরি হচ্ছে ব্যাপক যানজট। গন্তব্য পৌঁছতে রীতিমতো সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের।

ইতিমধ্যেই গেটটি সরানোর কাজ শুরু হয়েছে।

‘অবৈধ’ দোকান উচ্ছেদ নিয়ে রণক্ষেত্র নিউ টাউন আগুন জ্বালিয়ে প্রতিবাদ

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): অবৈধ দোকান উচ্ছেদ নিয়ে শনিবার বেলায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল নিউ টাউন। এ দিন নিউ টাউনের ঝিলপাড় এলাকায় অবৈধ দোকান সরানোর অভিযানে নেমেছিল রাজ্যের আবাসন দফতরের অধীনস্ত সংস্থা ‘হিডকো’।

বুলডোজার নিয়ে দোকানঘর ভাঙা শুরু হতেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন দোকানদারেরা। তাঁদের বক্তব্য, এই সব দোকান থেকে রুজিরুটি চলে সবার। তাই এগুলি ভেঙে দিলে তাঁদের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে হবে প্রশাসনকে।

স্থানীয়দের দাবি, আগে পুনর্বাসন দিতে হবে, তার পর দোকান ভাঙা যাবে। আর উচ্ছেদকারীদের জবাব, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে, কিন্তু তার আগে দোকান ভেঙে এলাকা পরিষ্কার করা দরকার। ওই এলাকায় পানীয় জলের পাইপলাইন বসবে। কেউ কারও কথা মানতে নারাজ হওয়ায় বাদানুবাদ থেকে হাতাহাতিতে জড়ায় দুপক্ষ।‘হিডকো’র তরফে বলা হয়, তাদের কর্মীরা দোকানদারদের বাধার মুখে পড়ে। শুধু তাই নয়, বিক্ষোভকারীরা কর্মীদের মারধর করেছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়। পাল্টা অভিযোগে দোকানদারেরা জানান, তাঁদেরই মারধর করেছেন ‘হিডকো’র কর্মীরা। এই দোকানঘর উচ্ছেদ কর্মসূচির প্রতিবাদে রাস্তায় আবর্জনা জড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে দেন দোকানদারেরা।নিউ টাউনের তারুলিয়া ও ঝিলপাড়ে মোট প্রায় ১৫০ অস্থায়ী দোকান রয়েছে। আগেই এনকেডিএ-র পক্ষ থেকে তাদের নোটিস দেওয়া হয়েছিল উচ্ছেদের জন্য। তাতে উল্লেখ করা ছিল যে শনিবার উচ্ছেদ অভিযান চলবে। কিন্তু নোটিসে পুনর্বাসন নিয়ে কিছু বলা ছিল না বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।তাঁদের একাংশের বক্তব্য, আগাম না-জানিয়েই এই উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে ‘হিডকো’। ‘হিডকো’ সূত্রে অবশ্য দাবি করা হয় যে,বেআইনি দখলদার হঠাতে গেলে কোন জানানোর কোনও আইন নেই। তা সত্বেও উচ্ছেদ অভিযানের ব্যাপারে এলাকায় নিয়মিত মাইকে প্রচার করা হয়েছিল।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিউ টাউনের ওই এলাকায় রয়েছে একাধিক সংস্থার অফিস। মূলত অফিসকর্মীদের জন্যই চলে অস্থায়ী ওই দোকানগুলি। শনিবার দুপুরে গোলমালের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নিউ টাউন থানার পুলিশ। পুলিশি তৎপরতায় পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

গরু চোর সন্দেহে গণপিটুনি, মৃত ২

পূর্ব বর্ধমান, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): গরু চোর সন্দেহে গণপিটুনি। পুকুরে লাফ দিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টাও ব্যর্থ। গ্রামবাসীদের মারধরে প্রাণ গেল দুই ব্যক্তির। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের তুরুক ময়না গ্রামে ব্যাপক চাঞ্চল্য। কারা এই ঘটনায় জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।বেশ কয়েকদিন ধরে জামালপুরের তুরুপ ময়না গ্রামে গবাদি পশু চুরি যাচ্ছে। স্থানীয়দের দাবি, এক মাসে অন্তত ১৫টি গরু চুরি গিয়েছে। পুলিশকে অভিযোগ জানিয়েও লাভ হয়নি কিছুই। তাই তাঁরা নিজেরাই পাহারা দিচ্ছেন রাতে।এলাকাবাসীর দাবি, শুক্রবার রাতে ওই গ্রামেরই এক বাসিন্দার বাড়িতে ঢুকে পড়ে দুই যুবক। মোষ বের করার সময় স্থানীয়রা দেখতে পান। ঘিরে ধরেন তাদের। স্থানীয়দের হাত থেকে বাঁচতে জলে ঝাঁপ দেয় দুজনে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর গ্রামবাসীরা যে যার ঘরে চলে যান।

পশু চুরি

● প্রথম পাতার পর

৩টা নাগাদ চোরের দল তিনটি বাড়ি থেকে মোট ছয়টি গবাদি পশু নিয়ে পালিয়েছে। আজ সকালে বাড়ির লোকজন গবাদি পশু দেখতে না পেয়ে পুলিশকে খবর পাঠিয়েছে। পুলিশ ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

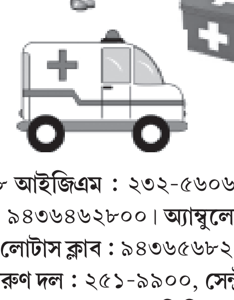

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

যুব কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

নেই। কংগ্রেস নেতৃত্ব আরো বলেন, রাজ্যের বিদ্যালয়গুলির বেহাল অবস্থা। প্রতিদিন রাজ্যের কোনো জায়গায় ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা রাস্তা অবরোধে সামিল হচ্ছেন। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যের কোনো বিদ্যালয় পরিদর্শনে যাননা। বিদ্যালয়গুলির অবস্থা উন্নয়নে সরকারের কোনো ভূমিকা নেই বলে অভিযোগ করেছেন যুব কংগ্রেস নেতা।বড়দিনের পরেই প্রি বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার বিষয়কে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নামবে বলে জানিয়েছেন যুব কংগ্রেস নেতৃত্ব।

২ পাচারকারী

● প্রথম পাতার পর

করে তল্লাশি চালানো হয়। আটককৃত যুবকদের ব্যাগ থেকে ২৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। জানা গেছে, দুই যুবকের বাড়ি গোলাঘাটি এলাকায়। তারা শঙ্কর দেবনাথ(২৬) এবং দেবাশীষ দেবনাথ(৩৪) নামে শনাক্ত হয়েছে। তাদের গ্রেপ্তার করে এনডিপিএস ধারায় মামলা নিয়ে আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ।

দুই যুবককে আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে তাদের থেকে আরও তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য আটককৃত দুই যুবক হামসাফর এক্সপ্রেসে বহিরাজ্যে গাঁজা নিয়ে যাচ্ছিল। আটককৃত গাঁজার বাজার মূল্য আড়াই থেকে তিন লক্ষ টাকা হতে পারে বলে অনুমান।

রেকর্ডে তর্নেসা

● প্রথম পাতার পর

শিখেছে তর্নেশা। এই সূক্ষ অঙ্কন ও নজির সৃষ্টিকারী শিল্পকর্মে গোটা রাজ্যেই শুধু নয় গোটা দেশে নজির তৈরি করেছে তর্নেশা। তার পরবর্তী লক্ষ্য এশিয়ান বুক অফ রেকর্ডস এবং গ্রীনিস ওয়ার্ল রেকর্ড। সেই লক্ষ্যে সে পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এই পুরস্কার অর্জন করায় খুশি তার মা। এলাকাবাসিও খুশি। তাদের গ্রামের মেয়ে ইন্ডিয়ান বুক অব রেকর্ডে স্থান করে নিয়েছে। তারাও চায় সে আগামীদিনে এশিয়া বুক অব রেকর্ডে ও গ্রিনিস বুক অব রেকর্ডে স্থান যেন পায়। তাহলে শুধু কচুছড়া বা কমলপুরের নামই নয়, সারা দেশের নাম উজ্জ্বল করবে কমলপুর মহকুমার মেয়ে তর্নেশা।

গীতা জয়ন্তীতে সমবেত গীতা পাঠে ছাত্র-ছাত্রী ও মহিলারা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): মোক্ষদা একাদশী এবং শ্রীমদ্ভগবদগীতার আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের গ্রামীণ সেবাকেন্দ্র মন্মথপুর প্রণব মন্দিরের উদ্যোগে যুগাবতার স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের ১২৮তম আবির্ভাব বর্ষে ১২৮জন ছাত্র-ছাত্রী শনিবার মাতা তুলসী দেবীর পূজা এবং শ্রীশ্রী গীতার তৃতীয় অধ্যায় ‘কর্মযোগ’ পাঠ করেন।

এর পাশাপাশি শিবযোগ, সর্বার্থ সিদ্ধি যোগ পাঠে সকলে একসাথে গলা মেলান। সকলের মঙ্গলার্থে সনাতন হিন্দুধর্মের সমূহ রীতি মেনে সমবেত ভক্তদের পুজো করান মহিলা পুরোহিত সুলতা ও মীরা। ঢোলাহাট থানার অন্তর্গত রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মন্মথপুর প্রণব মন্দিরে সারাদিন ধরে সমবেত ছাত্রছাত্রী ও গ্রামবাসীরা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

কলকাতা নিবাসী রাসবিহারী পাল ১২৮ জন মায়ের হাতে শীতের কম্বল তুলে দেন। এছাড়া দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার প্রায় প্রতিটি হিন্দু মিলন মন্দিরে সাড়ম্বরে গীতা জয়ন্তী পালন করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কাছে বিক্ষোভ দেখানোয় লক আপে , জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): চাকরি চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখানোয় লক আপে রাত কাটল উচ্চ প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীদের। ধৃতদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে কালীঘাট থানার পুলিশ। ধৃতদের হেফাজতে নিতে শনিবার আবেদন জানিয়েছে পুলিশ।

সরকারি কর্মীকে নিগ্রহ, কাজে বাধা-সহ একাধিক ধারায় মামলা হয়েছে। শুক্রবারের এই বিক্ষোভের ঘটনায় মহিলা চাকরিপ্রার্থী-সহ ৫৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের রাত কাটে লালবাজারের সেন্ট্রাল লক আপে। তারপর দুপুর দুটোর কিছু পরে লালবাজার থেকে ৫টি গাড়ি করে আলিপুর আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় ধৃতদের।প্রসঙ্গত, শুক্রবার কালীঘাট থানা ও মন্দিরের কাছ থেকে এসে, কালীঘাট রোড ধরে একেবারে মুখ্যমন্ত্রীর পাড়ার উল্টোদিকে, মন্দিরের মূল গেটের কাছে পৌঁছে যান উচ্চ প্রাথমিকের ইন্টারভিউ বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীরা। শুরু হয় ধরপাকড়, হুলস্থুল পরিস্থিতি তৈরি হয়। রাস্তায় শুয়ে পড়েন কয়েকজন আন্দোলনকারী। ৫৫ জন মহিলা-সহ ৫৯ জন চাকরিপ্রার্থীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় সরকারি কর্মীকে কাজে বাধা, সরকারি কর্মীকে নিগ্রহ-সহ অবৈধ জমায়েত এবং জোর করে আটকে রাখার মতো ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।ুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কাছে বিক্ষোভ দেখানোয় অভিযুক্তদের রাতভর লক আপে রেখে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিরোধী নেতা।পুলিশি পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছেন, “পুলিশ মানুষের কণ্ঠ রোধ করতে চায়”, মন্তব্য করেছেন”। বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, “নিরাপত্তার জন্য আন্দোলনকারীদের হাই সিকিওরিটি জোন থেকে সরিয়ে দেওয়ার মতো পদক্ষেপ ঠিক আছে। তা বলে জামিন অযোগ্য ধারা দেওয়া চরম অসহিষ্ণুতার পরিচয়’’’। অন্যদিকে দিলীপ ঘোষের মত, ’’‘এমন অমানবিক সরকারের এক মিনিটও ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই’’’। কড়া প্রতিক্রিয়া এসেছে কংগ্রেসের তরফেও। প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র সৌম্য আইচ রায় বলেন, ’’’রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসন খুন-জখম হলে লুকোয়, আর নিরীহ আন্দোলনকারীদের কড়া ধারা দিচ্ছে’’’।

পাল্টা জবাব দিতে দেরি করেনি তৃণমূলও। তৃণমূলের সামাজিক মাধ্যম শাখার প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্যের পাল্টা যুক্তি, ’’অন্য রাজ্যে কী হয় মানুষ তা জানে। আগে তার বিচার করুন।’’ অন্যদিকে লালবাজারের তরফে বলা হয়েছে, বিক্ষোভের কোনও অনুমতি ছিল না। সেই জন্যই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এদিকে, চাকরি চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কাছে বিক্ষোভ, ৫৯জনকে হেফাজতে চেয়েও পেল না পুলিশ। ধোপে টিকল না পুলিশের সওয়াল, ৫৫ জন উচ্চ প্রাথমিক চাকরিপ্রার্থীর জামিন।

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার
প্রি-বোর্ড পরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক প্রি-বোর্ড পরীক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট অভিভাবক এবং সকল জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে ২২ ডিসেম্বর, ২০২৩, শুক্রবার অনুষ্ঠিতব্য এ দুই পরীক্ষার বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা (বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় ব্যতীত) স্থগিত করা হয়েছিল। যথার্থ সময়ে বিকল্প প্রশ্নপত্রে, এই দুটি পরীক্ষার দিনক্ষণ জানানো হবে। অবশিষ্ট সকল বিষয়ের পরীক্ষা যথোচিত প্রশ্নপত্রে পূর্বঘোষিত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী সম্পন্ন হবে। পরীক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্টদের অযথা উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই, দপ্তর এ বিষয়ে যথার্থ ভূমিকা নিচ্ছে।

অধিকর্তা
মধ্যশিক্ষা অধিকার

ICA/D-1481/23

কংগ্রেসের অভিযোগ ভিত্তিহীন দাবি বিজেপি নেতা দেবোলালের

হাফলং (অসম), ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : আগামী ৮ জানুয়ারি ২৮ আসনের উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের নির্বাচন। পরিষদের নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে পাহাড়ে ততই উত্তাপ বাড়ছে। উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদে ছয়টি আসনে কংগ্রেসের ছয় প্রার্থী মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে তীব্র বাকযুদ্ধ শুরু হয়েছে।

অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা বিজেপির নাম না ধরে বলেন, উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের নির্বাচনে কোনও একটি বিশেষ দল কংগ্রেস প্রার্থীদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে টাকার প্রলোভন দিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করাতে বাধ্য করেছে। এমন-কি ওই সকল প্রার্থীর বাড়িতে গিয়ে ‘হয় টাকা নেবে, না-হয় গুলি খাবে’, এভাবেও হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন।

এদিকে শনিবার সন্ধ্যায় হাফলং রাজীব ভবনে ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেস সভাপতি সমরজিৎ হাফলংবার বলেন, এই প্রথম উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে এ ধরনের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে, যেখানে হুমকি দিয়ে কংগ্রেস প্রার্থীদের জোর করে মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয়েছে। এই অভিযোগ তুলে সমরজিৎ বলেন, ডিমা হাসাওয়ে বিজেপি গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে। জেলা কংগ্রেস সভাপতির অভিযোগ, নির্বাচনে যে সব আসনে শুধু কংগ্রেস আর বিজেপির দুই প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিলেন সেখানেই কংগ্রেস প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করানো হয়েছে। কারণ ওই আসনগুলিতে কংগ্রেস প্রার্থীর জয়ের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বিজেপি এতে শঙ্কিত হয়ে সরকার আর প্রশাসন যন্ত্রকে ব্যবহার করে এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। সমরজিতের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাত থেকে হামরি আসনের কংগ্রেস প্রার্থী দরথাং থাওসেন ও হাজাডিসা আসনের কংগ্রেস প্রার্থী রদপিনাথ সেংইয়ং সন্ধানহীন ছিলেন। শুক্রবার সকালে গুঞ্জুং আসনের প্রার্থী জয়থন লংমাইলাই ও হারাঙ্গাজাও আসনের কংগ্রেস প্রার্থী পপিল হোজাইকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। এমন-কি পূর্ব মাইবাং ও পশ্চিম মাইবাংঙের কংগ্রেস প্রার্থী তাপস থাওসেন ও ধীরাজ লাংথাসার শুক্রবার রাত ১০টা পর্যন্ত কোনও খবর মেলেনি।

কিন্তু জেলাশাসক সীমান্ত কুমার দাস নাকি তাঁকে (জেলা কংগ্রেস সভাপতি সমরজিৎ হাফলংবার) জানিয়েছেন, শুক্রবার রাত ১০টা ১০ মিনিটে মাইবাং আসনের প্রার্থী মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করেছেন। এ থেকে পরিষ্কার, বিজেপি প্রশাসন যন্ত্রকে ব্যবহার করে এ ধরনের কাজ করিয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন সমরজিৎ হাফলংবার। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, যে ছয় কংগ্রেস প্রার্থী মনোনযন পত্র প্রত্যাহার করেছেন, দল তাঁদের আজীবনের জন্য বহিষ্কার করেছে।

এদিকে কংগ্রেসের এ ধরনের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়ে উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের নির্বাচন। পরিষদের বর্তমান মুখ্য কার্য্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা বলেন, বিজেপি কাউকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করেনি বা মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করতে চাপও সৃষ্টি করেনি। তিনি বলেন, বিজেপির প্রতি জনগণের আস্থা দেখে এবং নির্বাচনে পরাজয় নিশ্চিত জেনেই ওই ছয়টি আসনের কংগ্রেস প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করেছেন। কারণ ডিমা হাসাও জেলায় বিজেপি দলের প্রতি জনসমর্থন দেখে আমিও অত্যন্ত আনন্দিত। এবার পরিষদে বিজেপি পুনরায় ক্ষমতায় আসলে গত পাঁচ বছরে যে সব কাজ বাকি ছিল সে সব কাজ করার পাশাপাশি পাহাড়ি এই জেলার উন্নয়নে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে দাবি করেন দেবোলাল গার্লোসা।

চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকের পর কুণালের তোপ বিকাশ ভট্টাচার্য্যকে

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): শনিবার তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র কুণাল ঘোষের কাছে যান ২০১৬-র এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীরা। চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করার পর রাজ্যসভার সিপিএম সাংসদ ও আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক।

তৃণমূল নেতার দাবি, আদালতের স্থগিতাদেশের কারণে এই চাকরিপ্রার্থীরা নিয়োগ পাচ্ছেন না। অন্যদিকে আইনজীবীদের একাংশ চাকরিপ্রার্থীদের ’’ভুয়ো সমবেদনা’’ দেখিয়ে চাকরি আটকানোর জন্য আদালতে ছুটছেন বলে দাবি তৃণমূল মুখপাত্রের। একইসঙ্গে চাকরিপ্রার্থীদের সহযোগিতার বার্তা দেন কুণাল।

এদিন সাংবাদিকদের তৃণমূল নেতা বলেন, ’’সুপারিশপত্র থাকা সত্ত্বেও এই চাকরিপ্রার্থীরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন না। আইনি জটিলতা রয়েছে, কারণ নিয়োগের ক্ষেত্রে আদালতের স্থগিতাদেশ রয়েছে। এক শ্রেণির আইনজীবী চাকরিপ্রার্থীদের সর্বনাশ করছেন।

কুণালের অভিযোগ, “মিথ্যে সমবেদনার নাম করে এদের মামলা লড়ার পরামর্শ দিচ্ছেন, অন্যদিকে বিরুদ্ধে পক্ষের হয়ে মামলা লড়ছেন। চাকরিপ্রার্থীরা আমাকে আবেদন জানিয়েছিলেন, তাই ধরনা মঞ্চে গিয়েছিলাম। ওঁদের দাবির কথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ওঁরা সুপারিশপত্র পেয়েছেন। কিন্তু মামলা করে নিয়োগের পথে বাধা তৈরি করা হচ্ছে।’’’

এর পরই বিস্ফোরক দাবি করেছেন কুণাল। তৃণমূল নেতা বলেন, ’’রাজনীতি করার জন্য উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। বলতে বাধ্য হচ্ছি, বিকাশ ভট্টাচার্য ও তাঁর সঙ্গী আইনজীবীরা মামলা লড়ার জন্য এই যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের থেকে ২৭ লাখ টাকা নিয়েছেন। এই তিনি গরিবের নেতা! এখন অযোগ্যপ্রার্থীদের দিয়ে মামলা করিয়ে যোগ্যদের চাকরি আটকে রেখেছেন।কুণাল জানান, ওঁরা আমাকে অনুরোধ করেছেন হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ তোলার জন্য রাজ্য সরকার যেন ব্যবস্থা করেন। আমি সংশ্লিষ্ট জায়গায় বিষয়টি পৌঁছে দেব। বিকাশবাবু দয়া করে এদের রাজনীতির জন্য ব্যবহার করবেন না।’’

বিকাশবাবু এই প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘’’কোনও আইনজীবী লাখ লাখ টাকা রোজগার করলে ওঁর যদি দুঃখ হয়ে থাকে, যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের চাকরি দিলেই হয়ে যায়। তাহলে আর মামলার জায়গা থাকে না। কুণালবাবু আমার এই চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করুন। মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে যোগ্যদের চাকরির বন্দোবস্ত করুন।’

গঙ্গাজলঘাটিতে রক্তদান শিবির ও দুস্থদের বস্ত্র বিতরণ

বাঁকুড়া, ২৩ ডিসেম্বর (হি. স.) শ্রমিক মালিক যৌথ উদ্যোগে রক্তদান, দুস্থদের বস্ত্র বিতরণের মত সামাজিক কর্মকান্ডের নজির তুলে ধরলো বড়জোড়া শিল্পাঞ্চল এর এস এন কনস্ট্রাকশন। সংস্থায় কর্মী সংখ্যা প্রায় ২২০০। অথচ কোনও শ্রমিক সংগঠন নেই। এই বিরল ছবি বোধ হয় শিল্পাঞ্চলের আর কোথাও দেখা যাবে না। শনিবার গঙ্গাজলঘাটির শ্রীচন্দ্রপুরে সংস্থার শ্রমিক ও মালিক যৌথ উদ্যোগে রক্তদান শিবির ও দুস্থদের হাতে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল তুলে দেওয়া হয়।

সংস্থার কর্মী অমিতেশ ঘোষাল বলেন, আমাদের সংস্থায় কোনো শ্রমিক সংগঠন নেই। কারণ য সংস্থার দুজন ডিরেক্টরই আমাদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সজাগ। শুধু তাই নয় বাৎসরিক লভ্যাংশের একটা অংশ সমস্ত কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ ভাতা হিসেবে প্রদান করেন। আবার আমাদের দাবি মত সমাজ কল্যান মূলক কাজেও এগিয়ে আসেন। পুজোর সময় গৌরিপুর হাসপাতালের কুষ্ঠ কলোনীর সমস্ত আবাসিক ও ভর্তি থাকা হয় রোগীদের নতুন জামা কাপড় দেওয়া, প্রতিবছর শীতের সময় শীতবস্ত্র দেওয়া, রক্তদান শিবির করা, চিকিৎসা শিবির স্বাস্থ্য শিবির করার পাশাপাশি দুস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য সাহায্য, চিকিৎসার জন্য অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সমস্ত রকম পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়। সংস্থার দুই ডিরেক্টর সমীরণ চ্যাটার্জি ও নৃপেন ঢাং বলেন, শ্রমিকদের দুশ্চিন্তা মুক্ত করতে পারলেই সংস্থা তাদের কাছ থেকে একই সময়ে দ্বিগুণ শ্রম লাভ করে। আমরা এই ফর্মুলায় বিশ্বাস করি বলেই কর্মী ও মালিক পক্ষের ভেদাভেদ মুছে দিতে পেরেছি। সমীরণ বাবু বলেন, এস এন কনস্ট্রাকশনে আমরাও বেতনভূক কর্মী। নৃপেন ঢাং জানান, এদিন বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সহযোগিতায় ৬৫ জন রক্ত দান করেছেন। এই রক্ত থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের জন্য দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ২৫০ জন দুস্থ ব্যাক্তির হাতে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল তুলে দেওয়া হয়।

বড়দিন উপলক্ষ্যে বাহারি রঙে সেজে উঠেছে পাথারকান্দি ও চুড়াইবাড়ির বিভিন্ন গির্জা

পাথারকান্দি (অসম), ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : অন্যান্য বছরের মতো এবারও বড়দিন উৎসবকে কেন্দ্র করে পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন গির্জায় চলছে সাজ সাজ রব। গত কয়েধকদিন ধরে খ্রিষ্টধর্মালম্বীরা স্থানীয় গির্জাগুলোকে যথাসাধ্য বাহারি সাজে দৃষ্টিনন্দন করে সাজিয়ে তোলার প্রয়াস করছেন।

আলোর রোশনাই সহ রঙ-বেরংঙের বেলুন, ক্রিসমাস ট্রি, লিটিলস্টার ও বিভিন্ন রঙের মালা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে প্রতিটি গির্জাকে। পাথারকান্দির বিভিন্ন পাহাড়ি পুঞ্জি এলাকা সহ বৈঠাখালের গির্জাঘর, মাকুন্দা মিশন ও মানিকবন্দ সেন্ট জোসেফ এবং চুড়াইবাড়ির গির্জাগুলোকে মনোরম দৃশ্যে সাজিয়ে তোলার কাজ চলছে জোর কদমে।

আগামী সোমবার ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষ্যে এলাকার ছোট বড় সবকটি গির্জাতেই প্রভু জিশুখ্রিষ্টের জন্মদিন উৎসব পালনের পাশাপাশি বিশেষ প্রার্থনা সভারও আয়োজন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত কয়েরকদিন ধরে বিভিন্ন খ্রিষ্টিয় সংস্থাকে এলাকার গরিব দুখি জনগণের মধ্যে শীতবস্ত্র, কাপড়চোপড়, ফলমূল সহ নগদ অর্থ বন্টন করতে দেখা গেছে। উৎসবটি সচারুরূপে পালনের জন্য পাথারকান্দি, বাজারিছড়া ও চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ কর্মীরাও সজাগ দৃষ্টি রাখছে বলে জানা গেছে।

বড়দিন সম্পর্কে বাজারিছড়া মাকুন্দা লেপ্রসি কাম জেনারেল হসপিটালের বড়বাবু নাউহোম জানান, এই উৎসব খ্রিষ্টানদের সব থেকে বড় উৎসব। গোটা বিশ্বের সাথে ভারতেও এই উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়। খ্রিষ্টানদের মধ্যে নানা শ্রেণি বিভাজন থাকলেও বরাক উপত্যকায় বিশেষ করে রোমান-ক্যাথলিক, প্রেসব্রিটেরিয়ান ও ব্যাপিস্টরাই বেশি। তবে বড়দিন পালনে সবাই একাকার হয়ে শোক-দুঃখ ভুলে গিয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বড়দিনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন সহ প্রভু যিশুকে স্মরণ করে সমাজের সকলের সুখ সমৃদ্ধি ও শান্তি কামনা করে বিশ্বশান্তির জন্যও প্রার্থনা করেন।

বড়দিনের আগের দিন পতিটি বাড়িতে পিঠেপুলি তৈরি করে আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। পরের দিন নতুন কাপড় পরিধান করে সবাই গির্জায় উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। বিকালে বসে জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসরও।

এ-সব আসরে স্থানীয় শিল্পীদের পাশাপাশি দূরদূরান্তের শিল্পীরাও সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে উৎসবের মাত্রা বাড়িয়ে তুলেন।এদিন ছোটদের মূল আকর্ষণ হয়ে ওঠে স্বর্গ থেকে নেমে আসা কাল্পনিক শান্তাক্লোজ নামের দূত। এতে শিশু সহ বড়রা শান্তাক্লোজ সেজে শিশুদের মধ্যে চকলেট টফি ও অন্যান্য পুরস্কার সামগ্রী বণ্টন করে থাকেন।

“আমরা নিয়োগ করার সুযোগ চাই, সুযোগ দিন”, আর্জি ব্রাত্যর

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): মামলার ফাঁস। আইনি জট। সেসব কাটিয়ে নিয়োগ করতে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার। শনিবার অর্থাৎ প্রাথমিক টেটের একদিন আগে ফের এ কথা জানিয়ে দিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। কার্যত অনুরোধের সুরে তিনি বললেন, “আমরা নিয়োগ করার সুযোগ চাই। সুযোগ দিন।’’

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর স্পষ্ট বক্তব্য, “আমরা যে স্বচ্ছভাবে নিয়োগ করব সেই অবকাশই তো দেওয়া হচ্ছে না। অবকাশ দেওয়া হলে তো করতে পারি।’’ আইনি জটে নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে থাকাতেই যে তা সম্ভব হচ্ছে না বলে স্পষ্ট করে দেন শিক্ষামন্ত্রী।বলেন, “আইনি জট তো আছে। মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করতে চান, পর্ষদও দ্রুত খুব স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ দিতে চায়।কিন্তু, আইনি জটিলতা আছে, যেটা আমরা তৈরি করিনি। আমাদের একবার অন্তত সুযোগ দেওয়া হোক নিয়োগ দেওয়ার। তারপর মামলা হোক।’’

রবিবার প্রাথমিক টেট। রাজ্যজুড়ে মোট ৭৭৩টি পরীক্ষাকেন্দ্রে এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে চলেছেন মোট ৩ লক্ষ ৯ হাজার ৫৪ জন চাকরিপ্রার্থী। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ জানিয়েছে, প্রাথমিকের মোট ১১,৭৬৫টি আসন খালি রয়েছে। সেই আসনগুলিতে নিয়োগ হবে। এই নিয়ে পরপর দু’বছর টেট হচ্ছে।কিন্তু, নিয়মিত টেট হলেও নিয়োগ হচ্ছে না বলে অভিযোগ চাকরিপ্রার্থীদের। ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসেও টেট হয়েছিল। সেবার প্রায় দেড় লক্ষ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হন বটে, কিন্তু আইনি জটে নিয়োগ সম্ভব হয়নি।

জয় দিয়ে দারুন শুরু ত্রিপুরার দৃষ্টিহীনদের ক্রিকেটে সুকান্ত দুর্দান্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। জয় দিয়ে আসর শুরু করলো ত্রিপুরা। মহকুমায় অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ নাগেশ ট্রফি দৃষ্টিহীনদের ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়। মহকুমার কলেজ স্টেডিয়ামে শনিবার থেকে শুরু হয়েছে আসর। উদ্বোধনী ম্যাচে ত্রিপুরা ৯ উইকেটে পরাজিত করে মনিপুরকে। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মনিপুর ১২৫ রান করে। দলের পক্ষে মজাহার খান সর্বোচ্চ ৩৩ রান করেন ২৬ বল খেলে। ত্রিপুরার পক্ষে সুকান্ত সরকার ২১ রান দিয়ে ৩ টি এবং রাজেন্দ্র পানোরিয়া ২২ রান দিয়ে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ত্রিপুরা ১৬.৩ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বল হাতের পর ব্যাট হাতেও সফল ত্রিপুরার অধিনায়ক সুকান্ত সরকার। সুকান্ত ৪৯ বল খেলে ৫৮ রান করে দলকে জয় এনে দিতে মূখ্য ভূমিকা নেন। তাহা ত্রিপুরার পক্ষে বিশ্বজিৎ দেবনাথ ৩৪ বল খেলে ২৯ রান করেন। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে ছত্তিশগড় ৯ উইকেটে পরাজিত করে অসমকে। অসমের গড়া ১৭০ রানের জবাবে ১ উইকেট হারিয়ে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ছত্তিশগড়। এর আগে সকালে আসরের উদ্বোধন করেন মৎস্য মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

সুপার ফোরের লড়াই শুরু ২৬শে সেরা হওয়ার লক্ষ্যে চার দলের প্রস্তুতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। উদ্বোধনী দিনে হবে দুটি ম্যাচ। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে এন এস আর সি সি খেলবে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে এবং বামুটিয়ার তালতলা স্কুল মাঠে প্রগতি প্লে সেন্টার খেলবে এ ডি নগরের বিরুদ্ধে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটের সুপার ফোরে। শেষ চারের লড়াইয়ে ভালো ফলাফল করতে ৪ দলই জোড় প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। গ্রুপ লিগে ৪ দলই দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে শেষ চারের টিকিট কেটে নিয়েছে। এবারের আসর থেকে বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান ক্রিকেটারের সন্ধান পাওয়া গেছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অনশ ভাটনাগর, শায়ন্তন কর, শ্রেষ্ঠাংশু দেব, দেবপ্রিয় দে, রাজদীপ দে, তানিস্ক চক্রবর্তী, নীলেশ সূত্রধর, তীর্থ চক্রবর্তী, ক্রিশ ভৌমিক, শুভ্রজিৎ সাহা এবং অঙ্কিত দাস প্রমুখ। যাদের সঠিক প্রশিক্ষণ দিলে আগামীদিনে রাজ্যের সম্পদ হয়ে উঠতে পারে মনে করছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। তবে এনেকেই মনে করছেন, রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার উচিৎ ছিলো সুপার ফোরের আসর দুদিনের করার। তাহলে খুদে ক্রিকেটাররাও নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিতে পারতো।

শ্যাম হরি শর্মা স্মৃতি প্রাইজমানি ভলিবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধক মুখ্যমন্ত্রী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। শ্যাম হরি শর্মা স্মৃতি প্রাইজমানি ভলিবল টুর্নামেন্ট আগামীকাল থেকে শুরু হতে যাচ্ছে। বিজেপি ত্রিপুরা স্পোর্টস সেল এবং বদদোয়ালীস্থিত যুবক সংঘের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত দিবা-রাত্রীর এই দুই দিনব্যাপী টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ হবে ২৫ ডিসেম্বর। বড়দোয়ালীস্থিত যুবক সংঘের মাঠে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন দলকে প্রাইজমানি কুড়ি হাজার টাকা এবং রানার্সআপ দলকে দশ হাজার টাকা সহ সুদৃশ্য ট্রফি প্রদান করা হবে। প্রাইজমানি ও ট্রফি রয়েছে সেরা খেলোয়াড়দের জন্যও। আগামীকাল বিকেল চারটায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ড় মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে কর্পোরেটর অভিজিৎ মৌলিক, বিজেপি স্পোর্টস সেলের কনভেনার স্বপন সাহা, সদর আরবান প্রেসিডেন্ট অসীম ভট্টাচার্য, কনভেনার বিমান দেব, টাউন বড়দোয়ালী মন্ডল প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় সাহা প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন।

এবার আমবাসা জয় হলোনা জেআরসি-র ডি.এম ধলাই একাদশের বুদ্ধিদীপ্ত জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। এবার আর আমবাসা জয় হলো না জেআরসি-র। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ধলাই একাদশ বুদ্ধিদীপ্ত জয় হাসিল করে নিয়েছে। প্রথমবারের মতো আগরতলার সাংবাদিক ক্রিকেটারদের দল জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবকে হারাতে পেরে আলাদা একটা আনন্দের জোয়ার আমবাসা প্রশাসন জুড়ে। হাট বারের দিনে দশমী ঘাট ক্রিকেট মাঠ এমনিতেও দর্শকের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ। স্বাগতিক ডি.এম ধলাই একাদশ ২১ রানের ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। এর আগে লাগাতর চার বছরের খেলায় জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব টানা জয় লাভ করে আসছিল। পেশাগত প্রচন্ড কর্মব্যস্ততার মাঝে ছুটির দিনে সবুজে ঘেরা আমবাসায় দশমীঘাট গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত রোমাঞ্চকর প্রীতি ম্যাচটাই ছিল উপভোগ্যকর। জয় পরাজয় নিছক কাগজে-কলমে। প্রকৃতপক্ষে বিনোদনমূলক একদিনের শরীরচর্চা এবং সমাজকে একটা পজিটিভ বার্তা দেওয়াটাই এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয়। ডিএম ড় জয়সোয়াল সংক্ষিপ্ত ভাষণে মূলতঃ এ কথাটাই বলেন।

টসে জিতে জেআরসি প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে ডি.এম ধলাই একাদশকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানালে তাঁরা ১১০ রানের টার্গেট ছুঁড়ে দেয়। জবাবে জেআরসি ৮৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

দুর্দান্ত ব্যাটিং এবং বোলিংয়ের সৌজন্যে ধলাই ডিএম টিমের রাজেস মিয়া ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরস্কার পেয়েছেন। বিশ্বজিৎ দেবনাথের চার উইকেট, বাপন দাসের ৩ উইকেট দখল এবং অরূপের ৪৬ রান সংগ্রহ একপ্রকার বিফলেই গেছে। জেআরসি-র পক্ষে অধিনায়ক অভিষেক দে, সহ-অধিনায়ক সুব্রত দেবনাথ, প্রসেনজিৎ সাহা, দিব্যেন্দু দে, বিষ্ণুপদ বণিক, মিল্টন ধর, কৃষানু দেববর্মা, মিঠুন দাস ব্যাটে-বলে লড়াকু মেজাজে খেললেও ডিএম এডমিন ধলাই একাদশের খোদ ডি.এম এন্ড কালেক্টর ড় সিদ্ধার্থ শিব জয়সোয়ালের বোলিং ও বুদ্ধিদীপ্ত টিম পরিচালনার কাছে হার মানতে হয়েছে। খেলা শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ডি.এম এন্ড কালেক্টর ধলাই ড় জয়সোয়াল এবং জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ প্রমূখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

সুষ্ঠুভাবে ম্যাচ পরিচালনায় দুই আম্পায়ার, স্কোরার এবং ধারাভাষ্যকার বিধান শর্মার ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। জেআরসি-র সেক্রেটারি তথা ক্যাপ্টেন অভিষেক দে, জেলা সমাহর্তা ড় জয়সোয়াল, স্থানীয় সাংবাদিক পরাশর বিশ্বাস সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং আগামী দিনেও এই ম্যাচ জারি থাকবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

কংগ্রেসের লিগ্যালসেল এবং হিউম্যান রাইটস সংগঠনকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগে সভা ও যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। কংগ্রেসের লিগ্যালসেল এবং হিউম্যান রাইটস সংগঠনকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শীঘ্রই এই দুটি সংগঠনকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া হবে। শনিবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত কংগ্রেসের লিগ্যালসেল ও হিউম্যান রাইটস এসোসিয়েশনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

এদিন সভায় আলোচনা করতে গিয়ে রাজ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রতিষ্ঠ কংগ্রেস সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সম্প্রতি সংসদে বিরোধী দলের সাংসদদের বহিষ্কারের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে। এ ধরনের কার্যকলাপকে স্বৈরশাসনের নামান্তর বলেও অভিহিত করা হয়েছে।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যেই এ ধরনের কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। রাজ্যের গণতন্ত্র প্রিয় জনগণকে এ ধরনের অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ মুখর হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। এদিন প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এদিন বিভিন্ন দল ত্যাগ করে তিনজন কংগ্রেস তলে যোগ দেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন সভাপতি আশিস কুমার সাহা। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা জানিয়েছেন, এই সভায় রাজ্যের বিভিন্নপ্রান্তের আইনজীবী হিসেবে কর্মরত প্রায় ৫০ জনের অধিক ছিলেন।

তিনি আরো বলেন, এই দেশের গণতন্ত্র হত্যাকারী, সংবিধানের অমান্যকারী, স্বৈরাচারী মোদি সরকার সংসদ থেকে ১৪৬ জন বিরোধী দলের সাংসদকে বহিষ্কার করেছে। মোদি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এই সভায়। এই রাজ্যের একজন স্বনামধন্য টিপিএস অফিসার বুধিরাই দেববর্মা এদিন কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন। আদিবাসী এলাকায় বেশ জনপ্রিয় বুধিরাই দেববর্মা। এছাড়া এদিন কংগ্রেস দলের যোগ দিয়েছেন আরো একজন আদিবাসী নেত্রী বিগত লোকসভা নির্বাচনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গীতা দেববর্মা।

৩.৫ প্রাবল্যের ভূমিকম্প মেঘালয়ে ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

শিলং, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : আজ শনিবার রাত ৭-টা ২৫ মিনিট ৩৬ সেকেন্ডে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে মেঘালয়ে তুরা ও পার্শবর্তী অসমের কিছু এলাকা। সংঘটিত ভূমিকম্প রিখটার স্কেলে ৩.৫ ধরা পড়েছে। এ খবর লেখা পর্যন্ত ভূমিকম্পে কোনও হতাহত বা অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, আজ রাতে সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মেঘালয়ের পূর্ব গারোপাহাড় জেলার পূর্ব তুরা থেকে প্রায় ২৮ কিলোমিটার দূরে ২৫.৫৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০.৪৮ দ্রাঘিমাংশে ভূগর্ভের ৫ কিলোমিটার গভীরে।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ৭ ডিসেম্বর ভোর ৫:৪২ মিনিটে অসমের রাজধানী গুয়াহাটি এবং পার্শবর্তী অঞ্চলে ৩.৫ প্রাবল্যের ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল।

অর্থনীতির বুনিয়াদকে মজবুত করাই হচ্ছে সরকারের উদ্দেশ্য : সুধাংশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর : ত্রিপুরার অর্থনীতির বুনিয়াদকে মজবুত করা হচ্ছে রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য। পশু পালনের মাধ্যমে রাজ্যের বেকার যুবক যুবতী ও কৃষকদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর নিরলসভাবে কাজ করছে। আজ ধর্মনগর অর্ধেনন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতি ভবনে প্রানী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত মুখ্যমন্ত্রী প্রাণী পালক সন্মান নিধি অনুষ্ঠানে একথা বলেছেন প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী সুধাংশু দাস।

এদিন সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের শুভ সূচনা ও অন্যান্য প্রকল্পের অধীন বিভিন্ন সুবিধা কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করেছেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, রাজ্যের কৃষক ও প্রাণী পালকদের সুবিধার্থে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের ইতিহাসে প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রীর প্রাণিপালক সম্মানীতির যোজনা করা চালু হয়েছে।এদিন তিনি আরও বলেন, উত্তর জেলায় ৪০০ জন পশুপালকে বেছে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের অর্থনীতির বুনিয়াদ এখনো কৃষি। আর কৃষির সাথে জড়িয়ে রয়েছে পশু পালন। যেসব যুবকরা অর্থনৈতিকভাবে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করে তুলতে চায় এবং পশুপালনকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে চায় তাদেরকে উৎসাহ দিতে মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রাণী পালক সম্মানীতির উদ্বোধন। রাজ্যের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রাণী পালকদের উৎসাহ করতে এই সম্মান নিজের ব্যবস্থা করা হলো।তাঁর কথায়, রাজ্যের অর্থনীতির বুনিয়াদকে মজবুত করা হচ্ছে রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য। পাশাপাশি কৃষিকাজের সাথে যুক্ত যুবকরা প্রাণী পালনের মাধ্যমে এদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলার সরকারি প্রয়াস।

হেরমা ডনবস্কো স্কুলে সৌর জল প্রকল্পের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ ডিসেম্বর।। স্বাস্থ্য ভালো থাকলে তবেই ছাত্র বা ছাত্রীরা পড়াশোনায় কঠোর মনোযোগী হতে পারেন। শিক্ষার পাশাপাশি সুস্বাস্থ্যের দিকেও আমাদের নজর দেওয়া দরকার। ভারত সরকারের বায়োটেকনোলজি মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় এন বি ইন্সটিটিউট ফর রুরাল টেকনোলজি (অর্কনীড়) এর উদ্যোগে শুক্রবার চড়িলাম বিধানসভার হেরমা স্থিত ডনবস্কো স্কুলে সৌর জল প্রকল্প স্থাপন করা হয়।

সেই সঙ্গে বৃষ্টি জল সংরক্ষণ এবং ওয়াটার পিউরিফিকেশনের ব্যবস্থা করা হয়।এনবি ইন্সটিটিউট ফর রুরাল টেকনোলজির সভাপতি ড: এস পি গন চৌধুরী বলেন প্রায় ছয় লক্ষ টাকা খরচে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রতিদিন ১৬ হাজার লিটার জল উত্তোলন হবে।

এছাড়া এই সৌর প্রকল্পে জল উত্তোলনের পাশাপাশি স্কুলের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সেন্টারের চারটি কম্পিউটার চলবে। এই প্রকল্পে আয়রন মুক্ত জল উঠবে। এর পরেও জলবাহিত রোগের হাত থেকে ছাত্র ছাত্রীদের রক্ষা করতে দু’’টি ওয়াটার পিউরিফায়ার বসানো হয়েছে।

জনজাতি অধ্যুষিত হেরমা এডিসি ভিলেজে ভারত সরকারের বায়োটেকনোলজি বিভাগের সহায়তায় পরিবেশ বান্ধব প্রকল্পের বাস্তবায়নে খুশি ছাত্র ছাত্রী এবং শিক্ষক অভিভাবকরা।

শুক্রবার দুপুরে প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনবিআইআরটির সভাপতি বিজ্ঞানী ড: এস পি গন চৌধুরী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সহসভাপতি কপিল বরণ ভৌমিক, প্রজেক্ট ম্যানাজার পি এল ঘোষ, স্কুলের প্রিন্সিপাল সুমন কুমার কিরো প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

স্কুটি দুর্ঘটনায় গুরতর আহত দুইজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৩ ডিসেম্বর: স্কুটি দুর্ঘটনায় গুরতর আহত হয়েছেন দুইজন ব্যক্তি। বিশালগড় রাস্তার মাথা এলাকার সানীয়রা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছিলেন। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকা জুড়ে।

জনৈক দমকলকর্মী জানিয়েছেন, আজ বিশালগড় রাস্তার মাথা এলাকার স্কুটি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন দুই ব্যক্তি। এলাকাবাসী বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন।দমকলকর্মীরা এসে আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যান।বর্তমান তাঁরা হাসাপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন বলে জানান তিনি।

হাঁস চুরি করতে এসে জনতার হাতে আটক এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২৩ ডিসেম্বর: হাঁস চুরি করতে এসে জনতার হাতে আটক এক যুবক। তাঁকে বেধড়ক মারধর করে সানীয় মানুষ। পর্রবতী সময়ে দমকল বাহিনীরা তাঁকে উদ্ধার করে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। বর্তমানে তাঁর অবস্থা আশঙ্কা জনক বলে জানিয়েছেন জনৈক দমকলকর্মী।

জনৈক দমকলকর্মী জানিয়েছেন, আজ বিকেলে সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের হাবিলদার পাড়াতে বিজয় দাস নামে একজন যুবককে সানীয় জনগন চোর সন্দেহে গন ধোলাই দেয়। হাঁস চুরি করতে এসে ধরা পরে বলে জানিয়েছেন। তাঁকে বেধর প্রহার করে।পরে দমকল বাহিনী এসে তাকে উদ্ধার করে সাবরুম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে।বর্তমানে তাঁর অবস্থা আশঙ্কা জনক আছে।সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট রয়েছে।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রুমা পোদ্দার দে ও মেম্বার প্রদীপ দাস হাসপাতালে এসেছে। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ।

বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু এক যুবকের

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল পশ্চিমবঙ্গের এক যুবকের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একমাস আগে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছিল দেউলার সরাচি এলাকার বছর ১৭-র যুবক রোহিত গাজী।ওড়িশার ভুবনেশ্বরে বুক বান্ডিং এর কাজে যায় রোহিত। শুক্রবার রাতে কাজ শেষ করার পর বিদ্যুতের তারে জামা শুকাতে দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু তার। এই খবর এলাকায় পৌঁছানোর পর শনিবার শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়।রোহিতদের বাবা রমজান গাজী বলেন, ছেলে আমাদের না বলে সংসারের হাল ধরার জন্য ১০-১২ জন বন্ধু মিলে ওড়িশাতে কাজে যায়। সব কিছু ঠিক ছিল কিন্তু শনিবার দুর্ঘটনার খবর বাড়িতে আসে। আমার সব শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। কিভাবে হল এই দুর্ঘটনা বুঝে উঠতে পারছি না। ঘটনায় পরিবার দিশাহারা হয়ে গেছে।

বিলোনিয়া পুর পরিষদ এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া , ২৩ ডিসেম্বর।। বিলোনিয়া পুর পরিষদ এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজগুলো পরিদর্শন সহ আলোচনা করেন আমবাসা পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য কাউন্সিলারগন। আজ বেলা বারোটায় আমবাসা পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল বিলোনিয়া পুরপরিষদের কার্যালয়ে আসেন। দশজনের প্রতিনিধি দল আসার পর পুর পরিষদের পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া ও গলায় উত্তরীয় পরিয়ে দিয়ে বরণ করে নেন। বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য কাউন্সিলার গন এরপর আজ দুপুর একটায় বিলোনীয়া পুরপরিষদ কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের আলোচনা ও পর্যালোচনা সভা, কতটুকু উন্নয়ন হয়েছে, কি ভাবে সফল হয়েছে, জনস্বার্থে কি কি উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে এবং আগামীদিনের উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা কি সেই বিষয়ে উভয় পক্ষের আলোচনা হয় সভায়। এই দিনের আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক রতন ভৌমিক, চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, ভাইস চেয়ারম্যান শিখা নাথ সহ পুর পরিষদের কাউন্সিলর সহ পুর পরিষদের অন্যান্য কর্মীগন।

দেড় বছর পর বাড়ি ফিরল অভিমানী রুহিদাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ,২৩ ডিসেম্বর : গত বছরের ৩ জুন মায়ের সাথে অভিমান করে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে চলে গিয়েছিল কৈলাসহর গোবিন্দপুর এলাকার যুবক রুহিদাস সরকার। আজ দেড় বছর পর বাড়ি ফিরেছে রুহিদাস। এ বিষয়ে রুহিদাস সরকার বলেন, গত ২০২২ সালের ৩ জুন বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়েছিল সে। অবৈধভাবে বাংলাদেশে যাওয়ার পেলে ১৭ মাস ৯ দিন জেল হেফাজতে ছিল। আজ জেল হেফাজত থেকে মুক্তি হয়েছে। মায়ের সঙ্গে অভিমান করে বাংলাদেশ চলে গিয়েছিল বলে জানিয়েছে সে।

তিনদিন ব্যাপী চন্দ্রমল্লিকা প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। ফুলের বৈচিত্র্যময় সমারোহ কার না ভাল লাগে! আর সেই ফুলটি যদি হয় ফুলের রানি জগদ্বিখ্যাত চন্দ্রমল্লিকা-যার বৈচিত্র্য ও বৈভব সকল পুষ্পপ্রেমীকে চমকে বাকরুদ্ধ করে দেয়, তাহলে তো কথাই নেই। এই জগদ্বিখ্যাত ফুলকে নিয়েই ত্রিপুরা ক্রিসেনথিমাম গিল্ড এবছরও প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে।

আগামী ২৫শে ডিসেম্বর সারা বিশ্ব যখন বড়দিনের আনন্দে মেতে উঠবে, সেই সময় ক্রিসেনথিমাম গিল্ডের সদস্যরা মেতে উঠবেন ’চন্দ্রমল্লিকা দিবস’ উদযাপনের আনন্দময় আয়োজনে। ২৫ শে ডিসেম্বর বিকেল থেকে ২৭ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যায় মন্ত্রী বাড়ী রোড(রূপসী সিনেমা হল) প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

ত্রিপুরার ফুলচাষীরা এই প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতায় তাদের পুষ্পসম্ভার নিয়ে অংশ গ্রহণ করবেন। চন্দ্রমল্লিকার এই বৈচিত্র্যময় ও বিস্ময়কর সমারোহে উপস্থিত থাকার জন্য সকল দর্শক ও পুষ্পপ্রেমীকে আন্তরিক আমন্ত্রণ জানিয়েছে ত্রিপুরা ক্রিসেনথিমাম গিল্ড।

৫১৬১ তম গীতা যজ্ঞ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর: আজ ৫১৬১ তম গীতা যজ্ঞ দিবস। আজকের দিনে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার জ্ঞান দান করেছিলেন। এরই উপলক্ষ্যে আজ ইসকন মন্দিরের উদ্যোগে গীতা পাঠ এবং এক গীতাযজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে।

ইসকন মন্দিরের মহারাজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, গীতার মুহূর্ত জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ায় এই গীতা যজ্ঞের মূল উদ্দেশ্য। আজ রাজ্যব্যাপী ইসকনের ভক্তরা গীতা প্রচার করবেন।

গাঁজা বিরোধী অভিযানে বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৩ ডিসেম্বর: গাঁজা বিরোধী অভিযানে নেমে সাফল্য পেয়েছে বিলোনিয়া থানার পুলিশ ও ৪৩ নং বিএসএফ। বিলোনিয়ায় অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছ ধ্বংস করে যৌথ বাহিনী। এদিন ২৪০০০টি গাঁজা গাছ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে। বিএসএফ এক বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে, আজ সকালে বিশালগড় গজারিয়া এলাকায় ৬.৫ কানি জায়গা জুড়ে গজিয়ে উঠা গাজা বাগানে অভিযান চালানো হয়েছে। তাতে বিপুল পরিমাণে গাছ নষ্ট করা হয়েছে।বিলোনিয়া থানার পুলিশ ও বিএসএফ যৌথ অভিযানে অবৈধ গাজা গাছ নষ্ট করা সক্ষম হয়েছে।

পানিসাগরের কলাভূমি মিউজিক কলেজের অষ্টম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৩ ডিসেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অন্যতম নাম পানিসাগরের কলাভূমি মিউজিক কলেজ। আজ সকাল ১১ টা ৩০ মিনিটে চার দিনব্যাপী কত্থক নৃত্য ও রবীন্দ্র নৃত্যের কর্মশালার উদ্বোধন হয় কলা ভূমির হলঘরে। অষ্টম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কলাভূমি পানিসাগরে ২৩শে ডিসেম্বর থেকে ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কত্থক নৃত্য, রবীন্দ্র নৃত্যের কর্মশালা এবং ২৬ শে ও ২৭ শে ডিসেম্বর পানিসাগর টাউন হলে মঞ্চ প্রদর্শনের আয়োজন করেছে। কর্মশালার উদ্বোধনে উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী ধনঞ্জয় নাথ, ভাইস চেয়ারপারসন, পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত, শ্রীমতি মৌসুমী দেবনাথ, সদস্যা, উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদ। মুখ্যপ্রশিক্ষিকা নৃত্য গুরু জবা ঘোষ সূত্রধর, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শ্রী সন্তোষ সূত্রধর, নৃত্য শিক্ষক দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য এবং শ্রী অর্জুন নাথ। সভাপতিত্ব করেন শ্রী অনুপ কুমার নাথ।

কত্থক নৃত্য ও রবীন্দ্র নৃত্য কর্মশালায় পানিসাগর সহ উত্তর ত্রিপুরা জেলা থেকে প্রায় ৫০-৬০ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ কলাভূমির এ ধরণের উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। স্বাগত ভাষণে কলাভূমির অধ্যক্ষ শ্রী অশোক কুমার নাথ সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

মিড ডে মিলের খাবারে ইঁদুর

রামপুরহাট, ২৩ ডিসেম্বর (হি. স.) মিড ডে মিলের খাবারে ইঁদুর। এই ঘটনায় স্কুলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন অভিভাবকরা। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন শিশু ও গর্ভবতী মহিলারা। খবর পেয়ে গ্রামে যান নলহাটি ১ নম্বর ব্লকের বিডিও সৌরভ মেহেতা।ঘটনার তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের নলহাটি ১ নম্বর ব্লকের কুরুমগ্রাম মহিষ পাড়া ১৮০ নম্বর অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে। এদিন সকালে ওই অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে থেকে ৭৩ জন শিশু ও গর্ভবতী মহিলাকে মিড ডে মিলের খিচুড়ি দেওয়া হয়। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ওই খিচুড়ি খাওয়ার সময় কেউ ইঁদুরের পা কেউবা দেহাংশ দেখতে পান। এরপরেই তাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পরে। খবর জানাজানি হতেই অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেন গ্রামের বাসিন্দারা। ডেকে পাঠানো হয় রাঁধুনি লক্ষ্মী মহারাজকে। তিনি বলেন, “আমি অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে এসে ঝাঁট দিয়ে বাচ্ছাদের বসার ব্যবস্থা করি। এরপর নতুন বস্তা থেকে চাল নিয়ে আমি ধুয়ে রান্না বসিয়েছিলাম। তখন কোন ইঁদুর ছিল না। খাবার যখন পরিবেশন করি তখনও ইঁদুর দেখতে পায়নি। অথচ কিভাবে ইঁদুর খাবারে এলো বুঝতে পারছি না”।গ্রামের বাসিন্দা পূর্ণিমা মণ্ডল বলেন, “আমি খিচুড়ি নিয়ে গিয়ে বাচ্চাকে দুবার খাইয়েছি। সে সময় বড় মেয়ে ছুটে এসে খিচুড়ি খাওয়াতে নিষেধ করে। তার কথা মত খিচুড়ি ঘেঁটে দেখি ইঁদুরের পা। এরপরেই অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে গিয়ে দেখি বালতিতে থাকে খিচুড়ির মধ্যে ইঁদুরের সেদ্ধ দেহ”। অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের কর্মী অন্নপূর্ণা লেট বলেন, “যত্ন সহকারেই খিচুড়ি রান্না করা হয়েছিল। কিন্তু কিভাবে ইঁদুর এলো বুঝতে পারছি না”।খবর পেয়ে বিডিও সৌরভ মেহেতা গ্রামে এসে খিচুড়ি দেখেন। তিনি খবর দেন বিএমওএইচকে। তড়িঘড়ি গ্রামে মেডিক্যাল শিবির খুলে শিশু এবং গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করেন।

মায়াপুরে হোটেলের ঘর থেকে উদ্ধার মহিলার দেহ

নদিয়া, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): হোটেলের ঘর থেকে এক মহিলার দেহ উদ্ধার ঘিরে উত্তেজনা নদিয়ার মায়াপুর ঘাট সংলগ্ন হোটেলে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতার নাম মীনা বিশ্বাস। তাঁর স্বামীর পরিচয় দেওয়া বিদ্যুৎ বিশ্বাস হোটেল থেকে পলাতক।

মায়াপুর ঘাট সংলগ্ন পঞ্চায়েত সমিতি পরিচালিত নীলাচল লজের সামনে হোটেল অন্নপূর্ণা লজ। সেখানে শুক্রবার উঠেছিলেন বিশ্বাস দম্পতি। পরিচয়পত্রও জমা দিয়েছিলেন নিয়ম মেনে। শনিবার হোটেল পরিষ্কারের কাজ চলছিল। যে ঘরে বিশ্বাস দম্পতি উঠেছিলেন, সেই ঘরের দরজায় কড়া নাড়েন সাফাইকর্মীরা। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ ছিল।

বেশ কিছু ক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করেও কারও সাড়া পাননি হোটেলের কর্মীরা। সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা দরজা খুলে ভিতরে ঢোকেন। ঘর অন্ধকার ছিল। আলো জ্বালানোর সুইচটা টিপে আলো জ্বালতেই চমকে যান তাঁরা। দেখেন এক মহিলার নিথর দেহ পড়ে রয়েছে ঘরের মেঝেতে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জিনিসপত্র। তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় থানায়।

বেশ কিছু ক্ষণ পরে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। অন্য দিকে, এদিক-ওদিক খোঁজখবর করে মীনার সঙ্গে হোটেলে ওঠা ব্যক্তির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। হোটেলের ম্যানেজারের দাবি, শনিবার সকালে নিজেদের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সেই সময় বেরিয়ে গিয়ে থাকতে পারেন ওই ব্যক্তি। বিদ্যুৎ বিশ্বাস নামে ওই ব্যক্তি আংশিক দৃষ্টিহীন বলে জানা গিয়েছে। খোঁজখবর করে দেখা গিয়েছে, নদিয়ার ধানতলার বাসিন্দা ছিলেন ওই দম্পতি।

কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার সুপার এস অমরনাথ জানান, মীনার দেহকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তদন্ত চলছে। মহিলাকে খুন করা হয়েছে নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে।

শ্রমিক আন্দোলনের জের, কাঁকসায় উৎপাদন বন্ধ হল আরও একটি কারখানা

দুর্গাপুর, ২৩ ডিসেম্বর(হি.স.) : নিয়োগের দাবীতে দফায় দফায় শ্রমিক বিক্ষোভ। আর তার জেরে কাঁকসার বামুনাড়া শিল্পতালুকে বন্ধ হল আরও একটি বেসরকারি কারখানা। শুক্রবার রাত্রেই কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কাজ স্থগিত রাখার বিজ্ঞপ্তি জারি করে। আর তাতেই প্রশ্নের মুখে পড়েছে শ্রমিক আন্দোলন। তাকে শুরু বিস্তর শোরগোল পড়েছে রাজনৈতিকমহলে।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার রাতেই বামুনাড়াস্থিত কারখানার গেটে এদিন বিজ্ঞপ্তি সাঁটিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ। তাতে লেখা হয়, ’কাজ স্থগিত করার নোটিশ’। শ্রমিকদের দ্বারা চরম অসদাচরণের কারণে কারখানার আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা তৈরি হয়েছে। এবং কারখানা থেকে পণ্য সামগ্রী ব্যবস্থাপনা বন্ধ হয়ে যায়। ”নো-ওয়ার্ক, নো-পে” ছাড়া কর্তৃপক্ষের কাছে আর কোনও বিকল্প নেই। উল্লেখ্য, কারখানাটিতে প্রায় ৫০০ স্থায়ী অস্থায়ী শ্রমিক রয়েছে। বছর দশেক আগে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি প্রনব মুখোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে কারখানাটি উদ্বোধন হয়েছিল। গত কয়েকদিন ধরে স্থানীয়দের নিয়োগের দাবীতে ওই বেসরকারি কারখানায় আন্দোলন শুরু করে। শ্রমিকদের আন্দোলনে কারখানার অনুশাসন বিঘ্নিত হওয়ায় ৪ জনকে শো-কজও করে। শুক্রবার পুনরায় আবারও একাধিক অভিযোগ নিয়ে কারখানার গেটের সামনে প্ল্যাকেট হাতে বিক্ষোভ দেখায়। তাতে বেতনকাঠামো পুনরগঠন ও স্থানীয়দের নিয়োগের দাবী ছিল জোরালো। এদিন কারখানার গেটে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের পতাকা নিয়ে শ’’খানেক শ্রমিক আন্দোলনে সামিল হয়। ফলে গোটা কারখানায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কারখানা চত্বরে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার পুলিশ।

বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের অভিযোগ, কারখানা কর্তৃপক্ষ বহিরাগত ঝাড়খন্ড শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ করছে। স্থানীয় শ্রমিকদের ছাটাই করা হচ্ছে। তাই স্থানীয়দের নিয়োগ করতে হবে। এছাড়াও বেতনকাঠামো পুনরগঠন করতে হবে। বিক্ষোভরত চন্দন মুখার্জী বলেন,’ গত দেড় বছর ধরে বেতনকাঠামো পুনরগঠনের দাবী জানিয়ে আসছি। অথচ কর্তৃপক্ষ কোন গুরুত্ব দেয়নি। উল্টে শো-কজ করে দেয়। একইরকমভাবে কোন কারন ছাড়ায় ৪ জনকে শো-কজ করায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে শ্রমিকরা। তার প্রতিবাদে আন্দোলন চলছিল।’ আর এক শ্রমিক উত্তম কর জানান,’ গত এক সপ্তাহে ভিন রাজ্যের ৬-৭ শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। অথচ স্থানীয়দের নেওয়া হচ্ছে না। তাই স্থানীয়দের নিয়োগের দাবী জানানো হয়েছিল। আন্দোলনের দিন অন-ডিউটি ছিলাম না। অথচ বিনা কারনে আমাকে শো-কজ করে দেয়। এক কথায় শ্রমিক শোষন শুরু করেছিল। তার প্রতিবাদে আন্দোলন চলছিল।’

এদিকে কারখানা বন্ধ হওয়ায় বিজেপি বিধায়ক লক্ষন ঘড়ুই জানান,’ তৃণমূলের দাদাগিরির জন্য বন্ধ হল আরও একটি কারখানা। তৃণমূলের কোন গোষ্ঠীর লোক নেবে সেই নিয়ে কোন্দল চলছিল। এক গোষ্ঠীর লোক নেওয়ায়, অপর গোষ্ঠী আন্দোলন শুরু করায় কারখানায় অচলাবস্থা চলছিল। এধরনের জঙ্গী আন্দোলনের তীব্র প্রতিবাদ জানাই।’ তিনি আরও বলেন,’ তৃণমূলের জামানায় শিল্প সম্মেলন হলেও, দাদাগিরির জন্য কোন শিল্পপতি আসতে চাইছে না। এটা বন্ধ হোক। নতুন শিল্প আসুক। পুনরায় ওই কারখানা চালু হোক।’ যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি অভিজিত ঘটক বলেন,’ গত দেড় বছর ধরে বেতন পরিকাঠামো পুনরগঠন নিয়ে শ্রমিকদের দাবী ছিল। বহুবার মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসার আর্জি জানিয়েছি। ওনার তারিখ দিয়েও আলোচনায় আসেননি। উল্টে শ্রমিকদের বিনা কারনে শো-কজ করা হচ্ছে। হয়রানি করছে।’তিনি আরও বলেন,’ মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগে রয়েছি। উৎপাদন বন্ধ রেখে সমস্যার সমাধান হয় না। উৎপাদন চালু রেখে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া দরকার।’

বৈষ্ণবাচার্য ড . শ্রীমনমহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির ১২০ তম শুভ আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। বিশ্ব বরেণ্য দার্শনিক , মহামহোপাধ্যায় , বৈষ্ণবাচার্য ড . শ্রীমনমহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির ১২০ তম শুভ আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘ , বিশালগড় শাখার উদ্যোগে আগামী ২৫-২৬ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং পর্যন্ত দুইদিন ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং সোমবার ,নারাউড়াসিত প্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রমে হবে মূল অনুষ্ঠান।

সকালে বাল্যভোগ ও চন্দ্রপাত পাঠ। সকাল ৮:৩০ টায় , শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ। সকাল ১০ টায় : মহানাম কীর্তন। সকাল ১০.৩০ টায় : ড . শ্রীমনমহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির দিব্য জীবনী আলোচনা করবেন শ্রীমৎ নবনীবন্ধু ব্রহ্মচারী মহারাজের মন্ত্র শিষ্য মিঠুন রায়। দুপুর ১২ টায় ভোগ রাগ অন্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ। ঐদিন মহানাম সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীমৎ উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারী মহারাজের অনুপ্রেরণায় প্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রমে শুভ উদ্বোধন হতে চলছে প্রভু জগদ্বন্ধু দাতব্য চিকিৎসালয়। মধ্যাহ্নে প্রভু জগদ্বন্ধু দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করবেন বিধায়ক শ্রী সুশান্ত দেব।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন আয়োজক নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘ, বিশালগড় শাখার সহ.সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য।আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে স্বাস্য দপ্তরের আধিকারিকদেরও। আয়োজক সংগঠনের সম্পাদক মিঠুন রায় জানান,প্রভু জগদ্বন্ধু দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রতি রবিবার,সকাল ৯টা থেকে ১১.৩০ টা পর্যন্ত রোগীদের বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রদান করা হবে।

আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং থেকে চিকিৎসকরা প্রতি রবিবার নির্ধারিত সময়ে নিয়মিত এখানে রোগী দেখবেন।সন্ধ্যারতি অন্তে ঐদিনের কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটবে।২৬ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং , মঙ্গলবার, দুপুর ২ টায় বিশালগড় ব্লকের মধ্যলখীবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত,ড় মহানামব্রত ব্রহ্মচারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র - ছাত্রীদের মধ্যে চকলেট ও মিষ্টি বিতরণ।

দুইদিন ব্যাপী উৎসবে নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘ, বিশালগড় শাখার তরফে সকল ভক্তদের উপস্থিতি কামনা করা হয়েছে ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।